পরে গোবিন্দপুরের চটী*, এই চটীতে গোপালের মাতার দোকানে থাকা হয়। এই চটী পূর্ব্বের পথে চাস চটীতে ছিল। এই চটী অবধি মগধরাজ্য, মৎস্যদেশ বরাকরাবধি বিরাটরাজ্য, তাহার পর জরাসন্ধাধিকার মগধ। এ স্থানের মনুষ্যগণ দোভাষী, আধা খোট্টা আধা বাঙ্গালা বোল। বৃহৎ চটী, অর্দ্ধক্রোশের অধিক চটী, খোলার বৃহৎ বৃহৎ ঘর সকল, এক এক ঘরে ত্রিশ বত্রিশজন পথিক থাকিতে পারে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল, উত্তম শ্রেণীমতে দোকান সকল আছে।

গোবিন্দপুর ও মগধের সীমা

২৮ ফাল্গুন—

ঐ উপরোক্ত সময়ে গোবিন্দপুরের চটী হইতে ৬ ক্রোশ

* এই গোবিন্দপুর বর্ত্তমান মানভূম জেলায় নগর-হাইমাদ্রি পরগণার অন্তর্গত। গ্রন্থকার এই স্থানের পূর্ব্বে মৎস্য বা বিরাটরাজ্যের সীমা এবং পশ্চিমে মগধরাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ বলিবার কারণ এই প্রথমতঃ এখানে আধাখোট্টা ও আধা বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, ২য়তঃ এস্থান হইতে দুই দিনের পথ অর্থাৎ ১২ ক্রোশ যাইয়া তিনি জরাসন্ধগড় পাইয়াছিলেন। এই জরাসন্ধগড় হইতে মনে হয় মগধপতি জরাসন্ধের রাজ্যসীমা এই পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান মগধ বা বেহারের সীমা ইহার আরও পশ্চিমে, তবে অল্পদিন হইল বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান বেহারের সামিল করিয়া লইয়াছেন বটে। কিন্তু বিরাট বা মৎস্যদেশের সহিত এই স্থানের কোন সম্বন্ধই নাই। পৌরাণিক মৎস্যদেশ বা বিরাট রাজ্য বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য। ময়ূরভঞ্জ, মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলায় বিরাটের কীর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা এই স্থান হইতে বহুদূর।

পাহাড়ের পথে যাইয়া রাজগঞ্জ*, এই চটীতে বারখানা দোকান আছে, এই চটীর নিকটে সাহেবদিগের থাকিবার এক বাঙ্গালা আছে, ডাকের ঘোড়া বদল হয়, এই বাজারের চৌধুরী ভগত নামে, তাহার দোকানে থাকা হইল।

রাজগঞ্জ

২৯ ফাল্গুন—

রাজগঞ্জ হইতে ৬ ক্রোশ তোপচাঁচির চটী, এই চটী অবধি পাহাড়ের ঘাট চড়াই উতরাই জরাসন্ধের গড়†, এই স্থানে পরেশ-নাথের পাহাড়‡, এ পথে এ পাহাড়ের তুল্য উচ্চ পাহাড় নাই। তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধেতে উঠিতে হয়। পর্ব্বত ফল-ফুলের লতাবৃক্ষে সুশোভিত, বনমধ্যে হিংস্রজন্তুগণ আছে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে পরেশনাথের মন্দির আছে, তাহাতে একমূর্ত্তি

জরাসন্ধের গড় ও পরেশনাথ-পাহাড়

* এই স্থান এক্ষণে সরকারী মানচিত্রে 'রাজভিটা' নামে পরিচিত, মানভূম জেলার জয়নগর পরগণার অন্তর্গত।

† এখানে পরেশনাথপাহাড়ের নিকট জরাসন্ধগড়ের নিদর্শন থাকায় মনে হয় মগধপতি জরাসন্ধের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা পরেশনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

‡ ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামী শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্রে এই পাহাড়ে আসিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহার নামানুসারে এই পাহাড় পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রসমূহে এই স্থান সমেতশিখরনামে প্রসিদ্ধ। জৈনদিগের ইহা একটি প্রধান তীর্থধাম। এখানে প্রাচীন জৈনকীর্ত্তির বহু ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বহু জৈনতীর্থযাত্রী এই স্থান দর্শনে আসিয়া থাকেন। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। বর্ত্তমান সময়ে গিরিডি ষ্টেশন হইতে অনেকে পরেশনাথপাহাড় দেখিতে যান।

প্রস্তর-নির্ম্মিত বিবস্ত্র, সরাবগি* বণিক্‌দিগের কুলদেবতা। একজন মোহন্তস্বরূপ, জটাধারী, ভস্মমাখা, তথায় আছেন, তাঁহার চেলা সকল সরাবগির বণিক। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে ঐ পর্ব্বতের নিম্নে যে মধুবন আছে, সেই স্থানে পরেশনাথের মেলা হয়।

মধুবন

মধুবনের মধ্যে ৭ সাত খানা দোকান আছে, যাত্রিগণের তথায় অবস্থিতি করিবার স্থান, পর্ব্বতের উপরে পুষ্করণী এবং পুষ্পোদ্যান আছে। মধুবনে আগরওয়ালা বেণেদিগের ধর্ম্মশালা আছে। তোপচাঁচির পশ্চিম ২ ক্রোশ মধুবন।

৩০ ফাল্গুন—

ডুমরি

পরেশনাথের পাহাড়ের নিকট মধুবন হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে জরাসন্ধের কেল্লার ধার হইয়া ৬ ক্রোশ যাইয়া ডুমরিচটী। ২০২ মাইলে চটী আরম্ভ ২০৩ মাইলে সমাপ্ত। এই চটীর চতুর্দ্দিকে পাহাড়,

* সরাবগি—জৈন শ্রাবক। বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্কর উভয়ের মতাবলম্বী শিষ্যই প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে 'শ্রাবক' নামে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু সরাবগি বা শ্রাবক বণিকেরা অধুনা সকলেই জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। এ দেশে ও দাক্ষিণাত্যে ইঁহারা 'মাড়োয়ারী' নামে পরিচিত। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ইঁহাদের প্রধান উপাস্য। যে সকল গ্রামে ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তথায় সকলের চেষ্টায় এক একটি পার্শ্বনাথ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সরাবগি-বণিক্‌পরিবার পার্শ্বনাথের মন্দিরসংস্কার ও তাঁহার যথারীতি পূজাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ স্ব স্ব উপার্জ্জনের কিয়দংশ রাখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, পরেশনাথ পাহাড় ইঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র।

পাহাড়ের ঝরণাতে উত্তম জল, ঐ ঝরণাতে স্নানাদি করিয়া চটীতে পঞ্চকোটের রামকৃষ্ণ মদকের দোকানে থাকা হইল।

১ চৈত্র—

ডুমরি হইতে সাত ক্রোশ বগোদরের চটী, এই চটীতে ডাকঘর ছিল, এক্ষণে আটকা চটীতে গিয়াছে, কেবল ঘোড়া বদল হয়। রাধে মুদির দোকানে থাকা হইল।

বগোদর

পাহাড়তলি স্থান,—পাহাড়ের নিকট যে বাঁধ অর্থাৎ বন্ধন করিয়া জল রাখা হইয়াছে, পুষ্করণীর স্থায় ঐ জলে স্নানাদি করা হইল।

২ চৈত্র—

বগোদর হইতে আট্‌কা ৪॥ ক্রোশ, পরে বরকাট্টা ৩॥ ক্রোশ। এক্ষণে আটকা চটীতে ডাকঘর, তথায় কেরাণী ও মুন্সী আছে।

আট্‌কা ও বরকাট্টা

এখানে চিঠি দেওয়া লওয়া হয়। ২২১ মাইলে চটী আরম্ভ ২২২ মাইল পর্য্যন্ত। এই চটীতে কলিকাতার পত্র ডাকঘরে দিয়া বরকাট্টা চটীতে পহুছা হইল। ২৩০ মাইলের পাথরে বরকাট্টা চটী আরম্ভ। এক পাথর অর্থাৎ অর্দ্ধক্রোশ। চটী পূর্ব্ব চটীবৎ, দোকান ইত্যাদি আছে।

৩ চৈত্র—

বরকাট্টা হইতে ৪ ক্রোশ বরশোত। এই চটীতে থাকা হইল।

বরশোত

ভাঙ্গা চটী, এখানে থাকিবার কারণ আমার নাগাজর হইয়া ক্লেশ বোধ হয়, এই জন্ত ৪ ক্রোশ আসিয়া প্রাতঃকালে অবস্থিতি করা হইল। এ দিবস অনশন থাকা হইল।

৪ চৈত্র—

বরশোত হইতে বরহি ৫ ক্রোশ,—এ চটীতে বৃহৎ বৃহৎ ঘর সকল অন্যান্য চটীর ন্যায়, অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত দোকান; সকল পাহাড়ের ধারে চটী, শোভা অতিশয়, করবী-ফুলের অনেক গাছ ধারে ধারে আছে, পথিমধ্যে দুইটি পোল আছে। তাহার পর ৬ ক্রোশ যাইয়া চোপারণ, এই চটীতে দোকানে পথিকদিগের থাকিবার ঘর ছোট, অধিক ঘর নাই, হদ্দ পনর ষোল খানা ঘর আছে, তাহার পর অকুলানে দোকানের দ্বার। এই চটীতে অগ্রে পহুছিতে পারিলে ঘর পাওয়া যায়, নচেৎ অতিশয় ক্লেশ। পাহাড়ের মধ্যে চটী, ভয়ানক স্থান, এ চটীর দোকানদারের নিকট হাঁড়ি পাওয়া যায় না। দূর হইতে বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে, তথায় ক্রয় করিতে হয়। এ চটীতে ঘরভাড়া আছে।

বরহি

চোপারণ

৫ চৈত্র—

চোপারণ হইতে পাহাড়ের হেট ঘাট ভাঙ্গিয়া বিকট বিকট জঙ্গল হইয়া এই মত ৬ ক্রোশ যাইয়া ডেলুয়া। এখানে এক বৃহৎ পাথরের পোল আছে; স্থান অতিশয় ভয়ানক, দিবসে চোরের ভয়, এজন্য এ চটীতে পথিক কেহ থাকে না। পর্ব্বত অতি ভয়ানক, বন ভয়োদিক, পার্ব্বতীয় ব্যক্তিগণ বড় চোর, এজন্য এই স্থানে গাড়ী থাকিবার হাতা অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর, দ্বারে কপাট আছে, মহাজনদিগের মাল-বোঝাই গাড়ী সকল থাকে। পুলিশের

ডেলুয়া

রক্ষকগণ প্রহরীতে নিযুক্ত বিশিষ্ট রূপে আছে। ঐ পর্ব্বতের পার্ব্বতীয়া সকল এমত চৌর্য্যবৃত্তিতে ব্যুৎপন্ন, তাহার মধ্য হইতে গাড়ী লইয়া কাননে প্রবেশ করিয়া হরণপূর্ব্বক পর্ব্বতে গমন করে। পর্ব্বতের পথে কুথায় যায়, কেহ সন্ধান করিতে পারে না। যাত্রিগণের মধ্যে সঙ্গছাড়া হইয়া অগ্রপশ্চাৎ হইলেই তাহার দ্রব্যাদি হরণ করিয়া পলায়। পথ বিকট পাহাড়ের হেট ঘাট অর্থাৎ নীচে উপর করিতে করিতে পথিক ক্লান্ত হয়; এমত কঠিন পথ যে অন্তস্থানে ডাকের ঘোড়া ৩ ক্রোশান্তর বদল হয়, এই পথে এক এক ক্রোশ অন্তরে ঘোড়া বদলের আস্তাবল অর্থাৎ অশ্বশালা আছে। ভেলুয়ার পুলে ফুকর পাথরে গাঁথা। ভেলুয়ার বিকট-

বারা

পথে গহন বন হইয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া বারা চটী, এখানে কুশলানদীর পোল আছে, এই পোলের এক পোয়া অন্তরে চটী; পুলের নিকট তিনটী দোকান আছে, ২৭৮ মাইলের পাথর আছে, এই অবধি পাকা রাস্তা ছাড়িতে হইল। এই চটিতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পহুছা হয়।

৬ চৈত্র—

বারা হইতে ২ ক্রোশ বুন্দে-সরস্তা, পাকা রাস্তা হইতে ঈশান-মুখে গ্রাম্য পথে যাইতে হয়; এস্থানে সাত খানা দোকান আছে। তাহার পরে ৪ ক্রোশ যাইয়া কুশলানদী।

বোধগয়া

পরে ২ ক্রোশ বোধগয়া। এখানে গয়াসুর বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন,—এই স্থানে জয়পরাজয় হয়। ধর্ম্মারণ্যে রাজার মন্দির আছে। এই বোধগয়াতে এক জন মোহন্ত আছেন, তাঁহার অনেক রাজা শিষ্য;

তাঁহাদের যত বহু ধন এবং ভূম্যাদি সম্পত্তি আছে, সর্ব্বদা ৪০০।৫০০ শত নাগা চেলা সমভ্যারে থাকে। বোধগয়া টেরির রাজা* মোহন্তকে নিষ্কর দিয়াছেন। এই স্থানে যাত্রিগণ পহুছিয়া যে কেহ তীর্থশ্রাদ্ধ না করিয়া আইসে, সেই ব্যক্তি এই বোধ-গয়াতে তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া গয়াধাম প্রবেশ করে এবং যাহার যে গয়াল তাহারা অগ্রসর আসিয়া আপন যাত্রী লইয়া যায়। প্রায় সকল গয়ালের গোমস্তা ইত্যাদি লোক বোধগয়াতে থাকে। বারখানা প্রধান দোকান আছে, তদ্ভিন্ন বাজার দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। এই স্থানে আহারাদি করিয়া বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে মোহন্তের আম্রবাগান হইয়া গমন। বাগান প্রায় তিন ক্রোশ, রৌদ্র পাওয়া যায় না, গাছের ছায়াতে ছায়া।

গয়াধাম

এই ৩ ক্রোশ পরে গয়াধাম। ব্রহ্মযোনির পাহাড়। এই স্থানে পহুছিলে যাত্রীদিগের নিকট হইতে সেতুয়া সকল ধ্বজা-দর্শনী লয় অর্থাৎ বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বজা দেখাইয়া প্রতি ব্যক্তির নিকট এক টাকা করিয়া লয়, ইহা সেতুয়াদিগের নিয়ম। ইহাদের যাত্রীর নিকট পাইবার এই নিয়ম আছে। প্রতি যাত্রীর নিকট ধ্বজাদর্শনী এক টাকা, পথের খোরাকি অর্দ্ধ টাকা, আর গয়ালদিগের নিকট যাত্রী পহুছিয়া দিলে কাহার বাটীর বন্দর যাত্রীতে যত টাকা গয়ালকে দিবে, তাহার সিকি কাহার ছয় আনা

ব্রহ্মযোনি-পাহাড়

* 'টেকারি' বা 'টিকারীর রাজা' পাঠ হইবে। টিকারী সহর গয়া নগরীর ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মুহনে নদী তীরে অবস্থিত। নাদির শাহের আক্রমণের পর মোগল-সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ কর্তৃক এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

কাহার অর্দ্ধেক গয়ালে সেভুয়ায় অংশ আছে। কেবল চৌধুরীর নিয়ম এই আছে—যাত্রীতে যত দিউক প্রতি যাত্রীর (নিকট) দুই টাকার হিসাবে পায়। ইহা ভিন্ন যাত্রীদিগের বাটীতে পহুছাইয়া দিলে প্রত্যাগমনের শ্রাদ্ধের সময় যথাযোগ্য বিদায় দেয়, এই মত ইহাদের পাওনা। এই ব্রহ্মযোনির পাহাড়ের নিকট হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া উপর মহল্লায় রামশিঘাটে ফল্গুনদীর নিকটে ধবল চৌধুরী গয়ালের বাটীতে উপস্থিত। সন্ধ্যার সময় যাওয়া হইল। তাঁহার দুই কন্যা ফুলাদই ও চম্পাদই আছেন, তাঁহার ভ্রাতার দৌহিত্র শ্যামলাল পাঠক, তাঁহার পা-পূজা পূর্ব্বে সন ১২৫৮ সালে যখন গয়াশ্রাদ্ধার্থে গিয়াছিলাম করা হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামী দেওয়া হইল। তেঁহ রীতিমত তুলসী, ফলি, পেড়া সকলকে প্রসাদ করিলেন। ঐ রাত্রি তীর্থোপবাস করা হইল। গয়ালের বাড়ীর দোতালার উপর বাসা হইল। রাত্রে বিষ্ণুপদাদি দর্শনার্থে গমন করিয়া এক প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে থাকিয়া দর্শন ইত্যাদি করা হয়।

৭ চৈত্র—

ক্ষৌরকর্ম্ম, বস্ত্র ক্ষালনার্থে দেওয়া, ক্রিয়ার নূতন বস্ত্র ক্রয়, ফল্গুতে স্নান ও তর্পনাদি করিয়া আহারান্তে নগর ভ্রমণ, সন্ধ্যাগতে বিষ্ণুপদ দর্শন। বিষ্ণুমন্দির যাইতে প্রথম দ্বারে মালাকারগণ ফুল তুলসী মালা বহুবিধ মত লইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বদিকে এক রামাত বৈষ্ণবের আখড়া আছে, তাহাতে সীতারাম রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মিত এবং অনেক রকমের শালগ্রামশিলা বিরাজিত। তাহার পর

বিষ্ণুপদ

দ্বারে গয়েশ্বরী দেবী—গয়াধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাদেবীর মহাপীঠ ও গদাধর ভৈরব; এস্থানে ছাগাদি বলি প্রদান হয়। তাহার পরে অহল্যাবাইয়ের স্থাপিত শ্রীরামসীতা শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, আলাহিদা ঠাকুর বাটী, সেবাইতগণ আছেন, ভোগ ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে। ঐ বাটীর পূর্ব্বদিকে শ্রী৺গদাধরের মন্দির এবং গণেশ ও আর আর দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার পর দ্বারে ১৪৮৪ ঘর গয়ালের বৈঠক কাছারি। তাহার পরে ঘণ্টাঘর, পূর্ব্বদিকে ষোলবেদী; পশ্চিমদিকে বিষ্ণু-মন্দির—অতি উত্তম পাথরে গঠিত, সোনার কলস, সম্মুখে নাট-মন্দির, এমত মন্দির ও নাটমন্দির আর কোথাও নাই। হোলকার বাহাদুরের স্ত্রী অহল্যাবাইয়ের এই কীর্ত্তি* ।

৮ চৈত্র—

ফল্গুতে স্নানতর্পণাদি করি। প্রথমে ফল্গুনদীতে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান। প্রথম দিবসে এই পর্য্যন্ত। কেহ বা বিষ্ণুপদে ঐ দিবস পিণ্ড অর্পণ করে। শ্রী৺গয়াধামে পিণ্ডশ্রাদ্ধাদি তিন

* অহল্যাবাই—মালব-প্রদেশের রাজা খণ্ডে রাওয়ের পত্নী; খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র মালীরাও অল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন এবং অহল্যাবাই স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী ছিলেন। দেশেদেশে তিনি যে সকল দেবালয়, মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল কীর্ত্তি তাঁহার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছে। কেদারনাথ, রামেশ্বর, কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের দেবালয় এবং গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দির অহল্যাবাইয়ের কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ আজিও বর্ত্তমান আছে। ত্রিশ বৎসর সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে এই দেবী-স্বরূপিণী রাণী পরলোক গমন করেন।

প্রকারে। প্রথম শ্রেণী—ক্ষাপরেল ৪৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ; দ্বিতীয়—দর্শনী ৩৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ; তৃতীয়—একমুষ্ট ৪ বেদীতে শ্রাদ্ধ।

পঞ্চক্রোশী গয়াক্ষেত্র

গয়াসুরের শরীর পঞ্চক্রোশব্যাপিত। এই পঞ্চক্রোশ গয়াক্ষেত্র—এক ক্রোশ ব্যাপিত মস্তক, ইহার মধ্যে সমীপত্র-প্রমাণ পিণ্ড গয়াশিরে অর্পণ করিলেই পিতৃমাতৃঋণের কিঞ্চিৎ শোধ হয়। পিতৃকার্য্য এই তীর্থে, অন্যান্য তীর্থে আত্মকার্য্য। গয়াসুর এমত পরোপকারী যে, আপন প্রাণ বিষ্ণুপদে অর্পণ করিয়া পরের হিত করিয়াছেন। ভগীরথ যে ৺গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন আপন কুলোদ্ধার জন্য। গয়াসুর পিণ্ড-প্রদান-বিষয়ে স্বার্থরহিত। ফল্গুনদীর তীরে বিষ্ণুমন্দির। ফল্গু হইতে অনেক উচ্চ প্রস্তরের সিঁড়ি ঘাটে আছে।

এই গয়াধামে যে যে তীর্থে পিণ্ডদান করিতে হয় সেই সকল বেদীর নাম—

১ ফল্গু, ২ প্রেতশিলা, ৩ ব্রহ্মকুণ্ড, ৪ রামশিলা, ৫ রামকুণ্ড, ৬ কাকবন, ৭ উত্তরমানস, ৮ উদিচি*, ৯ কন্খলা†, ১০ দক্ষিণমানস, ১১ জিহ্বালোল, ১২ মাতঙ্গিবাপী‡, ১৩ ধর্ম্মারণ্য, ১৪ ব্রহ্মসরোবর, ১৫ কাকবন§।

ষোলবেদী

১ ব্রহ্মপদ, ২ রুদ্রপদ, ৩ বিষ্ণুপদ, ৪ কার্ত্তিকপদ, ৫ গার্হপত্য-পদ, ৬ আবাহিনীপদ, ৭ সত্যপদ, ৮ দক্ষিণাগ্নিপদ, ৯ অশ্বত্থপদ,

* উদীচী। † কনখল।
‡ মতঙ্গবাপী। § [illegible]।
৫। গার্হপত্যপদ। ৬। আহবনীয়পদ। ৯। আবসথ্যপদ।

১০ সূর্য্যপদ, ১১ চন্দ্রপদ, ১২ দধীচিপদ, ১৩ মার্কণ্ডপদ, ১৪ কর্ণপদ, ১৫ ইন্দ্রপদ, ১৬ গণেশপদ। এই ষোল বেদী মণ্ডপ মধ্যে আছে। তৎপার্শ্বে চারিবেদী—তাহার নাম কুরঙ্কপদ,* অগস্ত্যপদ, কাশ্যপপদ, গজকরণপদ।

অষ্ট তীর্থ

১ রামগয়া, ২ সীতাকুণ্ড, ৪ গয়াশির, ৪ মুণ্ডপৃষ্ঠ, ৫ আদিগয়া, ৬ ধৌতপদ, ৭ গয়াকূপ, ৮ ভীমগয়া।

গোপ্রচার—এই স্থানে ব্রহ্মা গো-বৎস দান করেন। এই পাহাড়ে গোবৎসের পদচিহ্ন স্পষ্টরূপে আছে; এস্থানে পিণ্ডদান এবং গোদান।

গদালোল—ভীমের গদাকৃতি এক প্রস্তর পুষ্করণীতে পোতা আছে, ইহাকে ভীমের গদা কহে। এখানে শ্রাদ্ধাদি।

বিষ্ণুপদ—গয়াসুরের মস্তক উপরে; ভগবান্ যে পদচিহ্ন দিয়াছেন, তাহাতে আপরেন গয়ার তিন দিন পিণ্ডদান; শেষ দিনে পিণ্ডদান করিয়া অক্ষয়বটে দানাদি করিয়া সুফল লইতে হয়।

যে সমস্ত বেদী লিখা হইল, ইহার চারিবেদীতে বাঙ্গালিতে শ্রাদ্ধ করে না, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গি, পঞ্জাবী এবং খোট্টারা শ্রাদ্ধ করে, এজন্য ৪৯ বেদী লিখা হইল।

প্রতি বেদীতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া বার পুরুষের পিণ্ড দিয়া পরে পিতৃমাতৃকুল, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, অমাত্য-বন্ধুবান্ধবের—যে জাতি হউক সকলে সকল জাতির পিণ্ড গয়াক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারে। সকলের পিণ্ড দেওয়া হইলে মাতৃপিতৃষোড়শী করিতে হয়,

১৩। মার্কণ্ডেয়পদ। ১৪। গজকর্ণপদ। * ক্রৌঞ্চপদ।

অর্থাৎ ষোল ষোল পিণ্ড দেওয়া যেমত কেন না নির্দ্দয় পাষণ্ড হউক। মাতৃষোড়শী সময় ক্রন্দন করিতে হয়। মাতা গর্ভেতে ধারণাবধি যখন যেমত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তাহার নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষ পিণ্ডদান। এইমত প্রতিবেদীতে করিতে হয়। ইহাতে এক এক দিবস এক এক বেদীর কর্ম্ম করিলে অধিক শ্রম হয় না, ভাল হয়। পিণ্ড—যব, গোধূম, তণ্ডুলচূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত, মধু, চিনি, তিল এবং দুগ্ধ ও যাহা উপকরণ পাওয়া যায়, একত্র করিয়া পিণ্ড সমীপত্রপ্রমাণ পাকাইতে হয়। বড় হইলে ক্ষতি নাই। কেবল মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা অন্নের পিণ্ডদান করে, আর কোন দেশীয় লোকের নহে।

এক বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলেই গয়া করা সিদ্ধ হয়। তবে যে এত স্থানে পিণ্ডাদি দিতে হয় তাহার কারণ পঞ্চক্রোশ মধ্যে দেব দানব গন্ধর্ব্ব মুনি ঋষিগণ যে যে স্থানে পিণ্ড দিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে পিণ্ড দিতে হয়। তাঁহাদের এক একজন যেখানে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, মানবে সেই সকলের বেদীকে একত্র করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাকেই ক্ষাপরেল কহে।

প্রেতশিলার আলাহিদা ব্রাহ্মণ। তাহাদিগকে ধামী ব্রাহ্মণ কহে। যেমত এতদ্দেশে অগ্রদানী, পশ্চিমদেশে মহাব্রাহ্মণ, সেইমত ধামী ব্রাহ্মণ।

এই প্রেতশিলা সুবর্ণপাহাড় ছিল, ব্রহ্মা ব্রহ্মকল্পিত ১৪টি কুলের ব্রাহ্মণের জীবদান দিয়া তাহাদের পূজাদি করিয়া গয়া-শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ করেন। ক্রিয়াতে ঐ ব্রাহ্মণ-

প্রেতশিলা

দিগের স্বর্ণ-পর্ব্বত প্রেতশিলা, রৌপ্যপর্ব্বত রামশিলা, ফল্গুনদীর জল দুগ্ধ, বালুকা তণ্ডুল হইবে, এই কহিয়া

দান করেন। আর কহিলেন, কাহারও দান গ্রহণ করিও না; তোমাদিগকে চিরসুখী করিয়া দিলাম। বিধি-বাক্য সকল সত্য হইল, ব্রাহ্মণগণ সুখে কালযাপন করিত। কোন সময়ে ধর্ম্মারণ্য রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞারম্ভ করিয়া প্রায় তৎকালের সকল ঋষিমুনিগণ যজ্ঞার্থে আনিয়া যথাযোগ্য দানাদি করিতেছেন। ব্রহ্মকল্পিত ১৪জন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে আনিয়া না দান দিতে পারিলে বৃথাযজ্ঞ, এই চিন্তা সর্ব্বদা করেন। ব্রাহ্মণ-দিগকে অনেক ধনের লোভ দেখাইয়া পাঠান। তাঁহারা কোন-ক্রমে দান লইতে স্বীকার হইলেন না। রাজা মনে মনে এই স্থির করিলেন, গোপনে দান দিতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞে অধিষ্ঠানের আবাহন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজার যজ্ঞে অধিষ্ঠানের দোষ নাই বিবেচনা করিয়া গমন করেন। রাজা পাদ্যার্ঘ্য ইত্যাদি বিধানমতে দিয়া তাম্বুল দিলেন। তন্মধ্যে এক এক বহুমূল্য রত্ন প্রতি বিড়ী মধ্যে ছিল। হস্তে হস্তে দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ কিঞ্চিৎ পরে বিড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতরে রত্ন আছে। দেখিয়া কোপান্বিত কলেবর হইয়া রাজা ধর্ম্মারণ্যকে তিরস্কার করিয়া রত্ন ফিরাইয়া দিতে গেলেন, রাজা গ্রহণ করিলেন না। এই গুপ্তদানে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ আছেন, এ সংবাদ ব্রহ্মার গোচর হইলে ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন যে, তোমাদিগকে এত দিয়াছিলাম তথাচ লালসা দানগ্রহণে আছে। যাও, আজ অবধি তোমরা সকলের নিকট দান গ্রহণ করিবে, তথাচ আশাপূর্ণ হইবে না। আর স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড়, ফল্গুনদী পূর্ব্ববৎ পাথর, জল, বালি হইল। এই অভিশাপ ব্রহ্মা করিয়া গমন করেন। তৎকালে ঐ ১৪জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার নিকট

কৃতাঞ্জলি করিয়া গদগদভাবে ভাবিতে লাগিল, "আমাদিগকে সৃজন করিয়া নিপাত করিলেন, আমাদের কি গতি হইবে ?" ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলের দান গ্রহণ করিবে, পতিত হইবে না।"

রামশিলা

প্রেতশিলা—রামশিলাতে স্বর্ণ-রূপার চিহ্ন আছে। এই দুই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পূর্ব্বেতে পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না। ইদানীং হাটখোলা-নিবাসী মদন দত্তের মাতা যৎকালে গয়াধাম পুত্রসমভ্যারে যান, প্রেতশিলায় উঠিতে না পারায় প্রায় এক বৎসর গয়াতে থাকিয়া দুই পর্ব্বতের সিঁড়ি করিয়া তাহার প্রতি সোপানে নামাঙ্কিত করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করেন। এই সিঁড়ি করিয়া মনুষ্যগণের কত ক্লেশের শান্তি হইয়াছে তাহা কি কহিব। প্রশস্ত সোপান সকল। সোপানের মধ্যস্থলে মদন দত্তের নাম লিখিত আছে। প্রায় ২ ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়। অর্দ্ধপথে এক গহ্বর আছে, তাহাতে এক সাধু অযাচক আছেন। প্রেতশিলায় ইহার নীচে ব্রহ্মকুণ্ড। চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরবান্ধা দুই বট বৃক্ষ আছে। অতি সুশীতল স্থান।

পর্ব্বতের উপর এক ঘর পাথরের নির্ম্মিত। তাহাতে সকলে শ্রাদ্ধাদি করে। ঈশানে ঐ স্বর্ণচিহ্ন প্রস্তর। তাহার উপর পিণ্ড দান করিতে হয়। পর্ব্বতে বৃক্ষলতাদি সজীব ফলফুলে সুশোভিত। ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে প্রায় ৩ ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়। সিঁড়ি করিয়া দিয়াছে। প্রথমে এক দ্বার আছে। তাহার পর অর্দ্ধপথে আর এক দ্বার। শৃঙ্গোপরে সূর্য্যদেবের মন্দির। তাহার পশ্চিমদিকে ব্রহ্মযোনি ছিল যন্ত্রাকৃতি। আপন জন্ম-পরীক্ষা করিবার জন্য

ঐ যোনির পথ দিয়া গলিয়া বিপরীতদিকে গমন। কুজন্ম হইলে ঐ যোনিমুদ্রাপথে অক্লেশে গতায়াত হইত। জারজ সন্তান কদাচ গমন করিতে পারে না, অর্দ্ধপথে রুদ্ধ থাকিত। এক্ষণে সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ অনেকে অপমানিত হইয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল।

রামগয়া

রামগয়া ও সীতাকুণ্ড—ফল্গুনদীর পূর্ব্বপার। সীতাকুণ্ড নদী মধ্যে। যে স্থানে সীতাদেবী রাজা দশরথের বালির পিণ্ড দেন, ঐ স্থানে সকলকে বালির পিণ্ড দিতে হয়। রামগয়া নদীতীরে—পর্ব্বত উপরে।

গয়াকূপ

ভূতযোনিপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা মনুষ্যের প্রতি উপদ্রব করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি হইতে মুক্ত করিতে হইলে গয়াকূপ যে আছে, ঐ কূপে যব, তণ্ডুল, তিলচূর্ণের তিনটি পিণ্ড, শ্রীফলাকৃতি নারিকেল একটি, নূতন গামছা একখানা লইয়া ঐ মৃত ব্যক্তির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, অঞ্জলি দিবার যে মন্ত্র তাহা পাঠ করিয়া, ঐ কূপে অঞ্জলিপ্রদান মাত্র ভূতযোনি হইতে মুক্ত হয়।

ধৌতপদ

ধৌতপদ পর্ব্বত উপরে। ইহার নিকট মহাদেবী আছেন। এখানে ছাগাদি বলি প্রদান হয়। ধৌতপদের প্রাপ্তি একজন স্ত্রীলোকে পায়। তাহার কারণ ঐ স্ত্রী পতিপুত্রবিহীনা, তাহার ভরণপোষণের জন্ত উপায় নাই। এজন্ত ১৪৮৪ ঘর গয়ালে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, আমাদের কুলের স্ত্রীলোক হইয়া আহারের জন্ত কুকর্ম্ম করিলে কুলের কলঙ্ক, এই জন্ত ধৌতপদে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকের দিনপাত হয়।

ভীমগয়া পর্ব্বত উপরে। ভীম হাঁটু গাড়িয়া যেখানে পিণ্ড

ভীমগয়া

দান করিয়াছেন, ভীমের হাঁটুর চাপে পাথর ক্ষয় হইয়া গহ্বর হইয়াছে।

ব্রহ্মার বরে ফল্গুনদীর জল যে দুগ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এক্ষণে এই আছে, বৎসরান্তে ভাদ্রমাসে ইন্দ্রদ্বাদশীতে বিষ্ণুপদে

ফল্গুনদী

দুগ্ধের স্রোত হয়। ফল্গুনদীতে জলের স্রোত প্রকাশ নাই—অন্তর্হিতভাবে বহিতেছে। খনন করিলে জল উঠে। ঐ জল অতি উত্তম এবং স্নিগ্ধ সুশীতল। তাহাতে আর এক আশ্চর্য্য আছে, বালি খননে জল হইলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণ কেলি করে।

ধর্ম্মারণ্য বোধগয়ার আড়পার। পাহাড় সরস্বতীর নিকট। ৮ চৈত্র ক্রিয়ারম্ভ করিয়া ২৭ চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে পিণ্ড-দান করা হয়।

গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম—মাতৃপিতৃবিয়োগে যেমত নূতন বস্ত্র পরিধান, উত্তরীতে এক বস্ত্রে থাকা, হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যায়

গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম

কুশাসন-শয্যা, মৃত্তিকার সরা করিয়া জল পিণ্ডপাত্র তদ্রূপ সুফল পাওয়ার দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। যাহার ক্ষমতা আছে প্রতিদিবস ব্রাহ্মণভোজন যথাশক্তি করে, অক্ষম ব্যক্তি শেষ দিবসে অক্ষয়বটমূলে অথবা বাসায় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতৃকর্ম্মের অবসর হয়।

গয়াক্ষেত্রের বিষ্ণুমন্দিরের পুরী মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পায় না।*

* গয়ার বিভিন্ন তীর্থ-মাহাত্ম্য ও গয়াকৃত্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি

১৪৮৪ ঘর গয়াল। তাহার মধ্যে অনেকের বংশ নাই। ছদ্মর্ম্মান্বিত গয়ালের প্রায় বংশ থাকে না, যে সমস্ত গয়াল আছে কেহ নির্ধনী নহে, সকলেই ধনাঢ্য। গয়ালদিগের ব্রহ্মানুষ্ঠান প্রায় শূন্য। দৈবাৎ কাহার আছে, কিন্তু একনিষ্ঠা এই আছে,—বিষ্ণুপদে অর্পণ না করিয়া কিছু গ্রহণ করে না। দিনান্তে একবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পদচিহ্ন দর্শনস্পর্শ করে। ভিক্ষুক সকলেই। যাহার দশহাজার টাকার অলঙ্কার অঙ্গে আছে, এক কড়া কড়ির জন্য সেও লালায়িত। তাহাদিগকে যদি কেহ কহে, তোমরা এমত ভিক্ষা জন্য কিমত্ত ক্লেশ কর। তাহারা উত্তর করে যে, আমাদের যাহা ধন-সম্পত্তি, এই মত ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় নাই।

গয়ালের পরিচয়

১৪৮৪ ঘর গয়ালের এক কাছারি বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরে হয়। তাহার একজন প্রধান কর্ম্মকারক আছে। তাহাকে সকলে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহার যত যাত্রী আইসে তাহার শুমার এবং যে যে মত ক্রিয়া করিবে তাহার নিরূপণ লিখিয়া যাত্রী বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার খোলসা পত্র পায়। যাহার যতদিন বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের নিয়ম আছে তাহাই হইবে। তাহার অধিক দিন প্রবেশ করিতে দেয় না। এক এক দিন এক এক গয়ালে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বাররক্ষার্থে থাকেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যত যাত্রী মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবে সকলের নিকট এক এক পুরাপুরী পয়সা লয়। এই মতে মবলগ পয়সা পায়।

"সাহিত্য-পরিষদ্" হইতে প্রকাশিত "তীর্থ-মঙ্গল" গ্রন্থে গয়া-যাত্রা-প্রসঙ্গে সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৭ চৈত্র অবধি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সকল দেনা পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া, কলিকাতা হইতে প্রসন্নকুমার যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে দেনা শোধ করিয়া, গোরাচাঁদ কওড়ির ব্যাপোহ জন্য ঈশ্বর কওড় গোরাচাঁদকে লইয়া ১৮ চৈত্র স্বদেশ যাত্রা করিল। আমি শ্রী৺কাশীধামের লোক অন্বেষণে রহিলাম।

১৮ই চৈত্রাবধি ২৩ চৈত্র পর্য্যন্ত নগর ভ্রমণ এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মাতৃ-অনুরোধে বিশেষতঃ থাকিতে হইল।

গয়ার তৎকালীন পরিচয়

গয়া সহরে বসতি সর্ব্বজাতিতে দশ হাজার ঘর হইবে। মুসলমানের বসতি সহরের বাহিরে। সহরের উত্তরদিকে সাহেবগঞ্জ, তাহাতে চাঁদনী চকবাজারের ন্যায় বাজার। পিতল কাঁসার জিনিসের এবং কম্বল, সতরঞ্চ, গালিচা, লুই ইত্যাদির দোকানের আলাহিদা আলাহিদা চকবন্দী। কাপড়ের দোকান সকল লাল দরজার ভিতরে রাস্তার উপর। মনোহারী দোকান সকল পূর্ব্বদিকে। ভূসি-শস্যের গোলা, বাঁশের সকল জিনিস, পেটরা ইত্যাদি পাওয়া যায়। লাঠি অনেক বিক্রয় হয়। পশ্চিমদিকে লোহার জিনিস সকল। এই মত বাজারের শ্রেণীমতে স্থানে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। উত্তর পটিতে জুতার দোকান, তাহার পর পশ্চিমদিকে জিহালখানা অর্থাৎ কারাগার। ইহার প্রাচীর প্রায় ১১ হাত উচ্চ। অনেক চিরবন্দী ভীষণাকার, হস্তপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাহাতেও যে যে কর্ম্ম জানে, তাহাকে সেই কর্ম্ম বন্দীশালে করিতে হইতেছে। তাহার পশ্চিমে মাজিষ্টরী ও কালেক্টরী, জজ আদালত, রেজিষ্টার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও সদর আলা, সদর আমিন, মুন্সেফ ইত্যাদির কাছারি। কালেক্টরি

কাছারিতে ডাকঘর। তাহার পশ্চিমে আফিঙ্গের কুঠি—বৃহৎ বাটী। অনেক আফিঙ্গ আমদানী হয়। ক্রোর টাকার অধিক দাদন। এই আফিঙ্গের কুঠির হেডকেরাণী গুকচরনিবাসী শ্রীকান্ত মিত্রের পুত্র।

সবআসিষ্টেন্ট-সার্জ্জন অর্থাৎ ডাক্তার বাঙ্গালি বাবু একজন আছেন। অতি উত্তম ব্যক্তি, চিকিৎসক উত্তম।

ইহার পশ্চিম-উত্তর দিকে ছাউনী অর্থাৎ সৈন্য ও সেনাপতি থাকিবার স্থান। পুলিশদারগা সহরের ভিতরে। ফটকে ফটকে চৌকীদার থাকে। গয়া সহর সহরপানাতে ঘেরা, মহল্লা মহল্লা ফটকবন্দী। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে বেষ্টিত। পাহাড়ের উপর সহর। স্থানে স্থানে বাজার আছে। সকল বাজারে পুরি, কচুড়ি, লাড়ু, পেড়া ইত্যাদি পকান্ন মিষ্টান্ন ও আর আর সকল খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। পাথরের বাসন সকল উপরে। মহল্লার নীচে দোকান সকল, তাহাতে সকল পাওয়া যায়—গয়েশ্বরী পাহাড়ের আমদানি। ১২ ক্রোশ অন্তরে পাহাড়। ঐ পাহাড়ের পাথর ভাল।

২৪ চৈত্র

শ্রী৺গয়াধাম হইতে রঘুনাথপুরনিবাসী শ্রীযুত রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা এবং তাঁহার খাশুড়ী, তৎসমভ্যারে লাকুড়পাড়ার নসিরাম রায়, গোকুল ঘোষ আর কালিন্দী দাসী, পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক যাত্রী, এক পাল্কী, এক বয়লী গাড়ি, শ্রীশম্ভুচন্দ্র কওড়ি, সেতো, সমভ্যারে তিতু আমার যুটে ছিল, সকলে প্রাতে রওয়ানা হইয়া তিন ক্রোশ

যমুনা গ্রাম

আসিয়া যমুনা নামে এক স্থান। তথায় তিন দোকান এবং বাগান

নদীর তীরে। তাহাতে শিবালয় আছে। ঐ স্থানে কাশীর গঙ্গাপুত্র নন্দিরামের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রয়াগীব্রাহ্মণ গয়া হইতে সমভ্যারে আইসে। গঙ্গাপুত্রদিগের নিয়ম এই আছে, যে অগ্রে যাত্রী ধরিবে, সেই পাইবে। কিন্তু প্রতি দিবস যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ থাকিবে। যদি তিন দিন না দেখা হয় তাহাতে অন্য গঙ্গাপুত্র আসিয়া ঐ যাত্রী ধরে। তাহাতে পূর্ব্ব গঙ্গাপুত্রের দাওয়া থাকে না। এজন্য গঙ্গাপুত্রেরা প্রায় যাত্রীর সঙ্গ ছাড়ে না। কাশীর কেশেল অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা তাহারাও সমভ্যারে থাকে। ঐ যমুনাতে স্নানাদি করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ পঞ্চাননপুর। তথায় বাজার এবং পথিকদিগের থাকিবার জন্য দোকানঘর আছে। তথায় আহারাদি করিয়া পরে ৫ ক্রোশ গো। তথায় অবস্থিতি হয়।

২৫ চৈত্র

গো হইতে ১০ ক্রোশ পুনপুনা।• ঐ স্থানে সরাই, বসত, বাজার ইত্যাদি আছে। তথায় স্থিতি।

পুনপুনা

২৬ চৈত্র

পুনপুনা হইতে ৫ ক্রোশ দাউ নগর, পরে ৫ ক্রোশ পড়োড়ি। দুই স্থানেই সরাই, বসত, বাজার, খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পথিকগণের থাকিবার স্থান আছে। পড়োড়িতে স্থিতি।

পড়োড়ি

• গয়া-মাহাত্ম্য ও রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে—'পুনঃপুনা' মগধের অন্যতম প্রধান তীর্থ বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনম্
চ্যবনস্যাশ্রমাদিঃ পুণ্যং নদী পুণ্যা পুনঃপুনা॥" (গয়া-মাহাত্ম্য ৫।৭০)

২৭ চৈত্র

পড়োড়ি হইতে আকড়ি ৫ ক্রোশ। তথা হইতে সকলের বাস। শোণের পাথার প্রায় দেড় ক্রোশ। জল অতি উত্তম। ঐ নদীতে স্নানাদি করিয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া সরসরাম† ৫ ক্রোশ। পুরাণ সহর।

সাসেরাম

বাদসাহী সরাই এবং এক উত্তম পুষ্করণী আছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বাড়ী আছে। সহরে নানা জাতির বসতি। এই স্থানে ডাকঘর এবং মুনসেফি রেজিষ্টারী কাছারি আছে। এখানে ছুলিচা, গালিচা, সতরঞ্চের জোলহা অর্থাৎ তাঁতি অনেক দ্রব্যাদি দ্বারে দ্বারে বিক্রয় জন্ত ফিরিতেছে। এই স্থানে স্থিতি। এই স্থানে ডাকে চিঠি দেওয়া হয়। সরসরড়ি হইতে ৫ ক্রোশ শিবসাগর সরাই। দোকান বাজার বসতি আছে। এই স্থানে স্নান করিয়া পরে জাহানাবাদ ৫ ক্রোশ। তথায় ভাল সরাই ও বাজার বসতি আছে। ঐ স্থানে স্থিতি হয়।

২৮ চৈত্র

জাহানাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ মোহনিয়া। এই স্থানে এক উত্তম পুষ্করণী এবং শিবালয় বাঁধাঘাটের উপরে আছে। চতুর্দ্দিকে ঘাট, চতুষ্পার্শে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বসতি, বৃহৎগ্রাম, পুষ্করণীর পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপরে লোহার নানাজাতি দ্রব্যাদির বিক্রয়ের দোকান এবং মনোহারী দোকান সকল চকের ন্যায় বৈসে।

† প্রাচীন 'সহস্রারাম' পরে 'সরসরাম্' এবং এক্ষণে 'সাসেরাম্' নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধপ্রভাবকালে এখানে সহস্র সঙ্ঘারাম ছিল, তাহা হইতে 'সহস্রারাম' নাম হয়। এখানে মৌর্য্যসম্রাট, অশোকের অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পূর্ব্বদিকে সরাই এবং বাজার। তাহার উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ তিন দিকে উলের এবং সুতার গালিচা আসন ইত্যাদি বুনিবার কারিকরদিগের ঘর। এখানে উত্তম উত্তম দ্রব্য তৈয়ারি হয়। চারি টাকা গজের গালিচা বুনিতেছে,—ফরমাইশ হইলে ষোল টাকা গজ পর্য্যন্ত বুনিবার নমুনা আছে। এই স্থলে এক সুতার গালিচা শম্ভু কওড়ি খরিদ করে। মোহনপুরী খাসা এইখানে হইত। এই স্থানে স্থিতি হয়।

২৯ চৈত্র

মোহনিয়া হইতে ছয় ক্রোশ কর্ম্মনাশা নদী। এই নদীর জলস্পর্শ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে।‡ স্পর্শে সকল কর্ম্ম নাশ হয়। পূর্ব্বে নদীতে পোল ছিল না। তথাকার ইতর জাতিতে পার করিয়া দিত। তাহাতে মনুষ্যগণ ক্লেশ পাইত। এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর পোল করিয়া দিয়াছে। বাজার দোকানদার আছে। অনেক বসতি, উত্তম স্থান। তথা হইতে জগদীশের সরাই চারি ক্রোশ। এই স্থানে স্থিতি হয়।

৩০ চৈত্র

জগদীশের সরাই হইতে ফুলাইপুর আট ক্রোশ। ফুলাইপুরে

‡ ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—এই নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য হয়। বিশেষতঃ লোক-মুক্তি-হেতুই কর্ম্মনাশা গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে।

"ভাগীরথ্যা সমং ত্বত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সর্ব্বতিং পুণ্যাখ্যাঃ খ্যাতা লোকত্রাণহেতবে॥" (৫৮।৬০)

সরাই এবং বাজার উত্তম আছে। তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি প্রায় সকল পাওয়া যায়। এই স্থানে থাকা হয়।

৩১ চৈত্র

ছুলাইপুর হইতে বারাণসী অর্থাৎ কাশী তিন ক্রোশ। বেলা এক প্রহরের সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বপারে পহুছা হয়। পরে সকল লোক আসিতে এবং গাড়ি পহুছিতে দেড় প্রহর বেলা অতীত হয়। গঙ্গার পূর্ব্বপার কাশীপুরী। দেখিতে কিবা শোভা হয় তাহা বর্ণনের বাহির। স্বুবর্ণময় যে কাশীপুরীর বর্ণনা আছে তাহার সংশয় কি? অতি মনোরম স্থান। দক্ষিণে অসি, উত্তরে বরুণা। ইহার মধ্যস্থলে কাশী,*

* বামনপুরাণে লিখিত আছে—

"যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ।
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতি বিশ্রুতঃ॥
চরণাদ্দক্ষিণাত্তস্য বিনির্গতা সরিদ্বরা।
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্ব্বপাপহরা শুভা॥
সব্যাদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা।
তে উভে চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ॥
তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপমোচনম্॥
ন তাদৃশং হি গগনে ভূম্যাং ন চ রসাতলে।
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা॥"

(৩য় অধ্যায় ২৪—২৮ শ্লোক)

এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর) অংশসম্ভূত যে অব্যয়-পুরুষ নিত্য বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপহরা মঙ্গলদায়িনী বরণা এবং তাঁহারই বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাতা দ্বিতীয়া নদী বিনির্গত হইয়াছে। উভয় নদীই লোক-মধ্যে পূজনীয়া। এই উভয়ের মধ্যস্থলে

আনন্দ-কানন, গৌরীপীঠ, মহাশ্মশান, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকা। গঙ্গার পশ্চিমকূলে কাশী। এই কাশীধামের অনেক পারঘাট আছে। তাহার মধ্যে দশাশ্বমেধের শীতলাঘাটে পার হইয়া ইটালিনিবাসী শ্রীতারাচাঁদ দের বাটী খালেশপুরাতে আছে, অতি উত্তম বাটী। শালিখা-নিবাসী শ্যামাচরণ বাড়ুয্যের বাটী, যিনি অনশনব্রতে কাশীধামে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার এই বাটী। এই বাটীতে সকলে থাকা হইল। ঐ দিবস তীর্থোপবাস করিয়া সন্ধ্যাগতে শ্রী৺বিশ্বেশ্বরনাথের দর্শনাদি, রাত্রি চারিদণ্ড গতে আরতি দর্শন। আরতি চমৎকার। পাঁচজনা ব্রাহ্মণ ছইদিক বেষ্টিত করিয়া বৈসে। পূর্ব্বদিকের দ্বারে যে ব্রাহ্মণ বৈসেন তেঁহ সর্ব্বমান্য। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে আরতির পাণ্ডা। প্রথমে দুগ্ধে অভিষেক। এক পোয়া দুগ্ধ অভিষেকের ঘটীতে থাকে। ঐ ঘটীর নীচে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারা ঐ দুগ্ধ বিশ্বেশ্বরের মস্তকে ধারা পড়ে। পরে একসের গঙ্গাজল ঐরূপে ধারা দেওয়া হয়। তদন্তে ঘৃত এবং চিনি দিয়া মর্দ্দন করিয়া ধারা দেওয়া হয়। তাহার পর চন্দন লেপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করে। মস্তকে রক্তচন্দন, আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা, বিল্বদলে অর্ঘ্য দিয়া নানাপুষ্পের মালা

বিশ্বেশ্বরের আরতিদর্শন

যোগধারী মহাদেবের সর্ব্বপাপমোচন ত্রিলোকের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র আছে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা রসাতলে সেরূপ স্থান আর নাই, তাহারই মধ্যে পুণ্য-প্রদা শুভকরী বারাণসী নামে বিখ্যাতা নগরী আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বরুণা ও অসি এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশীর 'বারাণসী' নাম হইয়াছে। বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ "কাশী"শব্দে ও সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "কাশীপরিক্রমা" নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দিয়া ভূষিত করিয়া আরতি আরম্ভ হয়। আরতি দেখিতে চমৎকার বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণে একেবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া শিঙ্গা, ডম্বুরের বাদ্য এবং ঘন্টা, ঘড়ি, কাঁসর একতালে বাজাইয়া শম্ভু শম্ভু শম্ভু এই শব্দে প্রথম আরতি আরম্ভ করিয়া পরে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক আরতি হয়। চতুষ্পার্শ্বে সকলে দাণ্ডাইয়া ঐ সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদির ব্যজনে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা কি কহিব! যে দেখিয়াছে সেই জানিতে পারিবে। এই দিবস তীর্থোপবাস করিয়া থাকা হইল।

সন ১২৬১ সাল ১ বৈশাখ

প্রাতে মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শনাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ সধবা কুমারী-দিগকে ভোজনাদি করান হয়।

২ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া দক্ষিণমানসে যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম কেদারঘাটে স্নানান্তর কেদারনাথ দর্শন করিয়া ক্রমে দেবদেবী, তীর্থগণের দর্শন স্পর্শন, পূজাদি করিতে করিতে তিলভাণ্ডেশ্বরের দর্শনে দক্ষিণমানস সমাপন। পচিশস্থানে যাইতে হয়। দর্শন পূজাদি আছে। দুই প্রহরের কম যাত্রা হয় না।

৩ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া পশ্চিমমানসে যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে পাতালেশ্বর দর্শন করিয়া শঙ্খকর্ণ মহাদেব দর্শন সমাপন করিয়া বাইশ স্থানে দেবদেবী তীর্থস্থানে দর্শন

স্পর্শন স্নানপূজাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া বেলা দেড় প্রহর গতে বাসায় আসিয়া আহারাদির উদ্যোগ।

৪ বৈশাখ

প্রাতে মণিকর্ণিকাতে স্নানতর্পণাদি করিয়া দক্ষিণমানসের যাত্রাতে গমন। প্রথমে মণিকর্ণিকেশ্বর দর্শন করিয়া জ্ঞানবাপী আসিয়া সমাপন। দক্ষিণমানসে দেবদেবী তীর্থতে ৬২ স্থানে দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া বেলা চারিদণ্ড থাকিতে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া আহারাদির উদ্যোগ। এ যাত্রা একদিনে সমাপন ভাল হয় না। দুই দিবস হইলে সমগ্র যাত্রা করা হয়। দক্ষিণ প্রায় পাঁচ ক্রোশ ভ্রমণ।

৫ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া ঢুণ্ডিগণেশ, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদার, দুর্গাদেবী, শীতলাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজাদি দেওয়া।

৬ বৈশাখ

প্রাতে পঞ্চতীর্থে স্নানাদি করিয়া গমন। প্রথমে অসি-সঙ্গমে স্নান, শেষে মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সমাপন। পাঁচস্থানে গঙ্গাতে স্নান করিতে হয়। অসি, দশাশ্বমেধ, বরুণা, পঞ্চগঙ্গা, মণিকর্ণিকা এই পাঁচ স্থানে স্নান তর্পণ; স্থানে স্থানে করিয়া বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া পরে আহার করা হয়। সন্ধ্যাগতে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া বাসায় গমন।

৭ বৈশাখ

কাশীধাম ভ্রমণ।

৮ বৈশাখ

কাশীপুরীর দেবদেবী দর্শন।

এই মত ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কাশীধামে দর্শন স্পর্শন যাত্রাদি নগরভ্রমণ ইত্যাদি কর্ম্ম সকল। আর কিছুদিন কাশীধামে থাকিবার মানস ছিল। অতিশয় রৌদ্রের প্রবলতা, তাহাতে গ্রীষ্মবৃদ্ধি হইয়া বসন্ত ওলাউঠা দুইরোগে বহু মনুষ্য কাশীপ্রাপ্তি হইল। তজ্জন্য তারাচাঁদ দে কাশীধামে থাকিতে দিলেন না।

সন ১২৬১ সালের ১২ বৈশাখ আহার করিয়া খালেশপুরার তারাচাঁদ দের বাটী হইতে বেলা একপ্রহর থাকিতে কাশীধামের অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা, ও তাঁহার সমভ্যারী সকলে এবং আমি ও তিনু বাগ্দী আর আমার জামাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র (দেশ হইতে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না কহিয়া যায়।) তাহাকে সমভ্যারে করিয়া প্রয়াগতীর্থ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা হইল। এই দিবস কাশী হইতে ৪ ক্রোশ রাজার তলাও মেড়ুয়াডিহি। রাজার তলাও মেড়ুয়াডিহি এক উত্তম পুষ্করিণী আছে। তাহার পশ্চিমদিকে দোকান। থাকিবার উত্তম স্থান এবং খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। এই স্থানে থাকা হইল।

১৩ বৈশাখ

মেড়ুয়াডিহি হইতে ৫ ক্রোশ জামেচাবাদ।* এখানে সরাই

* দিল্লীশ্বর আলুতামান এই স্থানে নগর পত্তন করেন, তাঁহার নামানুসারে এই স্থান জানাসাবাদ বা জামেসাবাদ হইয়াছে।

এবং বাজার আছে। অনেক মনুষ্যের বসতি। তথা হইতে মহারাজগঞ্জ ৫ ক্রোশ। এখানে সরাই বাজার আছে। এইস্থানে স্থিতি।

জামেনাবাদ

১৪ বৈশাখ

মহারাজগঞ্জ হইতে গোপীগঞ্জ ৫ ক্রোশ, উত্তম স্থান অনেক ভদ্র ভদ্র লোকের বসতি আছে। বাজারে খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। থাকিবার স্থান ভাল আছে। এই স্থানে স্থিতি।

গোপীগঞ্জ

১৫ বৈশাখ

গোপীগঞ্জ হইতে বেথি ৫ ক্রোশ। পরে হাড়িয়া ৫ ক্রোশ। সরাই ও বাজার আছে। এই স্থানে স্থিতি হয়।

বেথি

১৬ বৈশাখ

হাড়িয়া হইতে হনুমানগঞ্জ ২ ক্রোশ। এখানে বাজার, গোলা-গঞ্জ, সরাই আছে। অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাস। পরে ৮ ক্রোশ যাইয়া ঝুশীগ্রাম। বসতি এবং দোকান সকল আছে। এই বাজারে থাকা হইল।

হনুমানগঞ্জ

১৭ বৈশাখ

ঝুশী হইতে নৌকার পুলে গঙ্গা পার হইয়া ১ ক্রোশ যাইয়া ত্রিধারা* বেণীঘাট প্রয়াগতীর্থ। ঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে এক

* গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী।

দোকানে থাকা হইল। চড়াতে যে সকল যাত্রী থাকিবার জন্ত দোকান আছে কালীঘাটের দোকানের স্থায়। প্রয়াগীদিগের সৈন্ত আছে। প্রয়াগী সকল অতিশয় ধনগ্রাহী, নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর। প্রথম যাত্রী আনিবার সময় অতি শিষ্ট। আপন দুর্গে প্রবেশ করাইতে পারিলে দুষ্টতার শেষ। এইমত দুরাচারী ব্যবহার—দয়া মাত্র নাই। প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক মুণ্ডন ও উপবাস্ হইল।

প্রয়াগ

প্রয়াগীর দুর্ব্যবহার

১৮ বৈশাখ

ত্রিধারাতে প্রাতঃস্নান তর্পণাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ এই সকল কর্ম্ম।

ত্রিধারা

১৯ বৈশাখ

প্রাতে ত্রিধারায় স্নান, পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, বেণীমাধব দর্শন, কেল্লার ভিতরে অক্ষয়বট দর্শন, সরস্বতীর গুপ্তভাব দর্শন।* কেল্লা প্রস্তরনির্ম্মিত। অতি উত্তম কেল্লা, সরস্বতীর উপরে যমুনার পশ্চিম ধারে। কেল্লার মধ্যে উত্তম বাড়ীঘর এবং বড় বড় কামান ও গোলা-গুলি বন্দুক তরবারিতে সুশোভিত আছে। কেল্লার ১ ক্রোশ অন্তরে পদাতিকগণের ছাউনি। সহরের ভিতরে বাজার সকল। কিটগঞ্জে কাছারি, ডাক্তারখানা, ডাকঘর ইত্যাদি। কেল্লার

প্রয়াগের কেল্লা

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থে প্রয়াগযাত্রা-প্রসঙ্গে পাদটীকায় সবিস্তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরে ষ্টিমার আফিস। এই প্রয়াগকে এলাহাবাদ কহে। অতি উত্তম সহর, অনেক ধনাঢ্য মহাজন আছে। এখানকার জলবাতাস অতি উত্তম, শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, সকল মনুষ্য বলিষ্ঠ; আহার্য্য উত্তম পরিপাক পায়। সহরে ৫০ হাজার ঘরের বসতি। প্রয়াগী ৫০০ শত ঘর সর্ব্বত্র আছে। মহলে মহলে এক এক বাজার আছে। তাহাতে উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

২০ বৈশাখ

প্রয়াগীদিগকে বিদায় করিয়া বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা প্রভৃতি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। আমি ও তিতুবাগ্‌চী আর মহেন্দ্র নাথ মিত্র তিনজনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়া সহরের অন্তে যে পাকা সরাই আছে এবং অনেক দোকান আছে ঐ স্থানে ঐ দিবস স্থিতি হইল।

২১ বৈশাখ

প্রয়াগ হইতে ৮ ক্রোশ দুর্গাগঞ্জ, ২ ক্রোশ ইমামগঞ্জ। পথিক-গণের থাকিবার সরাই ও বাজার আছে।

দুর্গাগঞ্জ

২২ বৈশাখ

ইমামগঞ্জ হইতে গোলামীপুর ৮ ক্রোশ, পরে ভূধরের সরাই; ২ ক্রোশ সরাই,—বাজার বাগান আছে।

২৩ বৈশাখ

ভূধরের সরাই হইতে চৌধুরীর সরাই ১০ ক্রোশ।

২৪ বৈশাখ

চৌধুরীর সরাই হইতে ১২ ক্রোশ কুক্কুরপুর, পথে বৃহৎ বৃহৎ

আম্রবাগান আছে। তাহাতে দিবাতে আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাইতে থাকা হয়।

২৫ বৈশাখ

কুঙরপুর হইতে খাজুয়া ৫ ক্রোশ। এখানে অনেক লোকের বসতি। সরাই বাজার মধ্যে। এক বাগানে আহার হয়।

২৬ বৈশাখ

খাজুয়া হইতে ৮ ক্রোশ কানপুর। এখানে সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণের শিক্ষার স্থান। ছাউনিতে অনেক বারিক আছে, দুর্গ নির্ম্মিত নাই। মাঠের মধ্যে গোরাবারিক।

কানপুর

দেশীয় পদাতিকগণের ছাউনি। অনেক সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে আছেন। গঙ্গার নিকটে সহর। অনেক বাজার গোলাগঞ্জাদি আছে। এখানে মেগাজিন যে আছে, তাহাতে যুদ্ধের আয়োজন গোলাগুলি বারুদ যথেষ্ট আছে। প্রহরিগণ অতি সতর্করূপে পাহারা দিতেছে। অগ্নি লইয়া এক ক্রোশ অন্তর দিয়া কেহ যাইতে পারে না।

বাদসাহদিগের সময়ের বড় বড় পোক্তা সরাই স্থানে স্থানে আছে। উত্তম উত্তম ঘর। পথিকগণের সরাই ভিন্ন থাকিবার স্থান নাই।

যে সমস্ত চাকুরে বাঙ্গালীরা আছেন, তাঁহাদের বাসা ছাউনির উত্তরদিকে। প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী আছেন। অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবার সমেত আছেন। এক কালীবাড়ী আছে, তাহাতে অনেক অভ্যাগতের স্থান হয়।

কানপুরে প্যারেডের মাঠ অধিক প্রশস্ত। চাঁদমারি সর্ব্বপশ্চিমে

আছে। দক্ষিণে পদাতিকদিগের ছাউনি। নূতন পদাতিক সকল সুশিক্ষিত হইতেছে।

হরিদ্বার হইতে রুড়কি দিয়া গঙ্গা যেখানে আসিয়াছে, ঐ নহর কানপুরে গঙ্গাতে মিশিয়াছে।

জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ইত্যাদি সায় দেওয়ানি ফৌজদারির কাছারি সকল আছে। লালকুরতির বাজারে উত্তম উত্তম জিনিস সকল পাওয়া যায়।

কানপুরের উত্তরপশ্চিম ৮ ক্রোশ বিঠোর। ইহা বাল্মীকি মুনির তপোবন, সীতার বনবাসস্থান, লবকুশের জন্মভূমি। এক্ষণে পুণা সেতারার বাজীরাও মহারাষ্ট্রের বাড়ী এবং কিছু পদাতিক আছে। তাঁহার দত্তক-পুত্রের পুত্র নানাসাহেব† নামে একব্যক্তি ঐ পদাতিক লইয়া ঐ বাজীরাও সাহেবের কন্যা প্রভৃতি লইয়া, সদাব্রত ইত্যাদি দিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতেছেন। অনেক মহারাষ্ট্রের ভরণপোষণ হয়।

বিঠূর*

বিঠোর হইতে কান্তকুব্জ ৬ ক্রোশ। ঐ স্থানে কনৌজব্রাহ্মণ-

* বিঠোর—(বিঠূর বা বিঠোর) যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার একটি নগর। কাণপুর সহর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই স্থানের ব্রহ্মঘাট অতি প্রাচীন তীর্থ। কার্ত্তিক শুক্লপূর্ণিমার মেলা উপলক্ষে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শেষ পেশবা বাজীরাও নির্ব্বাসিত হইয়া জীবনের শেষাংশ এই স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দত্তকপুত্র নানাসাহেব এই বিঠূরে বাস করিতেন।

† নানাসাহেব—ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। শেষ পেশবা বাজীরাওর দত্তকপুত্র। ইনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ 'সিপাহীবিদ্রোহে' প্রসঙ্গে লিখিত হইল।

দিগের বাস। গঙ্গার তীরে পুরাতন নগর সহর তুল্য। এই কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গৌড়রাজ্যে আইসেন। তাহাতে আমরাও আছি। অনেক পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত আছেন। বেদাধ্যায়ী সকলে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান্। অনেক দেবালয় নগর মধ্যে স্থানে স্থানে পূর্ব্বকালের স্থাপিত আছে। শিবমন্দির অনেক স্থানে, অনেক অট্টালিকা এবং বৃহৎ বৃহৎ বাটী ইটপাথরেনির্ম্মিত ছিল, তাহার চিহ্ন বোধ হয়।

কান্যকুব্জ*

* কান্যকুব্জ—(কনৌজ) যুক্তপ্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান সহর। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে এবং গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। ইহা অতি প্রাচীন নগর। কনৌজের অন্যান্য নাম,—

"কান্যকুব্জং মহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ॥" (হেমচন্দ্র)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন। কান্যকুব্জের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও মত প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান Kanogiza ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি Calinipaxa নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌চুয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থানে বহুতর হিন্দুদেবমন্দির এবং বৌদ্ধ চৈত্য ও সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন এই স্থানেই রাজত্ব করিতেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে আয়ুধ, গুর্জ্জর ও গহড়বালবংশ রাজত্ব করেন। গহড়বাল-বংশীয় শেষ নৃপতি জয়চাঁদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে যায়। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে কনৌজনগরে শেরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট হুমায়ুন রাজ্য ছাড়িয়া পারস্য দেশে পলায়ন করেন।

ইহার পর গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্ণৌসহরের নবাবের অধিকার। লক্ষ্ণৌসহর অতি উত্তম স্থান, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন,

লক্ষ্ণৌ

এদেশের সকল মনুষ্য মহাবল পরাক্রমশালী, বড় উগ্রস্বভাব, অল্পকথায় বিবাদ হইলেও তরবারি চলে। সরকার কোম্পানী বাহাদুরের তরফ একজন রেসিডেন্ট, দুই দল সৈন্ত আছে।

নবাবের রাজ্য অধিকদূর নহে, তথাচ ৫২ রাজার সিংহাসন। সকলেরই সৈন্তসমাবেশ আছে। এক হাজারের কম বন্দুকধারী কাহারও সৈন্ত নহে। দশ হাজার পর্য্যন্ত অনেকের আছে। এই সকল অস্ত্রধারী অন্ত রাজ্যের মনুষ্য নহে। লক্ষ্ণৌরাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাস।

সহর সহরপানায়* বেষ্টিত আছে। সহর প্রবেশ সময়ে দ্বারপালগণ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অস্ত্রধারী ভিন্ন-রাজ্যবাসী ব্যক্তিদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। নবাবসাহেবের অনুমতি ভিন্ন কেহ প্রবেশ হইতে পারে না। গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি বিদেশী পথে গমন করিলে ধুলটী বলিয়া পয়সা, ব্যক্তিবিশেষে নয়খানি (৩) মনুষ্যের গমনের হাতকোলানি বাবুদ এই মত স্থানে স্থানে দিতে হয়। সহজে না দিলে বলপূর্ব্বক লয়, তাহার বিচার নাই। অরাজকের স্থায় রাজ্য। যাহার বল আছে, তাহারই প্রভুত্ব, দুর্ব্বলের বল কেহ নাই। নবাবের বাটী দুর্গমধ্যে। অতি উত্তম বাটী, সপ্তমহল।

গোমতী নদীর তীরে লক্ষ্ণৌ। গোমতী গঙ্গার এক শাখা, সরযূ নদীর সহিত মিলন আছে।

* সহর-পানা—যে নগরের চারিদিক্ উপযুক্ত প্রাচীর দিয়া ঘেরা।

লক্ষ্ণৌসহরে মচ্ছিভবন নামে এক বৃহৎ বাড়ী আছে। তাহার ভিতরে ফল-ফুলের বাগান এবং পুষ্করিণী আর থাকিবার জন্য ভাল ভাল ঘর আছে। নবাবদিগের গোরস্থান এবং কোষাগার ইহার মৃত্তিকার ভিতরে। মৃত নবাবদিগের ধন-সম্পত্তি গজগির* করিয়া রাখে। অনেক প্রহরীগণ নিযুক্ত আছে। চতুষ্পার্শ্বে কামান বসান আছে। যে বেলিগারদ† আছে, লালদীঘির উত্তরে। যেমত বারিক ইংরাজী ব্যারাক (Barrack), সৈন্যগণের বাস স্থান আছে, সেই মত বারিক কোথায়ও নাই। এস্থানে নবাবের সেনাপতিগণ থাকে। নবাবের ঐশ্বর্য্য কত তাহার সংখ্যা [illegible]বদিন থাকিয়া কহা যায় না। একজন বাঙ্গালি তাহার নাম বিশ্ব[illegible]থ কর্ম্মকার, জহরিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে। তাহার মুখে শুনিলাম, প্রতিবৎসর ক্রোর টাকার জহরৎ ক্রয় করা হয়। সাত আট [illegible] করিয়া জহরের বাজু পদক আছে। দশহাজার টাকা মুক্তার [illegible]—এমত মুক্তার পাঁচনরি সাতনরি মালা বেগমদিগের গলায় আছে। জুতার উপর হীরা দেওয়া।

২৭ বৈশাখ অবধি ৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌসহর,—অযোধ্যা‡ ভ্রমণ করিয়া, অযোধ্যাতে সরযু পার হই। অযোধ্যায় শ্রীরাম-

* গজগিরি—ইট বা পাথর দিয়া গাঁথা।

† লক্ষ্ণৌর ইংরাজদিগের "রেসিডেন্সী"। ইহা সাধারণতঃ বেলিগারদ নামে অভিহিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই স্থানে অযোধ্যার চিফ কমিসনার সর্ হেনরী লরেন্সের বিদ্রোহী-হস্তে মৃত্যু হয়।

‡ অযোধ্যা—সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রাচীন রাজধানী। কথিত আছে, এখানকার রাজাদিগকে যুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, তাই তাঁহাদিগের রাজধানী অযোধ্যা নামে পরিচিত হইয়াছে। অযোধ্যার মধ্যে রাম-

চন্দ্রের রাজধানী বনজঙ্গল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বসতি এবং রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। শ্রীরামনবমীতে মেলা হয়। রামাৎ-বৈষ্ণব আছে। পাঁচ ছয় হাজার বৈষ্ণব শ্রীরামের জন্মভূমি এবং হনুমানগড়িতে আছে, সর্ব্বদা ভজন সাধনে উন্মত্ত। এইস্থানে হনুমান বৃহৎ বৃহৎ আছে, কিন্তু কাহার হিংসা করে না, বরং স্তবস্তুতি করিলে পথিকের পথ দেখাইবার জন্য অগ্রে অগ্রে গমন করে। যে স্থানে রামচন্দ্রের জন্মভূমি, ঐ দ্বারে এক বৃহৎ হনুমান আছে, তাহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য না দিলে পথ ছাড়িয়া দেয় না। যে স্থানে রাজসিংহাসন ছিল, উচ্চ দ্বীপের ন্যায় হইয়া আছে। রাজধানী প্রায় দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ছিল। বাড়ী ঘরের চিহ্ন পাথর এবং ইট সকল স্থানে স্থানে আছে। এই অযোধ্যাপুরী সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের প্রথমাবধি রাজধানী।

অযোধ্যা

৬ জ্যৈষ্ঠ অবধি ১৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মিথিলায়* গঙ্গা পার হইয়া

কোটি বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। শাস্ত্রে অযোধ্যাকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

প্রতিবৎসর রামনবমীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে; এই মেলায় ৫ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

* মিথিলা—রাজর্ষি জনকের প্রাচীন রাজধানী, ইহার অপর নাম বিদেহ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে লিখিত আছে,—

"অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা॥" (৯।১৩।১৩-১৪)

ভ্রমণ। ইতোমধ্যে নৈমিষারণ্য* ভ্রমণ আছে, যথায় ষাটি সহস্র ঋষির তপোবন আছে, মনোহর নির্জ্জন স্থান, অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। নৈমিষারণ্যে যে মত মনের আনন্দ জন্মে, তাহা কি কহিব। নানা পুষ্পে বন সুশোভিত।

মিথিলা ও নৈমিষারণ্য

১৬ জ্যৈষ্ঠ

চোবেপুর, কোড়া, জাহানাবাদ, বেলুড়, মুশনপুর, মকরানননগর, ভোগনী এই ছয় মঞ্জিল না যাইয়া অযোধ্যার পথ হইয়া সেকেন্দরায় উপনীত। সেকেন্দরাতে জিলার কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা আছে। এই নগরে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। মুন্সেফের ও দারগার কাছারি রাস্তার ঈশানে বটতলায় খোলার ঘরে। এখানে মুসলমান মুন্সেফ, ব্রাহ্মণ দারগা। তাহার কিছু দূরে বাজার। বাজারে চল্লিশখানা দোকান আছে। ইহা ভিন্ন তত্তবাজার। পুরি কচুরি পেড়া মিঠাই পাওয়া যায়। দোকানদারের ঘর এবং সরাই দুই আছে। যাহার যাহাতে ইচ্ছা হয় থাকিবার। দোকানে রাত্রে থাকা হইল।

সেকেন্দ্রা

* নৈমিষারণ্য—পুরাণে লিখিত আছে, গৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষমধ্যে অসুরসৈন্য ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, এই জন্য এইস্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই ক্ষেত্রে গোমতীনীরে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। সূত এখানে পুরাণ এবং সৌতি ঋষিগণ-সমক্ষে এই স্থানে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। গোমতীতীরবর্ত্তী এই নৈমিষারণ্য এক্ষণে নিমখার বা নিমসর (নৈমিষসর) নামে খ্যাত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ

সেকেন্দরা হইতে ৪ ক্রোশ যাইয়া চতুর্ম্মুখে রাস্তা। ঈশানের পথে ফরেক্কাবাদ* ইত্যাদি। গমনের পশ্চিমের পথে আগরা† সহরা গমন হয়। ঐ পথ ধরিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া বেউরগ্রামে তিন দোকান, এক বাগানের ধারে আছে। ঐ দোকানে আটা, দাল লইয়া বাগানের ভিতরে রুটী করিয়া আহারান্তে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া একদল গ্রামের বাজারে যে সরাই আছে, তাহাতে থাকা হইল।

আগরা ও বেউর গ্রাম

১৮ জ্যৈষ্ঠ

একদল হইতে রাত্রের আন্দাজ না জানিতে পারিয়া আমি ও তিতু আর মহেন্দ্র তিনজনে সরাই হইতে বাহির হইয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া রাস্তার থানা ঘরের নিকটে এক নিমগাছের তলাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম। ঐ স্থানে প্রায় চারিদণ্ড ছিলাম। তাহার

একদল ও খিররাই

* ফরেক্কাবাদ—(ফরুখাবাদ) গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী যুক্তপ্রদেশস্থ ফরক্কাবাদ জেলার প্রধান সহর। ১৭১৪ খৃঃ অব্দে নবাব মহম্মদ খাঁ সম্রাট্ ফরুখ শিয়রের নামে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কেল্লা আছে, এক সময়ে তাহাই নবাবের প্রাসাদ ছিল। পূর্ব্বে এই নগর উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

† আগরা—(আগ্রা) আগ্রা নগর যমুনার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত মুসলমান সম্রাটগণের রাজধানী ছিল। আগ্রার মুসলমান-আমলের অট্টালিকা সকল প্রসিদ্ধ। তাজমহল, মতিমসজিদ, জুম্মামসজিদ জাহাঙ্গীর-মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগ্রার দুর্গ রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত; ইহার নিকটে রেলওয়ে ষ্টেশন।

পর প্রভাত হইল। পরে ৫ ক্রোশ যাইয়া বিগরাইয়ের বাজার সরাই। দক্ষিণদিকে এক আম্রবাগান, ঐ বাগানে রুটী করিয়া আহার। পরে অপরাহ্ণে ২ ক্রোশ যাইয়া মিঠেপুরের বাজার সরাই। রাস্তার দুইদিকে বাজার এবং সরাই আছে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ

মিঠেপুর

মিঠেপুর হইতে ৮ ক্রোশ আসিয়া এক মাঠের ধারে বাগান আছে। ঐ বাগানের কূয়াতে স্নান করিয়া, সঙ্গে কাঁচা ছোলা আর গুড় ও কাঁকড়ি ছিল তাহাই আহার করিয়া, রৌদ্রজন্য বাগানের ভিতরে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্ষুধানল সকলের অত্যন্ত প্রবল হইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। পরে ৪ ক্রোশ যাইয়া শকুয়াবাদের* বাজারে পহুছিয়া আটা দাল লইয়া সরাই ভিতরে যাইয়া আহারাদি হইল। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। দারগার থানা, তহশীলদারের কাছারি।

শকুয়াবাদ

২০ জ্যৈষ্ঠ

শকুয়াবাদ হইতে ১২ ক্রোশ রাজার টাল। এখানে পথিক লোকের অতিশয় কষ্ট। নূতন সরাই হইতেছে। মাঠের মধ্যে বৃক্ষাদি ছায়ার জন্য কিছুই নাই। রসুয়ের কাঠ মিলে না। আকন্দকাঠে রসুই করিতে হয়।

রাজার টাল

* শকুয়াবাদ—যুক্ত-প্রদেশের মৈনপুরী হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম। পূর্বে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

২১ জ্যৈষ্ঠ

রাজার টাল হইতে ৫ ক্রোশ পরে উশানী। তথায় বাগানের ধারে তিল, চনা, চাবেনা,* ছাতুর দোকান আছে। তাহাই জলযোগ করিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া খাদানি, এই সরাই বাজার পহুছিবার এক ক্রোশ থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী বাউলদাস এবং ঠাকুরদাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহারা একত্রে যাইবার জন্য অতিশয় যত্নবান হইল। তাহাদের কর্ম্ম যাত্রী লইয়া যাওয়া। পথিমধ্যে শুনিয়াছিলাম যে কাশীর কেশেল, প্রয়াগের প্রয়াগী, বৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী তিন তুল্য, তাহারা যাত্রীর প্রায় ডাকাতি করিয়া অর্থ হরণ করে। বিশেষতঃ আমার মানস যে, বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব। দুই তিন বৎসর থাকিতে হইবেক। এজন্য বাউল দাসকে কহিলাম, "আমি কুঞ্জবাসীর কুঞ্জে থাকিব না, আলাহিদা বাসায় থাকিব। আর আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল, সকল শেষ হইয়াছে। আমি অগ্রে আগ্রা যাইব, তথায় টাকা সংস্থান করিব, পরে শ্রীবৃন্দাবন পহুছিব।" এই কথা বাউল শুনিয়া কহিল, "মহাশয়! বুঝিয়াছি, মহাশয় বুঝি শুনিয়াছেন যে, কুঞ্জবাসীরা জুয়াচোর। যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি কেমন মানুষ তাহা একবার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।" এই কথা বাউল দাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল যে বাউল উত্তম মানুষ, আর টাকাকড়ি যাহা দরকার হইবে, তাহা পাইবে। সুতরাং

উশানী

* ভাজা ছোলা, মটর প্রভৃতিকে হিন্দী-ভাষায় 'চাবেনা' বলে—যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়।

তাহাদের সহিত একত্র হইয়া ২ ক্রোশ যাইয়া খাঁদানিগ্রাম। তথায় বাজার এবং সরাই আছে। ঐ সরাই মধ্যেতে সকলে থাকিয়া বাজারের ভিতর হইতে তরমুজ, ফুটী, কাঁকড়ি, আম্র আনিয়া জলযোগ করিয়া ঐ সরাই মধ্যে থাকা হইল।

খান্দানী

২২ জ্যৈষ্ঠ

খাঁদানি হইতে শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা যাইবার দুই পথ। একপথ পশ্চিমমুখে ডাকের গমনাগমনের, আগ্রা হইয়া আর একপথ ঈশানমুখে বলদেব হইয়া, আমরা বলদেব* এবং মহাবন দর্শনার্থে বলদেবের পথে গমন করি। ৯ ক্রোশ যাইয়া বলদেবদর্শন হইল। ব্রজ-স্থাপিত চারিদেবের এক দেব, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, পাণ্ডাগণ ভীমাকৃতি—অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর। পূর্ব্বদিকে বলদেবকুণ্ড, ভোগমন্দির, বাজার আছে। সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বলদেবের মাখন মিছরি ভোগ দিয়া দর্শনাদি করিয়া পুরী কচুরি প্রসাদ পাইয়া এ দিবস বলদেবে বাস হইল।

বলদেব

* বলদেব—মহাবন হইতে ৬ মাইল দূরে এই নগর অবস্থিত। এইস্থানে বলরামের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। মন্দির-পার্শ্বে ইট দিয়া বাঁধান একটি পুষ্করিণী আছে, ইহার নাম ক্ষীরসাগর বা বলভদ্রকুণ্ড। বলরামের মূর্ত্তি ভিন্ন রেবতী দেবীর একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিও মন্দির-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ব্রজ-পরিক্রমায়" লিখিয়াছেন—

"দেখহ রোহিণীকুণ্ড গোদোহন-স্থান।
বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥"

২৩ জ্যৈষ্ঠ

বলদেব হইতে ৫ ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ডঘাট* যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের মৃত্তিকা খাইতে স্বাদু আছে। ঐ ঘাটে যমুনাতে স্নান তর্পণ করিয়া গোকুল মহাবনে† উপানন্দের বাটীতে থাকিয়া মহাবন পরিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, সূতিকাগৃহ, ষষ্ঠীপূজার ঘর, দধিমন্থনের স্থান, পূতনাবধের স্থান, গেঁদখেলার‡ আঙ্গিনা, উদূখলে বন্ধন, ধূলাখেলার স্থান সকলই দেখিয়া পুরি কচুরি আহার করিয়া থাকা হইল।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোকুল-মহাবন

* ব্রহ্মাণ্ডঘাট—মহাবনের পার্শ্ববর্তী একটী প্রসিদ্ধ ঘাট। মহাবনের ২১টী তীর্থের মধ্যে ইহা অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন শুনিয়া যশোদা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করায় তিনি মাতাকে স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া মৃত্তিকার পরিবর্তে তাঁহার মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া ছিলেন। এই স্থানে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

† মহাবন—মথুরা জেলার মহাবন তহসীলের একটী প্রাচীন নগর। মথুরা নগরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার অপর পারে অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ গোকুল নগরী ইহারই উপকণ্ঠে অবস্থিত। মহাবন ধ্বস্ত ও শ্রীহীন হইলে লোকে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া যমুনাতীরস্থ গোকুলে পুনরায় নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই মহাবন কৃষ্ণের বাল্য-লীলানিকেতন। পুরাণে ইহাই গোকুল নামে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাবনের মধ্যে নন্দালয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। সনাতন গোস্বামী মহাবনে বাস করিতেন।

‡ গেঁদ—(দেশজ শব্দ) ভাঁটা, গোলা।

২৪ জ্যৈষ্ঠ

গোকুল মহাবন হইতে নূতন গোকুল*, যাহাতে গোস্বামীদের বাস আছে। গোকুলস্থ গোস্বামীগণ ধনাঢ্য। গুজরাট দেশের প্রধান প্রধান সওদাগর সকল শিষ্য। আর আর নানাদেশীয় ধনাঢ্যগণ শিষ্য। তজ্জন্য উত্তম মতে সেবাদি হইতেছে।

নূতন-গোকুল

গোকুল দর্শন করিয়া যমুনা পার হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া মথুরায় পহুছান হইল। সহরের ভিতরে বাঙ্গালিঘাটের উপর কৃষ্ণদাস ফৌজদারের বাটীতে থাকা হইয়া বিশ্রামঘাটে স্নান, মুকুটদর্শন, ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিয়া মথুরামণ্ডল দর্শনাদি করিয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রবেশ হইয়া দর্শনাদি করিয়া বাউল-

মথুরা†

* গোকুল—মহাবনের টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন গোকুল বা মহাবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যমুনা-পুলিনে নূতন গোকুল নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচার্য্যের সময় হইতেই নবপ্রতিষ্ঠিত গোকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বল্লভাচার্য্যই স্বনামে বল্লভাচারী মত প্রচলিত করেন।

† মথুরা—স্বনামখ্যাত পুরী। অপর নাম মধুপুর, মধুপুরী, মধুরা। সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর মথুরার উল্লেখ আছে। রামায়ণে লিখিত আছে,—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া একটি অপূর্ব্ব শূল লাভ করেন। ভগবান্ শূলপাণি মধুকে এই বর প্রদান করেন যে, যতদিন এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন চরাচর মধ্যে কেহই তোমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। দেবাদিদেবের নিকট এই অদ্ভুত বর প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ মধু একটী মনোহর পুর নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে যথাকালে তদীয় পত্নী কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণ দৈত্য জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র লবণ নিতান্ত দুর্বিনীত ও অবাধ্য থাকায় মধু তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে প্রস্থান করেন। ক্রমে

দাসের বাটীতে বাসা করিয়া থাকা হইল। ঐ দিবস তীর্থোপবাস ছিল।

২৫ জ্যৈষ্ঠ

বাউলদাস আমাকে এক আলাহিদা ঘর, রন্ধনের স্থান এবং পায়খানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। আমি ও তিতু আর কালা-নাপিত তিনজন রহিলাম। আর আর যাত্রীগণ অন্য মহলে রহিল। বাউল ও তাহার ভগিনী অতি সচ্চরিত্র, তাহারা সকলে আজ্ঞাবহ। আমি প্রাতে যমুনাতে স্নান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে-ছিলাম, এমতকালে শ্যামবাজার-নিবাসী কালীবাবু রামানন্দদাস

দুরাচারী লবণের দৌরাত্ম্যে তপোবনবাসী ঋষিগণ অস্থির হইয়া তদীয় অত্যাচার-কাহিনী অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলে, রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন কর্তৃক যুদ্ধে লবণ নিহত হন। তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নকে বর দিতে চাহিলেন। তিনি দেবগণ সমীপে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, এই দেবনির্মিত মধুপুরী মথুরা শীঘ্রই রাজধানী হউক। তাহাতে দেবগণ প্রীত মনে এই বর দিলেন যে, এই পুরী 'শূরসেনা' নামে খ্যাত হইবে। তখন শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজনপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই স্থান শূরসেনদিগের রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল এবং এই স্থান পণ্যশোভিত, যোধবিরাজিত, সুরম্য হর্ম্যরাজি সমন্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

রামায়ণের উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, উত্তরকাণ্ড রচনাকালেও এই স্থান মথুরা নামে খ্যাত ছিল না, তখনও মধুপুরী বা মধুরা নামে খ্যাত ছিল।

মহাভারতে ও প্রায় সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামায়ণোক্ত মধুপুরী বা মধুরাই কালে মথুরা নামে খ্যাত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, বর্তমান মথুরাসহরের দক্ষিণপশ্চিমে 'মহোলি' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই মধুদৈত্যের মধুপুরী। পরে আর্য্যরাজ শত্রুঘ্ন যে পুরী

বৈরাগীর প্রমুখাৎ আমার বাউলদাসের বাটীতে পঁহুছা সংবাদ পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গেলেন। আমার বাসা রহিল। সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়া আহারাদি তথায় হইল। বাসায় সকল কর্ম্ম। কালীবাবুর বাসাতেই আহারাদি।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এই তিন প্রধান দেবালয়। ইহাতে অতিশয় কটকিনা। প্রথমে শ্রীগোবিন্দ-জিউর ভেট পূজা না দিলে কোথাও দর্শন হয় না। ক্রমে আর দুই দেবালয়ে ঐ নিয়মে দিতে হয়। অন্য অন্য দেবালয়ে স্বেচ্ছাধীন।

শ্রীবৃন্দাবন

নির্ম্মাণ করেন, তাহা বর্ত্তমান ভূতেশ্বর মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কাট্‌রা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কালে সে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশেষে যমুনা তীর-শোভিত বর্ত্তমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের বচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেখানে মধুদৈত্য পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং তৎপুত্র লবণ নানা প্রকার ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সেই স্থানে রামানুজ শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মথুরা পত্তন করিয়াছিলেন। সেই পুরী যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। শূরসেনদিগের প্রকাণ্ড বিস্তারের সহিত যাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাই পুরাণ ও ইতিহাসে "মথুরা" নামে খ্যাত। এই মথুরার সমৃদ্ধির সঙ্গে সুপ্রাচীন 'মধুপুরী' বা 'মধুরা' নগরী পরিত্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এই স্থান 'মধুবন' নামে খ্যাত হয়।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং কংসনিধন প্রভৃতি সংঘটিত হইলে তিনি মথুরার রাজভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরায় এখনও কংসকারাগার, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে যে যে সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহাদিগেরও প্রভূত স্মৃতিচিহ্ন আজিও মথুরাবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীভগবৎস্বেচ্ছায় আমার প্রতি আপত্তি ছিল না। সর্ব্বাগ্রে দুই সন্ধ্যা দর্শনাদি করিতাম। একদিন গোপালঠাকুর ব্রজবাসীকে সমভ্যারে করিয়া কিছু কিছু প্রণামী দিলাম।

মথুরাপুরীতে যমুনার তীরে অনেক শ্রী৺শিব স্থাপন এবং ঘাট পাকা বান্ধা। প্রধান যে চব্বিশ ঘাট স্নান দানের আছে তদ্ভিন্ন ধনাঢ্যগণের কৃত বান্ধাঘাট স্থানে স্থানে সুশোভিত আছে। মথুরা নগরের উত্তরদ্বার জয়সিংহপুরী, দক্ষিণদ্বার কো নামে গ্রাম, নওরঙ্গাবাদের দক্ষিণ। এই গ্রামের নাম কো হইবার তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে দেবকীগর্ভে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, বসুদেব পুত্রভাবে কংসভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া নন্দালয় যাইতেছিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-ক্রোড় হইতে যমুনাতে

জয়সিংহপুরী

কো-গ্রাম

যাদব-রাজধানী মধুরাপুরী কালে সুবিস্তৃত হইয়া মথুরামণ্ডলে পরিণত হয়। মনুসংহিতা এবং প্লিনি, আরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে মথুরামণ্ডল শূরসেন নামে বর্ণিত এবং ইহার অধিকাংশ বর্ত্তমান মথুরা জেলার অন্তর্গত। যদিও মনুসংহিতায় মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন জনপদ ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পুরাণসমূহে ইহাই কৃষ্ণ-বলরামের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জগতেও মথুরার প্রসিদ্ধি বহুদূর বিস্তৃত। ইহা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা নহে, খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের মাহাত্ম্য তৎকালীন বৌদ্ধজগতে বিদিত হইয়াছিল। তাই আমরা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমির "Modoura of the gods" এবং আরিয়ান্ ও প্লিনির

মগ্ন হন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে প্রকাশ আছে। বসুদেব পুত্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পুত্রশোকে শোকান্বিত হইয়া ঐ স্থান হইতে কহিয়াছিলেন "কো মেরে বালকো হরণ কিয়া" অর্থাৎ কে আমার সন্তানকে হরণ করিলে? এই কথা কহাতে যমুনার মধ্যস্থলে চড়া হইল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম কো হইল। ঐ গ্রাম যমুনার মধ্যস্থলে, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ গ্রামে যমুনার জল পূর্ণ হয় না। গ্রামের দুই দিকে যমুনা। ভগবৎস্বেচ্ছাতে যমুনা যত প্রবল হউন তথাচ কো-গ্রাম ডুবিবে না।

এই সকল স্থান মথুরানগর মধ্যে। ইহাতে অনেক দেবদেবী

Methora প্রসঙ্গে মথুরার উল্লেখ পাই। মেগেস্থিনিসের বর্ণনানুযায়ী আরিয়ান লিখিয়াছেন যে, মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Klisobora) শূরসেনদিগের এই দুইটী প্রধান নগরীর মধ্য দিয়া যমুনানদী প্রবাহিত। পাশ্চাত্য লেখক বর্ণিত 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবোরা' মথুরা ও কৃষ্ণপুর বা কেশবপুরের বৈদেশিক উচ্চারণ। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মথুরা ও কৃষ্ণপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এখানে যে শূরসেন রাজত্ব করিতেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, এই দুই প্রসিদ্ধ নগরী পালিবোথা অর্থাৎ পাটলীপুত্র রাজ্যের অন্তর্গত। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্যকালে সুপ্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের অন্তর্গত থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

জৈন ও বৌদ্ধগণের নিকটও এই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া বহুদিন হইতে আদৃত। জৈনদিগের ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্ম ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, একারণ ধার্ম্মিক জিনগণের নিকট মথুরা পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত। জৈনদিগের সহিত বৌদ্ধকীর্ত্তি এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। মথুরায় বুদ্ধশিষ্য-সংঘের অধিষ্ঠান হইলেও উপগুপ্তের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতেই মথুরায়

স্থাপিত আছেন। নগরের মধ্যে কমবেশ একলক্ষ ঘর বসতি। ইহার মুসলমান ছয় হাজার ঘর, বাকী নব্বই হাজার ঘর হিন্দুর বসতি সকল জাতিতে হইবে।

মথুরানগর

ইহার মধ্যে চৌদ্দশত ঘর চৌবে, দুই হাজার ঘর সনাড্ডি ব্রাহ্মণ। তদ্ভিন্ন আর আর ব্রাহ্মণ আছে। এখানে সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব চারিবেদের ব্রাহ্মণ আছে। মৈথিলি, দ্রাবিড়ি ও কাশ্মীরি-মহাপণ্ডিতগণ, ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা—বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

চৌবে যে চৌদ্দশত ঘর আছে, ইহাদিগকে মিঠে-চৌবে কহে। ইহা ভিন্ন কড়ুয়া চৌবে পাঁচশত ঘর আছে। কড়ুয়াচৌবে ইহাদিগকে কহে—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের মধ্যে দোবে এবং চৌবে, পাঁড়ে, উপাধ্যায়, ইহাতে যে চৌবে তাহাদিগকে কড়ুয়া-চৌবে কহে। ইহাদের যজমানের কর্ম্ম নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বলিষ্ঠ হইলে সিপাহী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। মিঠে চৌবে যাহারা তাহা-

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মথুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দের শেষভাগে মথুরায় শকাধিপত্য বিস্তার লাভ করে। মথুরার প্রথম শকক্ষত্রপগণ সকলেই মিত্রোপাসক বা সৌর ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে মথুরায় সৌরগণের প্রভাব ও সূর্য্যপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। মথুরার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপ হইতে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত অশ্ব সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই শকনৃপতিগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, আবার কেহ কেহ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মথুরার বৌদ্ধ শকনৃপতিগণের মধ্যে কনিষ্কের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান-রাজত্বকালে মথুরার পূর্ব্বতন ধ্বংসাবশেষগুলি তাঁহাদিগের অত্যাচারে হারবাই ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উহার স্বরূপনির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের

দিগের যাত্রীর কর্ম্ম। যে সমস্ত যাত্রী মথুরা বৃন্দাবন আইসে, তাহাদিগের চৌবে হইয়া মথুরার পরিক্রম, স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, দর্শন, স্পর্শ করাইয়া বিদায়াদি যাহা পায়, তাহাতে দিন নির্ব্বাহ করে। চৌবেদিগের পড়াশুনা কিছুই নাই। সহস্র মধ্যে একজন অধ্যয়ন করে কি না করে। ইহাদিগের সিদ্ধি খাওয়া, দণ্ডকুস্তিকরা* কর্ম্ম। ইহারা দিবারাত্র চারিবার সিদ্ধি খায়। সিদ্ধির চারিবারে চারি নাম— কাকাবাসী, ভোগবিলাসী, দৌলতদাসী, সত্যনাশী। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, সন্ধ্যার পর এই চারি সময়ে সিদ্ধি খাইয়া ভাঙ্গড় হয়। ইহাদের গৃহকার্য্য স্ত্রীলোকে করে, দেওয়া লওয়া কিছুই জানে না। যাত্রী খাওয়ায়, কি ভিক্ষাতে যাহা উপার্জ্জন করে, আপন আপন স্ত্রীর নিকটে দেয়। আপনারা প্রাতে উঠিয়া সিদ্ধি আর লোটা ডুরি লইয়া বাগিচাতে গমন করেন। বাগিচা একটা স্থান ঘেরা

মথুরার চৌবেদিগের পরিচয়

গোলযোগ ঘটিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পুরাতন জৈন-বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তির গুলির প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সকল গুলিকেই বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এখনও মথুরায় বহু জৈনস্মৃতি বিদ্যমান। কেশো(কেশব)পুরের উপকণ্ঠস্থিত চৌবেদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকট জৈন-যুগের শিল্পকার্য্য-সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ জম্বু স্বামীর ভজনা গৃহ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার স্তম্ভপার্শ্ব বেদীর নিম্নদেশে একখানি শিলাফলকে জম্বুস্বামীর নাম খোদিত আছে। এই জম্বুস্বামীই জৈন-দিগের শেষ শ্রুতকেবলী সুধর্ম্মের শিষ্য। সুধর্ম্ম শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য। মথুরায় পূর্ব্বোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ২২ তীর্থঙ্কর কল্পপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

* দণ্ডকুস্তি—ডন ফেলা এবং কুস্তি করা।

আছে। কাহার এক অশ্বত্থ অথবা বট কিম্বা নিমের কি যজ্ঞডুম্বুরের, কাহার বা বাবলা। যে বৃক্ষ হউক, এক বৃক্ষ থাকিলেই বাগিচা হয়। কাহার কূয়া আছে, কাহার নাই। ঐ বাগিচাতে একজোড়া মুগুর আছে আর কুস্তীর আখড়া। মৃত্তিকাতে এক চবুতরা বান্ধা। সেই বাগিচাতে যাইয়া সিদ্ধি খাইয়া প্রাতঃকৃত্য করিয়া মল্লবেশ ধারণ করিয়া দণ্ডকুস্তী করিয়া দুই প্রহরের সময় পুনর্ব্বার ভাঙ্গ খাইয়া বহির্দ্দেশে যাইয়া স্নান হয়। তাহার পর বাটীতে আসিয়া দেখেন যে রুটী তৈয়ার হইয়াছে। তখন আপনি ঐ রুটী তরকারি যাহা ব্রাহ্মণী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সকলের পারশ* করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণীকে এক পারশ করিয়া দিয়া, আপনার খাইবারমত দ্রব্য লইয়া, আহারাদি করিয়া বাহিরে গেল। এখানে চোবেনীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, চোবেরা ভাঙ্গ খাইয়া মত্ত হইয়া রাত্র দেড়প্রহর সাত ঘড়ির সময় আসিয়া কহিলেন, "আহারের কি আছে আন।" চোবেনীরা আপন উপার্জ্জিত লাড়ু, পেড়া, অমৃতি, বরফি, রাবড়ি ইত্যাদি মিষ্ট মিষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিতে দিলে ভাঙ্গের মুখে অধিক মিষ্টান্ন খাইয়া বিহ্বলে নিদ্রা। চৈতন্য কিছু থাকে না। এই মত চোবেদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্ম। উপার্জ্জনের স্থান বিশ্রান্তঘাট।† এই ঘাটে স্নানান্তে যে যাহা দান করে, চোবেদিগের প্রাপ্য। যাহার যে পুরোহিত চোবে দান-দ্রব্য তাহার প্রাপ্য। চোবেসকল

* পারশ—(হিন্দী পারস্) অন্নাদি পরিবেশন, ভোক্তার-সম্মুখে ভোজ্যবস্তু স্থাপন।

† বিশ্রান্ত ঘাট—মথুরার প্রসিদ্ধ ঘাট। কংসকে সংহারপূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ।

অধিক আহারী। চারিসের পাঁচসের মিষ্টান্ন অক্লেশে আহার করে। দেখিতে বলেতে মল্লতুল্য।

মথুরার শেঠী

নানাদেশীয় শেঠদিগের কুঠী এবং বাস। সুরাট, বোম্বাই, গুজরাট, উজ্জয়িনী, আজমীঢ়, বিকানীর, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, জয়পুর, ভরতপুর, মাড়োয়ার, পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফরুকাবাদ, বিঠৌর, কোটা, বুন্দেলখণ্ড, বেতুর, কাশী, মির্জ্জাপুর ইত্যাদি দেশ সকলের শেঠগণ অত্যন্ত ধনাঢ্য আছে। তাহার মধ্যে এক্ষণে লছমীচাঁদ ও রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস তিন সহোদর। ইহাদের তুল্য ধনী কেহ নহে। রাজা পাটনীমল ও মনোহরদাস এবং সা বিহারীলাল অধিক ধনী। ইহাদিগের হইতে অধিক ধন লছমীচাঁদের। ইহার পৈতৃক ধন নহে। ইহাদের পিতা ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিত, ছোলা বিক্রয় করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিত। সৌভাগ্যক্রমে গোয়ালিয়র রাজার দেওয়ান পারক মথুরামণ্ডলে বাস এবং দেবকৃত্য করিতে আসিয়া লছমীচাঁদকে পোষ্যপুত্র করিয়া আপন গদির মালিক করিল। পারক মথুরা আসিবার কারণ—গোয়ালিয়ররাজ অধিকারে এক সন্ন্যাসী ছিল, তাহার বহু ধন ছিল। চারি পাঁচ ক্রোর টাকার অধিক ধন। সন্ন্যাসী গত হইলে ঐ ধন রাজভাণ্ডারে আইসে, কিন্তু রাজা বিবেচনা করিলেন যে, সন্ন্যাসীর ধন ভাণ্ডারভুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। দেওয়ান পারকজিকে কহিলেন, "এ ধন কি কর্ত্তব্য?" পারক কহিলেন, "তীর্থস্থানে কৃত্য।" রাজ-আদেশ হইল, "এইক্ষণে কর্ত্তব্য।" এই অনুমতি হইলে পর পারক বিবেচনা করিল, আমার পুত্রাদি নাই—শেষাবস্থা হইয়াছে। এই ধন লইয়া

ব্রজভূমে মথুরাপুরীতে দেবসেবা করা কর্ত্তব্য। যদি এক উত্তম দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই বিবেচনা মনে করিতে করিতে এমতকালে সংবাদ হইল যে, রাজধানীতে এক পুষ্করিণী খনন হইতেছিল তন্মধ্যে এক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ বাহির হইয়াছে, পাথরের কপাটে রুদ্ধ আছে। এই সংবাদে রাজা ও রাজমন্ত্রী পারক আর আর পাত্র মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষগণ সমভ্যারে তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া ঘর দেখিয়া দ্বার মুক্ত করিতে রাজাজ্ঞা হইলে ভৃত্যগণ উপায় দ্বারা দ্বারমুক্ত করিল। তন্মধ্যে শ্রী৺দ্বারকাধীশের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। তাঁহাকে উঠাইবার জন্য রাজা অনেক উপায় করিলেন, কোনক্রমে তুলিতে পারিলেন না। পরে পারককে আদেশ হইল যে, তুমি আমার সেবা কর মথুরাতে লইয়া যাইয়া। রাজাকেও এই কথা স্বপ্নাবেশে কহিলেন। তৎপরে রাজার নিকট পারক বিগ্রহ লইয়া মথুরাবাসের বিষয় জানাইবামাত্র রাজাজ্ঞা হইল যে, সন্ন্যাসীর যে ধন ভাণ্ডারে আসিয়াছে, আর সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোষাগার হইতে যত অর্থ লইয়া যাইতে পার তাহা লইয়া তীর্থস্থানে কৃত্য কর। রাজ-আদেশে পারকের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইলে আপন অর্থ লইয়া আর ঐ দ্বার-কাধীশ মূর্ত্তি লইয়া মথুরানগরে আসিয়া বিশ্রান্তঘাটে রিমাওয়ালা রাজার যে তুল নির্ম্মিত আছে (যে তুলে স্বর্ণ তুল করিয়া আশ্বিন স্বর্ণ বিশ্রান্তঘাটে দান করেন, এজন্য আর কেহ ঐ স্থানে তুলা করিতে ক্ষমবান হয় না, তাহার তাৎপর্য্য যেমত ব্যয় তুলাতে রিমার রাজা করিয়াছেন তাহার অধিক কিম্বা তত্তুল্য করিতে পারিলে তৎস্থানে তুল নির্ম্মিত করিবে) ঐ তুলের দক্ষিণে এক মন্দিরে দ্বারকাধীশকে রাখিয়া সেবা করিত। আর যে মন্দিরে একণে আছেন, ঐ স্থানে প্রস্তরের সুগঠন মন্দির নির্ম্মিত হইল। ঐ

মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরানাথ আর মুরলী-মনোহর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ এই সকল দেবদেবী একত্রে রাখিয়া রাজসেবাতে সেবার নিয়ম করিলেন। পারকের সকল বিষয় দ্বারকাধীশের। শ্রীজির ভাণ্ডারে অসংখ্য ধন, হীরা, জহরৎ, মতি, পান্না, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও আসবাব সকলই আছে। রাজাধিরাজ নাম। পারক আপন জীবদ্দশাতে উত্তমরূপে দেবসেবা এবং ছত্র ও ধর্ম্মশালাতে ব্যয় করিয়া শেষাবস্থাতে দেবসেবাদি সৎকর্ম্ম সকল প্রচলিত থাকিবার জন্য লছমীচাঁদ শেঠকে গদির মালিক করিলেন। এক্ষণে লছমীচাঁদ ঐ ধনেশ্বর হইয়াছে। ছাপান্ন ক্রোর ধন শুনিতে উপাখ্যান। এই ধন তিন সহোদরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেবসেবাদি করিতেছে। ইহাদিগের তমোগুণ শরীরে নাই।

দ্বারকাধীশের বিভব ও তাদৃশ যে ঝুলনের হিন্দোলা তিনখানা সুবর্ণে নির্ম্মিত। তিন লক্ষ মুদ্রা মূল্য আর স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত আশা-শোটা, বল্লম, ছত্র, আড়ানি, পঙ্খা, নিশানের ছড়, শতসহস্র ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়াল-গিরি বাটীতে এক হস্ত অন্তরে সাজান। চতুর্দ্দিকে মুকুরে মণ্ডিত রূপার বৃহৎ বৃহৎ ধাঁড়া ও গুলা, পরাৎ সকল, ভোগের থাল, বাটি, স্বর্ণের রূপার দুই আছে। আভরণের মূল্য কি কহিব। নীলকান্ত, লালকান্ত, পোখরাজ, মুক্তা সকল তিন চারি লক্ষ টাকার আভরণে সুশোভিত। স্বর্ণ রূপার গণনা কি আছে? পোষাক কত মত বহু মূল্যের সুবর্ণখচিত বস্ত্রাদি আছে তাহার নিরূপণ কি? প্রতি দিবস তিন সময় নূতন নূতন পোষাকসকলে শৃঙ্গার হয়। দেবালয়ে হাজারি মনুষ্য প্রতিদিবস আহার করে। সেবার উত্তম বরাদ্দ আছে। রাজকোষের দ্রব্যাদির খরচ অধিক।

দ্বারকাধীশ

প্রধান দেবালয় দ্বারকাধীশের। তাহার বিশেষ কারণ প্রাচীন মূর্তি মথুরানাথ এবং লক্ষীনারায়ণ আর মুরলীমনোহর চারি বিগ্রহ এক মন্দিরে আছেন। ইহার মধ্যে দ্বারকাধীশ। অচল-যাত্রা-উৎসবে চিত্রপট যে দ্বারকাধীশের আছে তাহাই বাহিরে আইসে। যে স্থানে শ্রীমন্দির ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধান্তে রাজসিংহাসন করেন। এজন্য মথুরানাথ লক্ষীনারায়ণ স্থাপিত থাকেন। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করেন, লক্ষী-নারায়ণ-মূর্ত্তি পটে ছিল।

ইহার নিকটে কংসটীলা। যে স্থানে কংস রাজার অন্তঃপুর ছিল যমুনাতীরে, এক্ষণে ঐ কেল্লা ভাঙ্গিতেছে। অনেক নিয়ে এক

কংসের অন্তঃপুর

কোথাগার বাহির হইয়াছে, তাহাতে অতি বৃহৎ একতালা ছিল। কংসের বাটী হইতে রঙ্গ-ভূমি পর্য্যন্ত কংসালয়। ইহার নাম মধুপুরী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মধুপুরীর চারি দ্বার। চারি দ্বারে চারি অনাদি শিব আছেন।

পূর্ব্বদ্বারে পিপ্পলেশ্বর। দক্ষিণদ্বারে রঙ্গেশ্বর যথায় কংসরাজার রঙ্গভূমি। পশ্চিমদ্বারে ভূতেশ্বর, এই স্থানে পাতালদেবী আছেন।

মথুরার চারি শিব

মাহেশ্বরী দেবী মহাপীঠ। এস্থানে ভগবতীর অঙ্গপতন হয়। ভূতেশ্বর ভৈরব। উক্ত স্থান হইতে ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমের প্রথম সূত্র। উত্তর দ্বারে গোকর্ণেশ্বর। এই চারি শিব মধুপুরী রক্ষা করিতেছেন। গোকর্ণেশ্বর মূর্ত্তিমান্—যমুনার তীরে মন্দির।

ধ্রুবটীলা—যথায় ধ্রুবমহাশয় পঞ্চম বর্ষের বালক তপস্যা করেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে প্রকাশ আছে।

সপ্তঋষিটীলা—সনক, সনাতন প্রভৃতি সাতজন ঋষিতে এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

বলিটীলা—বলিরাজার তপস্যার স্থান।

কংসটীলা*—কংসরাজার মল্লযুদ্ধ-স্থান।

মহাবিদ্যাদেবী—পর্ব্বত উপরে। প্রস্তরপিণ্ডাকৃতি। চৌবে-দিগের ইষ্ট-স্থান।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কংসের কারাগার মধ্যে। যথায় মল্লদিগের স্থান। এই স্থানে বসুদেব দেবকী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অন্তরে পোতরাকুণ্ড, যাহাতে দেবকী প্রসবের বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করেন। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা ঘাট। জন্মভূমি মল্লখেড়াতে। ইহার উত্তরদিকে পোতরাকুণ্ড। দক্ষিণদিকে কেশবদেবমূর্ত্তি আছে, বজ্রস্থাপিত, ব্রজভূমের চারিদেব মধ্যে একদেব।

বলদেবের মন্দির

বলদেবজিউর মন্দির পিপুড়েশ্বর শিবের দক্ষিণ। বলদেব-জিউর ঝাঁকি দর্শন—অতি কষ্টে দর্শন পাওয়া যায়। বলদেবের গোস্বামিগণ ধনাঢ্য। বড় বড় ধনী সকল শিষ্য। স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাব অধিক আছে।

সহরের মধ্যে টীলার উপরে কুব্জানাথের মন্দির। তাহার পূর্ব্বে রাধাগোবিন্দজিউ। তাঁহার নিকট রাধাকান্তজিউর মন্দির। চুড়িওয়ালা শেঠের বাটিতে শ্রী৺মদনমোহন জিউ। এই সকল দেবালয়ে ঝুলন পনর দিন হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরে একমাস।

* কংসটীলা—যমুনার উত্তরসীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ পতিত দৃষ্ট হয়, উহাকে সাধারণলোকে "কংসকা কিলা" নামে অভিহিত করে। কিন্তু অন্যত্র প্রবাদ, সম্রাট্ আকবর সাহের বিখ্যাত সেনানী জয়পুররাজ মানসিংহ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। কালবশে তাহাই ক্রমে পরিণত হইয়াছে।

চূড়িওয়ালা ছোট বাড়ী ঝুলনে এবং সাজিতে উত্তম সাজান হয়। দেওয়ালিতে আর ভরত-বিলাপে মধুপুরী সুগন্ধীভূতা হইয়া সুশোভিত হয়।

মধুপুরীর যমুনায় যে সকল ঘাটে স্নান-তর্পণ দানাদি করিতে হয় তাহার ঘাট সকলের নাম—

মথুরার পঁচিশ ঘাট ও তীর্থ। বিশ্রান্তঘাট মধ্যস্থলে। ইহার দক্ষিণে ১২ ঘাট। উত্তর-কোটিতে বার ঘাট। বিশ্রান্তঘাট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব কংসদৈত্যকে বধ করিয়া ঐ ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম, স্নান করিয়া

মথুরারঘাট*

* মথুরার ২৪ ঘাট—১ গণেশঘাট, ২ দশাশ্বমেধঘাট, ৩ চক্রতীর্থঘাট, ৪ কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, ৫ সোমতীর্থঘাট (বসুদেবঘাট), ৬ ব্রহ্মলোকঘাট, ৭ ঘণ্টাভরণঘাট, ৮ ধারাপতনঘাট, ৯ সঙ্গমতীর্থঘাট (বৈকুণ্ঠঘাট), ১০ নবতীর্থঘাট, ১১ অসিকুণ্ড ঘাট, ১২ অবিমুক্তঘাট, ১৩ প্রয়াগঘাট, ১৪ কনখলঘাট, ১৫ তিন্দুকঘাট, ১৬ সূর্য্যঘাট, ১৭ চিন্তামণিঘাট, ১৮ ধ্রুবঘাট, ১৯ ঋষিঘাট, ২০ মোক্ষঘাট, ২১ কোটিঘাট, ২২ বুদ্ধঘাট, ২৩ বলভদ্রঘাট, ২৪ যোগঘাট।

মথুরার কেল্লা হইতে যমুনাবাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমুনার বক্ষে উক্ত ২৩টী স্নানের ঘাট আছে। ঐ গুলির প্রত্যেকটিতে কোন না কোন তীর্থপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। উত্তরে গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, কালিঞ্জরেশ্বর মহাদেবমন্দির, সোমতীর্থ বা বসুদেবঘাট, ব্রহ্মলোকঘাট, ঘণ্টাভরণঘাট, ধারাপতনঘাট, সঙ্গমতীর্থঘাট বা বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থঘাট ও অসিকুণ্ডঘাট এবং দক্ষিণভাগে অবিমুক্তঘাট, বিশ্রান্তিঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখলঘাট, তিন্দুকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট। কংসাসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্তিঘাটেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিলে যমুনাগর্ভের কচ্ছপসমূহ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নানাবিধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ এবং আপন শিরোভূষণ মুকুট চিহ্ন-

এই বিশ্রান্তিঘাটের সন্নিকটে কংসখাড়ি নামে একটী খাত আছে। প্রবাদ, কংসের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্য এইস্থান দিয়া যমুনাতীরে আনীত হয়। যোগ-ঘাট ও প্রয়াগঘাটের মধ্যস্থলে বেণীমাধবতীর্থ ও শৃঙ্গারঘাট অবস্থিত। প্রয়াগ-ঘাটে রামেশ্বর মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ বিদ্যমান আছেন। উক্ত ২৪টী ঘাটে দ্বাদশতীর্থ প্রধান। যথা—১ অবিমুক্ত-তীর্থ, ২ বিশ্রান্তিতীর্থ, ৩ প্রয়াগতীর্থ, ৪ কনখলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ সূর্য্য-তীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষতীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ ও ১২ বায়ুতীর্থ। বরাহপুরাণে লিখিত আছে—

উপরি উক্ত দ্বাদশতীর্থের মধ্যে অবিমুক্ততীর্থে স্নান করিলে মুক্তি হয়। সকল তীর্থস্থানে যে ফল, এক বিশ্রান্তিতীর্থে দেবমূর্ত্তিদর্শনে সেই ফল এবং স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল এবং এখানে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে।

"প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোঽপ্সরোভিঃ দেবি মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ যমলোকং ন গচ্ছতি॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২ অধ্যায়, ৩৮—৩৯ শ্লোক)

কনখল অতি গুহ্যতীর্থ, এখানে স্নানমাত্র স্বর্গলাভ ঘটে।

"তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥" ৩০

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

তিন্দুকতীর্থস্নানেও বৈকুণ্ঠলাভ।

"অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২।৫১)

স্তম্ভ স্থাপন। এই ঘাটে এক মন্দির মধ্যে বসিবার গদি আছে, তাহার উপর মুকুট থাকে এবং নানা পুষ্পচন্দনে শোভান্বিত হয়।

রবিবারে, সংক্রান্তি দিবসে ও চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়-ফল লাভ হয়।

"ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥৫০
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণান্মমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৫১
আদিত্যাহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥" ৫৩

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ধ্রুবতীর্থ—ধ্রুবতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের মুক্তি হয় এবং স্নানকারী বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়া থাকে।

"ধ্রুবেণ যত্র সন্তপ্তং যেচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে।
তত্রাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মমলোকে মহীয়তে ॥" ৫৭

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ঋষিতীর্থ—ঋষিতীর্থে স্নান করিলে ঋষিলোক প্রাপ্তি ও তথায় মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠ-লাভ হয়।

"তথাভিদেশ মহাদেবি ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ॥
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে ॥" ৬০

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

মোক্ষতীর্থ—ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, এখানে স্নান করিলে মোক্ষ-লাভ হয়।

"দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং পরং মম।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ মোক্ষমেব প্রপদ্যতে ॥" ৬১

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

মাথুরী-ব্রাহ্মণ* অর্থাৎ চৌবেদিগের অধিকার। স্নানদানাদি করিলে চৌবেদিগের প্রাপ্য। এই ঘাটে পূজা আরতি প্রতিদিবস সময় সময়

কোটিতীর্থ—দেবদুর্লভ কোটিতীর্থে স্নান দান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। উহাতে স্নান করিলে পিতৃলোক-তৃপ্তি, পিতা-পিতামহাদি উদ্ধারলাভ করেন। যথা,—

"তত্র বৈ কোটিতীর্থং হি দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥৭২
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন তথৈব প্রপিতামহঃ ॥৭৩
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥" ৭৪

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

বায়ুতীর্থ—বায়ুতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক-তৃপ্তি, বিশেষতঃ এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গয়াপিণ্ডদানের ফললাভ হয়। বরাহপুরাণের মতে এই বায়ুতীর্থ দেবগণেরও দুর্লভ। এখানে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে সহস্রগুণ ফললাভ হয়।

উপরি উক্ত তীর্থগুলি ব্যতীত বরাহপুরাণে ধারাপতনক, গোকর্ণ, ব্রহ্ম, শিব, সোম, সরস্বতীপতন, দশাশ্বমেধ, নাগ, ঘণ্টাভরণ, অসর, অসুর, বৎসক্রীড়নক, ভাণ্ডীর, কেশি, কালিন্দোদ, যমলার্জ্জুন, গরুল, গোপীশ্বর, বহুলায়, কাম্যবনক, বৃন্দাবনক, সংপীঠক, পিশাচ, যমুনা, কুরুপদা প্রভৃতি তীর্থগুলিও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

* মাথুর—মথুরার চৌবে। প্রবাদ যে, বরাহ অবতারের ঘর্ম্ম হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

"সর্ব্বে বিপ্রা কাণ্ডকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি ॥"

মথুরার বিভিন্নশ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে জাট ও চৌবে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাই অধিক। চৌবেগণ সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে বলবান্। মথুরার চৌবে

হয়। ঘাটের উপরে ঘর বাটি আছে। ঐ বাটির উত্তরদিকে নহবত উত্তমরূপে বাজ হয়। অগ্রহায়ণের শুক্লাদশমীতে কংসবধ-লীলা হয়। ঐ দিবসে কংসলীলাতে কংসবধ সন্ধ্যার সময় করিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবস্বরূপ যে দুই বালক হয়, তাহারা ঐ ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করে।

কংস-মেলা

কংস-মেলার প্রকরণ।—মথুরামণ্ডলে যে সমস্ত চৌবে আছেন, ইঁহাদের বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই মল্লযুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গ-ভূমির মৃত্তিকা অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া, গাঁদা-পুষ্পের মালা গলায় দিয়া, বাঁশের এক এক গদাকৃতি যষ্টি ধারণ—স্কন্ধে কেহ মুখে রাখিয়া প্রচুররূপে সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া 'গুরসে গুরসে' এই ধ্বনি করিয়া বিকটমূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে করিতে নগর ভ্রমণ। এমত বহু দলবদ্ধ হয়। কোন দল এই প্রকরণে উত্তর হইতে দক্ষিণে আসিতেছে, কোন দল উত্তরে, কোন দল পূর্ব্বে, কোন দল পশ্চিমে যাইতেছে। এই মত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এই দুই দলের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহার প্রাণসংশয়। পরে চারিদণ্ড বেলা থাকিতে কংসটীলার মঞ্চ উপরে এক কৃত্রিম কংসমূর্ত্তি কাগজেতে আচ্ছাদিত—বৃহৎ আকার করিয়া তাহার হস্তে ঢাল তরবারি দিয়া বসাইয়া রাখে। কলের দ্বারায় হস্ত ও মস্তকের অঙ্গভঙ্গ ভয়-প্রদর্শনের ন্যায় হয়।

ঐ রঙ্গভূমিতে যথায় রঙ্গেশ্বর শিব আছেন, ঐ স্থানে বহু

বলিলেই ইঁহাদের বলের পরিচয় পক্ষে যথেষ্ট হয়। বৃন্দাবনে মহোৎসব দিতে হইলে মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই ভক্ষণ করাইতে হয়। বৃন্দাবন তীর্থে এই মহোৎসব (মচ্ছব) দান বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মনুষ্যের একত্র মিলন হয়। এমত মেলাতে লোক একত্র হয় যে স্থান পাওয়া যায় না। তিন চারি হাত জায়গার এক টাকা ভাড়া হয়। বেলা দুই দণ্ড থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের স্বরূপ চৌবে-দিগের দুই বালক সাজাইয়া এক হস্তী উপরে আরোহণ করিয়া, রঙ্গভূমের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বংশী ও শিঙ্গার শব্দ করিবামাত্র, ঐ কংসমূর্ত্তির উপর চৌবে সকল লাঠির আঘাত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, এক এক টুকরা কাগজ লাঠির আগাতে বান্ধিয়া, বিপরীত লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া, কংসটীলা হইতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া 'কংস মারো মায়াপুরী আয়ো' এই শব্দ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে স্কন্ধে করিয়া ঐ বিশ্রান্তঘাটে আনিয়া তথায় আরতি ইত্যাদি হয়। তৎকালে দেখিতে এমত ভাব হয় যেন সেই কংস-বধের দিবস উপস্থিত, পেড়া লুঠ হইয়া ঠাকুরের ভোজন হয়। আর ঐ ঘাটে কার্ত্তিক মাসে যমদ্বিতীয়া (যাহাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে) দিবস স্নানের মেলা হয়, বহু মনুষ্য একত্র হয়। ঐ দিবস যমুনাতে স্নান করিলে যমযন্ত্রণা হয় না। স্নানান্তে বস্ত্রাদি যমুনার জলে কাচিতে নিষেধ আছে। স্নানান্তে যাহার যাহা সাধ্য ইচ্ছামত দানাদি। আর সকল সময়ে ঐ ঘাটে স্নানের অধিক ফল আছে। তাহা মথুরা-মাহাত্ম্য দেখিলে কি শুনিলে জানিতে পারিবে। এই ঘাটের দক্ষিণ কোটী—

গার্জ্জতীর্থঘাট, যোগতীর্থঘাট, প্রয়াগঘাট, রামঘাট, কনখলতীর্থ-ঘাট, তিন্দুক তীর্থঘাট, সূর্য্যঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, কোটিতীর্থ, বুদ্ধিতীর্থ—এই বার ঘাট বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণদিকে। ইহার মধ্যে যে ধ্রুবঘাট ঐ স্থানে ধ্রুব মহাশয় তপস্যা করেন।

মধুবন মধ্যে যমুনার তটে মহামুনি নারদ ঋষির মহামন্ত্র প্রদান জন্ত এই ঘাটে স্নান করাইয়া উপরে ধ্রুবের তপের স্থান—যাহাকে ধ্রুবটীলা বলে, ঐ স্থানে মহামন্ত্র প্রদান। পদ্মপলাশলোচন দর্শন, যজ্ঞাদি টীলা মধ্যে। অদ্যাবধি ঐ টীলাতে যজ্ঞের তিল যব পাওয়া যায়, ভস্ম হইয়াও পূর্ব্বরূপ আছে। এই ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। মথুরামণ্ডলের প্রধান কর্ম্ম বিশ্রান্তঘাটে স্নান। ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান।

দক্ষিণকোটি

উত্তর কোটি—

বরাহক্ষেত্র, বসুদেবঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ধারাপত, ঘণ্টাভরণ, সোমতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সরস্বতীসঙ্গম, দশাশ্বমেধ, গার্গি, সারঙ্গী, নবসঙ্গম, এই দ্বাদশ ঘাট বিশ্রান্তঘাটের উত্তরদিকে।

কৃষ্ণগঙ্গার তাৎপর্য্য—বসুদেব মহাশয়ের গঙ্গা-স্নানের ইচ্ছা হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ আপন অচিন্ত্যশক্তি দ্বারায় ঐ যমুনা মধ্যে গঙ্গা দেখান। দশহরা দিবসে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লা দশমীতে কৃষ্ণগঙ্গাস্নানে বহু মনুষ্যের মেলা হয়। অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব হয়।

উত্তরকোটি

ধ্রুবটীলা—ইহাতে ধ্রুব মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রকাশ আছে, চরণ-চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে এক সাধু আছেন।

বলিটীলা—বলিরাজার তপস্যার স্থান। বলিরাজার মূর্ত্তি আছে।

কলিযুগটীলা—কলিযুগের তপস্যার স্থান।

সপ্তর্ষিটীলা—সপ্ত-ঋষির তপস্যার স্থান।

কংসটীলা—এই টীলাতে কংসের রাজসভার স্থান ছিল। এই

স্থানে ধনুর্যজ্ঞারম্ভ করিয়া সভা হয়। শ্রীকৃষ্ণহস্তে মৃত্যু অগ্রহায়ণের শুক্ল-দশমীর দিন।

মথুরা-মণ্ডল

মথুরামণ্ডল ব্রজভূমি চৌরাশি ক্রোশ পর্যান্ত। নিজ মধুপুরী যাহাকে মথুরা কহে, এই স্থান চারি যুগের রাজধানী। সপ্তপুরী মধ্যে ভগবানের যে সপ্তপুরীর আখ্যা আছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

তাহাতে যে মথুরাপুরী এই স্থান।

সত্যযুগে মান্ধাতা প্রভৃতি রাজ্য করিয়াছেন, ধ্রুব ও বলি রাজা সপ্তর্ষি প্রভৃতি সকলে তপস্যা এবং যজ্ঞাদি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের টীলাতে কীর্ত্তি আছে। ত্রেতাযুগে লবণাসুর প্রবল হইয়া, এই মধু-পুরীতে যত মুনিঋষিগণ ছিলেন, সকলকে ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস রাজ্য করে। মুনিপত্নীগণ ব্যাকুলাত্মা হইয়া পলাইয়া অযোধ্যানগরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পতি-পুত্র-বিয়োগের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া জলপূর্ণিতালোচনা হইয়া গদ্‌গদ-ভাষে ভাষিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য শ্রুত হইয়া রাক্ষসকুলান্তক-লোচন ঘূর্ণিত করিয়া রাক্ষসনিপাত-জন্য শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন। রামাদেশে মথুরাতে আসিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন রাজ্য করিলেন। তৎকালে মুনিপত্নীগণ শত্রুঘ্নের নিকটে জানাইলেন যে, তুমি রাক্ষসবধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছ এবং সকল প্রজাকে সুখী করিয়াছ কেবল আমরা চিরবিরহিণী রহিলাম, আমাদের বংশলোপ হইল। তাহাতে শত্রুঘ্ন মুনিপত্নীদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন ইচ্ছাতে যাহাকে যে বরণ করিয়া পতি সম্বোধনে সন্তান উৎপাদন করিবে, তাহাতে তোমরা দোষী হইবে না। মুনি-

পত্নীগণ কহিলেন, জারজবংশে কি উপকার হইবে, কেহ মান্য করিবে না, সন্তান সকল লজ্জা পাইবে; কেবল কুলটা হওয়া হইবে। তাহাতে শত্রুঘ্নের আজ্ঞা হইল যে তোমরা কুলটা হইবে না, তোমাদের গর্ভের সন্তানসকল যুগান্তে অত্যন্ত মান্য হইবে, তাহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞে প্রকাশ হইবে। এই সকল মাথুরীব্রাহ্মণ হইবে। দ্রাবিড়ি, মৈথিলি ভিন্ন মাথুরী ব্রাহ্মণ এবং মাগধ ব্রাহ্মণ যেমত সেই মত মাথুরী ব্রাহ্মণ হইবে। সেই বংশ চৌবে সকল।

দ্বাপরযুগে কংসরাজা রাজত্ব করেন। কংসবধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজ্য দেন।

কলিযুগ বর্ত্তমান। প্রথমাবধি হিন্দু-মুসলমানের রাজ্য হইয়া এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। মথুরা রাজধানী উত্তম সহর। সকলই ইষ্টক-প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ সকল। অনেক ধনাঢ্যগণ আছে। একজন ধনী লছমীচাঁদ শেঠ আছে, কুবের তুল্য যাহার ধন, ছাপান্ন ক্রোর মজুত, তদ্ভিন্ন সকল দেশে কুঠী আছে। আর মথুরানগরে চৌবেদিগের বসতি। স্থানে স্থানে বাজার আছে। ভরতপুরের রাজার উত্তম এক বাটী প্রস্তরনির্ম্মিত। তাহার পর শেঠদিগের বাটী। দুই পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ বাটী সকল। তাহার নীচে দোকান। মধ্যে রাস্তা হালওয়াইপটী, বাজ্জ অর্থাৎ কাপড়ের দোকান। গন্ধিদিগের দোকান। আর আর সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে। দ্রব্য-সকলের দোকান রীতিমত সর্ব্বদা সাজান থাকে। মসজেদ এক ভাল আছে। ঐ মসজেদে মুসলমানসকল ভজন করে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বাজার শাকসব্জি তরিতরকারি কপি সালগম গাজর আলু ইত্যাদি সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। নীচে যে বাজার আছে, তাহাতে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদির দোকান আছে।

বিলাতি সকল উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায়। আর আর অনেক বেশাতির দোকান আছে। ইহারা সকল দেশের দ্রব্যাদির ব্যবসা করে না। দেশী মনুষ্যগণ মথুরাতে আইসে। ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ মধ্যে, মথুরা প্রধান সহর, সর্ব্বত্র উত্তম পরিসর পথ। পথে গলিজ করিতে পারে না। এখানে কালেকটর, মাজিষ্টর, কমিশনর, মুনসেফ, সদর-আমিন, সদরআলার কাছারি আছে। সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছাউনিতে আছে। ডাক্তার, পোষ্টমাষ্টার ছাউনীতে। নেটিভ ডাক্তার সহরের মধ্যে আছে। বাঙ্গালিঘাটাতে বাঙ্গালিদিগের বাস।

সাহেবলোক প্রায় পঁচিশ জনা আছে। সকলে ছাউনিতে বাঙ্গালায় থাকে। ছাউনি সহরের দক্ষিণদিকে—নওরঙ্গাবাদের উত্তর। ঐ নওরঙ্গাবাদে বাদশাহদিগের রাজ্যসময়ে সৈন্যদিগের ছাউনি ছিল, এক্ষণে মেগাজিন হইয়াছে। ইহার আড়পার মহাবন গোকুল। ইহার দক্ষিণে ধর্ম্মশালা নূতন প্রস্তরনির্ম্মিত হইতেছে।

মথুরাসহর—সরস্বতীর পোল পার হইয়া দশাশ্বমেধের ঘাট অবধি নওরঙ্গাবাদের মেগাজিন পর্য্যন্ত চারি ক্রোশ সহর। প্রস্থে এক ক্রোশ। ইতোমধ্যে সমান বসতি। মধুপুরীর কেহ দুঃখী নহে। স্ত্রীগণ শ্রীসম্পন্না। চৌবেদিগের স্ত্রীগণ ঘাঘরা ব্যবহার করে না, শাড়ী উড়ানি, আর আর সকলে ঘাঘরা, কাঁচলি, উড়ানি ব্যবহার করে।

খাদ্য দ্রব্য সকল উত্তম উত্তম পাওয়া যায়। দধি যেমত মথুরাতে জন্মে, এমত দধি কোথায়ও দেখি নাই। দধি হস্তে করিয়া লইয়া খাওয়া যায়। ছানার তালের ন্যায় খাইতে সুস্বাদু। এমত দধি সর্ব্বদা বাজারে পাওয়া যায় না, পূর্ব্বাহ্নে কহিতে হয়। তথাচ বাজারে যে দধি বিক্রয় হয় তাহাও অন্য স্থান হইতে উত্তম। মথুরাতে পেড়াও

উত্তম জন্মে, কিন্তু শ্রী৺গয়াধামে যেমত পেড়া হয় সেরূপ নহে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গয়াতে তৎপরে মথুরাতে জন্মে। এতদ্দেশের মধ্যে খাজা মথুরা ভিন্ন কোথাও জন্মে না। কুমড়ার মেঠাই, খাস্তা কচুরি, মগধের লাড়ু উত্তম। আর আর মিষ্টান্ন প্রকার চলনমত। কিন্তু মথুরার চোবেরা মিষ্ট অধিক আহার করে, এজন্য সকল দ্রব্যেতে অধিক মিষ্ট বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালি কি অন্য কাহার ফরমাইশ হইলে সমান মিষ্ট করে। সদর বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, তাহাতে অধিক মিষ্ট নহে। এতদ্দেশের চলনমত পশমিনা ইত্যাদির ভাল ভাল রেশমী পশমী এবং উলকাপড়ের দোকানসকল সদর-বাজারে সহরে আছে। মেওয়াওয়ালার দোকান ভরতপুরের রাজবাটীর নিকটে। কাবুলী মেওয়া সকল যাহা এতদ্দেশে আইসে তাহা পাওয়া যায়। আনার, আঙ্গুর, সেও পাওয়া যায়। বিহি, নাসপাতি উপস্থিত সময়ে পাওয়া যায়। বাদাম, কিস্‌মিস্‌, মনক্কা, পেস্তা, শোয়ারা, কাকনী সর্ব্বদা পাওয়া যায়। আনারের অনেক রকমের আমদানি আছে। কাবুলী বেদানা, কাশ্মীরী মিঠা, খাটা, দুই আছে। পাহাড়ে আনার ইত্যাদি সকল মেওয়া আছে, এতাদৃশ খাদ্য নহে। মথুরাতে কপি সকল রকম জন্মে। ফুল, ওল, হট তিন রকম হইতেছে। সালগম, গাজর, বিট, বিলাতী শালগম হইতেছে।

সন ১২৬১ সাল, ৮ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম শ্রী৺রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থান। এই স্থানের রক্ষক চারিদেব, চারিদেবী, চারিবট, চারি ঈশ্বর, চারি সরোবর। বজ্র শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; তাঁহার স্থাপিত ব্রজভূমে আছে। বজ্র

চৌরাশি ক্রোশের মধ্যস্থলে শ্রীবৃন্দাবন* মথুরামণ্ডল†। এই ধামে দেশের মনুষ্যগণ রাজা ও ধনাঢ্য, স্বল্পধনী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ অনেক, নানা দেবালয় স্থাপিত করিয়া দেবসেবা, সদাব্রত, ধর্ম্মশালা, জলছত্র, বানর, কচ্ছপ, ময়ূর ইত্যাদি পশুপক্ষিগণের খাদ্যদ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়াইয়াছেন

শ্রীবৃন্দাবন

* বৃন্দাবন—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, দেবর্ষি নারদ একদিবস নারায়ণ ঋষিকে বৃন্দাবন নামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি কহিয়াছিলেন যে, পুরাকালে সত্যযুগে কেদার নামে এক নৃপতি ছিলেন। রাজর্ষি কেদার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ সম্পন্ন করিতেন। কেদার সদৃশ রাজেন্দ্র কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। কিছুকাল পরে জৈগীষব্যের উপদেশক্রমে রাজা রাজ্য ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমাদিগের ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করেন। রাজা শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া অধিকতর হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হরির সুদর্শনচক্র তাঁহার নিকট থাকিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিত। এইরূপে তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া গোলকধামে গমন করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হয়।

কেদাররাজের কমলার অংশস্বরূপা অতি তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্রবিশারদা বৃন্দা নামে এক কন্যা ছিল। বৃন্দা বিবাহ করেন নাই। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে হরিমন্ত্র প্রদান করেন। বৃন্দা পরে গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া এই হরিমন্ত্র সাধন করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বৃন্দা যেন সুন্দরকায় শান্তমূর্ত্তি রাধাকান্তই তাঁহার পতি হন, এই বর প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে বৃন্দার সহিত অবস্থিতি করেন। তৎপরে বৃন্দা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলকধামে গমন করিয়া রাধিকার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা হন। সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এবং অভ্যাগতদিগের আহার, অযাচক ও মৌনী এবং অন্ধ-আতুর-দিগের খাদ্যদ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়া আছে। এইরূপে প্রতি গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপ প্রকাশ করিয়া ছয় গোস্বামীর,‡ চৌষট্টি মোহা-

বৃন্দাবন নাম হইবার আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস আছে—

পূর্ব্বকালে কুশধ্বজ রাজার তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদা কন্যাদ্বয় সংসারবিরাগিনী হইয়া তপশ্চারণ করেন। কালক্রমে বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, তিনিই সর্ব্বত্র জনক-কন্যা সীতা নামে পরিচিতা।

কুশধ্বজের দ্বিতীয়া কন্যা তুলসীও হরিকে পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করেন, কিন্তু দৈবাৎ মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে শঙ্খচূড়কে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। পরে কমলাকান্তকে কান্তরূপে লাভ করেন। সেই সুরেশ্বরীই হরির শাপে বৃক্ষরূপা এবং হরিও তাঁহার শাপে শালগ্রাম হন। কিন্তু সুন্দরী তুলসী আবার সেই শিলারূপী হরির বক্ষঃস্থলেই নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দা, তিনিই ঐ স্থানে তপস্যা করেন, সেইজন্য মনীষিগণ উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন।

শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দানাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তাঁহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়াও উহা বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ।

† যাদব-রাজধানী মথুরাপুরী কালে বহু বিস্তৃত হইয়া মথুরামণ্ডল বা ব্রজধাম নামে প্রসিদ্ধ হয়। যে সময়ে গিরি-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী গিরিব্রজ নাম ধারণ করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই মথুরামণ্ডলের অধিকাংশ ব্রজনামে খ্যাত হইয়াছিল।

‡ ছয় গোস্বামী—১ শ্রীরূপ, ২ শ্রীসনাতন, ৩ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, ৪ শ্রীজীব-গোস্বামী, ৫ শ্রীগোপাল ভট্ট ও ৬ শ্রীরঘুনাথ দাস। বৈষ্ণবসমাজে এই ছয়জন 'সাধারণ গুরু' বলিয়া বিখ্যাত। এই ছয় গোস্বামীর যত্নেই বৃন্দাবনধামপ্রকাশ, ও চতুরশীতি বন-নির্ণয় সাধিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে একাধিক বার এই ছয় গোস্বামীর উল্লেখ থাকায় পর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া গেল—

---

১ রূপ ও ২ সনাতনগোস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও কবি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহারা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি প্রেম ও মাধুর্য্য ভাবপূর্ণ। উভয় ভ্রাতায় মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। ইঁহারা কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশধর। সর্ব্বজ্ঞের বংশে সনাতন, রূপ ও বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম এবং শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা বল্লভ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। মতান্তরে রূপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সনাতন ও অনুপম তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামকেলিগ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল।

৩ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ছয় গোস্বামীর অন্যতম। পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে তপন মিশ্র নামে জনৈক সাধু বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া তপন মিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিনি তপন মিশ্রকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। তপন প্রভুর সহিত নবদ্বীপ আসিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে বারাণসী যাইতে আদেশ করেন এবং তথায় আমার সঙ্গে মিলন হইবে এইরূপ আশ্বাস দেন। তদনুসারে মিশ্র সস্ত্রীক বারাণসী যাত্রা করেন। আনুমানিক ১৪২৭ শকে তপন মিশ্রের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম রঘুনাথ। পরে তিনি ভট্ট গোস্বামী উপাধিতে বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

৪ শ্রীজীবগোস্বামী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনীতে ইঁহার জন্মাদির তারিখ এইরূপ লিখিত আছে,—ইঁনি ১৪৪৫ শকে (মতান্তরে ১৪৩৪ শকে) পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে আবির্ভূত হন। ইনি ২০ বৎসর গৃহবাস ও ৬৫ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিলে পর ১৫৩০ শকে আশ্বিনের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তিরোহিত হন। ইনি সনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বল্লভের পুত্র। ইঁহার চৈতন্য-দত্ত নাম অনুপম। ইনি জ্যেষ্ঠতাত রূপ-সনাতন সহ অধিক সময় বাস করিতেন। ইনি বৃন্দাবন বাসকালে ষট্সন্দর্ভ, গোপালচম্পু, হরিনামামৃতব্যাকরণ, ধাতুসংগ্রহমালিকা, তোষিণী নামক

মেরু* ও দ্বাদশ গোপালেরা সেবা ও সমাজ, শিষ্য এবং ভক্তগণের দ্বারায় উত্তম সচৈতন্য রাখিয়া নিত্যধামে নৃত্যানন্দে ব্রজবাসী বৈষ্ণব-

ভাগবতের টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচনা করেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবাদিও আছে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে 'রাধাদামোদর'-সেবা ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

৫ গোপাল ভট্ট—জনৈক বিখ্যাত চৈতন্যভক্ত। ইঁহার 'ভগবদ্ভক্তি-বিলাস' বা 'হরিভক্তিবিলাস' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত। এই হরিভক্তিবিলাস মতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। ইনি দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ, আকুমার ব্রহ্মচারী। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। বর্তমান সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যে রাধারমণ সেবা আছে, তাহা ইঁহার প্রতিষ্ঠিত।

৬ রঘুনাথ দাসগোস্বামী—জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত-বৈষ্ণব। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্বে মহাসম্রান্ত কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কোটিপতি গোবর্ধন। উপাধি মজুমদার। রঘুনাথের প্রবৃত্তি অতি বিচিত্র ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সংসারে আসক্তি ছিল না। যৎকালে হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে গমন করেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্যাদি করিয়া তাঁহার কৃপা-ভাজন হন। ঐ সময়ে রঘুনাথ তদীয় পুরোহিত ও অধ্যাপক বলরাম আচার্যের গৃহে অধ্যয়নকালে গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া তদীয় চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং অবশেষে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন। সাংসারিক স্নেহবন্ধন, অতুল ঐশ্বর্য্য ও পত্নীপ্রেম কিছুতেই তাঁহাকে সংসারে টানিয়া রাখিতে পারে নাই।

৭ চৌষট্টি মোহন্ত—শ্রীকৃষ্ণলীলায় নারদ, হনুমান্, অঙ্গদ, সুগ্রীব, বশিষ্ঠ, বিভীষণ, কটকপুত্র (ব্রহ্মা), বেদব্যাস মুনি, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ, অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, ব্রহ্মা, শুকদেব গোস্বামী, গরুড়, শঙ্খনিধি, দুর্বাসা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, চন্দ্রকান্তি গন্ধর্ব, বিশ্বামিত্র, অর্জুন, কাত্তরী, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামা, ললিতা, বিশাখা,

---

চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, রত্নরেখা, ধনিষ্ঠা, মাধবী, সুকেশী, মধুরা, মধুরেক্ষণা, কলকণ্ঠী, নান্দীমুখী, সুকণ্ঠী, মধুমতী, বীরা, বৃন্দাদেবী, কলাবতী, শ্রীপ্রেমমঞ্জরী, লীলামঞ্জরী, রাসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা, রাগরেখা, মঞ্জুপত্রী, চন্দ্রলতিকা, রত্নাবলী, গুণচূড়া, কর্পূরমঞ্জরী, শ্যামমঞ্জরী, কামলেখা, কাম-মঞ্জরী, কলভাষিণী, কলকণ্ঠী, খঞ্জনী, নীলকান্তি, কলাপিনী ও সুকেশী ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, পুরন্দর পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, রামচন্দ্রপুরী, হরিদাস ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস, মীনকেতন, রামদাস, শ্রীরঘু-নন্দন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, বল্লভ ভট্ট, গরুড় পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, জগন্নাথ আচার্য্য, প্রতাপাদিত্য, গদাধর দাস, বনমালী আচার্য্য, রায় রামানন্দ, দেবানন্দ পণ্ডিত, সদাশিব, শঙ্কর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বরূপ দামোদর, বনমালী কবিরাজ, রাঘব গোসাঁই, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, গদাধরভট্ট, অনন্ত আচার্য্য (কুলীন ব্রাহ্মণ), রাঘবপণ্ডিত, মাধবাচার্য্য, মকরধ্বজ, বিদ্যাবাচস্পতি, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ বসু, সারঙ্গ ঠাকুর, সত্যরাজ খাঁ, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, মুকুন্দদাস, গোবিন্দ ঘোষ, ভূগর্ভঠাকুর, লোকনাথ গোস্বামী, মাধবঘোষ, বাসুঘোষ, শিখিমাহাতি, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, জগদীশ পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য, পরমানন্দ সেন (কবি-কর্ণপুর), কানাই ঠাকুর, দ্বিজ হরিদাস, ছোট হরিদাস, নন্দনব্রহ্মচারী, বাণীনাথ পণ্ডিত, চিরঞ্জীবদাস, সুন্দরানন্দঠাকুর, নরাই হোড়, বাণানন্দ পণ্ডিত ও কাশীশ্বর সেন 'চৌষট্টি মহান্ত' নামে খ্যাত।

+ দ্বাদশ গোপাল—গোপাল অর্থে ব্রজের রাখাল। যে সকল ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও "গোপাল" নামে অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যলীলার প্রধান প্রধান পাত্রগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার পাত্রপাত্রীরূপে অবতীর্ণ হন, ইহাই বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত হইতেন,—

গণ আছেন। নৃত্যগীত মহোৎসব সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ প্রতিদিবস পাঠ হইতেছে। পঞ্চবন* সংজ্ঞা-মাত্র আছে। সহরের অধিক বসতি ও দেবালয় সকলই প্রস্তর এবং ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ-মন্দির সকল। দ্রব্যসকল বাজারে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের অধিক প্রভাব। বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি অধিক থাকে, বিশেষতঃ বিধবাজাতি, শুঁড়ি, সুবর্ণবণিক, তাঁতি অধিকাংশ

"শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণসুরামকৌ।
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ববীরবাহুকৌ॥"

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, ভদ্রসেন, স্তোককৃষ্ণ, সুরাম, লবঙ্গ, মহাবাহু ও বীরবাহুগন্ধর্ব্ব এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়—অভিরাম ঠাকুর, সুন্দর ঠাকুর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, কমলাকর পিপ্পলাই, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম নাগর, ঠাকুর পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ঠাকুর, কালাই ঠাকুর (কালা কৃষ্ণদাস) ও শ্রীধর (খোলা-বেচা) এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত ছিলেন।

* পঞ্চবন—পদ্মপুরাণে (পাতাল-খণ্ডে ৬৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

"ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীর-মহাতাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধুর্বৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্তপশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥"

ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুলা-বন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন, মথুরার অন্তর্গত এই দ্বাদশ বন। সাতটি বন যমুনার পশ্চিমে ও পাঁচটি উহার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমির মধ্যে যমুনার পূর্ব্বপারের ভদ্রাদি পাঁচটি ও পশ্চিমপারের তালাদি সাতটি বনের মধ্যে গোকুল, বৃন্দাবন ও মধুবন এই কয়টী মহাবন এবং অন্যান্যগুলি উপবন বলিয়া পরিচিত।

অন্ত অন্ত সকল জাতি আছে। দাস্য, সখ্য, মধুর, বাৎসল্য এই চারিপ্রকার ভাব প্রবল আছে।

শ্রীবৃন্দাবনধামে যমুনাতে দ্বাদশঘাট—

কালীদহ, গোপালঘাট, সূর্য্যঘাট, প[প্র]স্কন্দনঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, আবিরঘাট, সিঙ্গারঘাট, চীরঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশীঘাট, রাজঘাট, এই দ্বাদশ ঘাটের নাম।

দ্বাদশ ঘাট

শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতে দ্বাদশ ঘাট। ঐ সকল ঘাটে স্নানাদি করিতে হয়। কালীদহের ঘাটে* যে স্থানে কেলিকদম্ব হইতে ঝাঁপ দিয়া কালীয় সর্পের মস্তক উপরি দাঁড়াইয়া কালীয়মর্দ্দন করেন, সেই কদম্ব-মূলে যে ঘাট আছে, তাহার নাম কালীদহের ঘাট। কালী-দহের সীমা চারি ক্রোশ। এই ঘাটের উত্তর এক ক্রোশ যাইয়া সফরি মুনির আশ্রম উচ্চ টীলা মধ্যে। ঐ গ্রামের নাম সনরক, দ্বিতীয় গ্রাম ভনরক। এই হ্রদ যে চারি ক্রোশ তাহার উপর মুনির তপস্যার আশ্রম ছিল। এই হ্রদে এক বুয়াল মৎস্য আপন বহু শাবক লইয়া চারণ এবং ক্রীড়াদি করিত। মুনি মহাশয় দেখিতেন এবং কেহ হত্যা করিতে না পারে তাহার উপায় করিতেন। দৈবাধীন একদিন গরুড় ঐ স্থানে যাইয়া বৃক্ষোপরি হইতে বারংবার মৎস্য প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে মুনি মহাশয় পক্ষিরাজকে নিবারণ করিলেন। তৎকালে আঘাত না করিয়া পরে মুনি আপন সাধনে ধ্যানস্থ থাকাতে ঐ সময় শাবক মধ্য হইতে ঐ বুয়াল মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে। পরে

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুনি মংস্ত না, দেখিয়া গরুড় ভক্ষণ করিয়াছে, যোগবলে জ্ঞাত হইয়া, পক্ষিরাজকে অভিশপ্ত করিলেন যে, এই হ্রদের জল গরুড় স্পর্শ করিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবে। এই অভিশাপ হইলে পর পক্ষিরাজের ঐ এক যোজন মধ্যে কাহারও হিংসা করিবার ক্ষমতা রহিল না। এখানে নাগকুল সকল বিনাশ করিতে রহিলেন। অহি-বংশ দেখিবামাত্র ভক্ষণ। প্রায় বংশসকলই নাশ করিল। নাগমধ্যে কালীয়নাগ আপন বংশরক্ষার জন্ম স্ত্রী লইয়া ঐ হ্রদ-মধ্যে বাস করিল। কালীয়ের বিষ উদ্গারে জল বিষতুল্য হইয়াছিল। পানমাত্র জীবজন্তু সকলই বিনষ্ট হইত, জলস্পর্শ করিতে পারিত না। পরে দ্বাপর যুগে ভগবান্ ব্রজমণ্ডলে মানব-লীলাতে গোপ-গৃহে আসিয়া গোপালরূপে ক্রীড়াসময়ে ঐ কালীয়নাগকে দমন করিয়া হ্রদ পরিত্যাগ করান এবং নাগপত্নীদিগের স্তবে তুষ্ট হইয়া মস্তকে পদচিহ্ন দিয়া গরুড়-ভয়ে নিষ্কৃতি করান। ঐ জল মিষ্ট করা হয়। ঐ ঘাটে স্নানদান-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। অদ্যাবধি কার্ত্তিকী-শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কালীয়-মর্দ্দনের মেলা ঐ স্থানে হয়। তাহাতে বহুমনুষ্যের সমাগম হয়। ঐ কালীদহ মধ্যে এক কালীয় সর্পাকৃতি বহুফণাযুক্ত কাঠের কুণ্ডলাকৃতি সর্প নির্ম্মিত করিয়া ঐ সর্পমূর্ত্তি নৌকাতে রাখিয়া জল মধ্যে ভ্রমণ হয়। পরে অপরাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপধারী এক বালক করিয়া ঐ কদম্বৃক্ষ হইতে ঝম্প দিয়া ঐ নাগের উপর পতিত হয়। তাহাতে এমত ঢোঙ্গ আছে, তাহার ভিতর মনুষ্য থাকিলেও দৃষ্ট হয় না। যেরূপ দ্বাপরলীলাতে কালীয়-দমনের বর্ণনা আছে, যমুনাতে মগ্ন হইলে পর সকল গোপালগণ এবং গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ-অদর্শনে বিমর্ষ হইয়া যমুনাতটে

সকলে রোদনপূর্ব্বক জল নিরীক্ষণ করিতে করিতে কখন কিঞ্চিৎ চূড়ার অগ্রভাগ, কখন চূড়া, কখন মস্তক, কিছু কিছু জলমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর্ষযুক্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ ঐ লীলাতে ব্রজবাসী বাল-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রীপুরুষগণ ঐ স্থানের দুই তটে এবং নৌকারোহণে জলমধ্যে সকলে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কালীয়-মস্তক উপরে দর্শন হয় এবং নাগপত্নী সম্মুখে স্তব করিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বলীলার ভাব উদয় হয়। জলে-স্থলে ব্রজবাসিনী ব্রজবালা ও ব্রজবাসীতে বেষ্টিত থাকে। সকলে হর্ষযুক্ত হইয়া জয়ধ্বনি করে। পরে শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রকাশ হইলে আরতি করিয়া কোলাহল বাদ্য দ্বারায় গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বকালে এক চরকিবাজিতে অগ্নি দেওয়া হয়। তাহা হইলেই জলে স্থলে বৃক্ষমূলে যেখানে যত নানামত তামাসা ইত্যাদি হইতেছিল, সকল মেলা ভঙ্গ হইয়া, আপন আপন গৃহে গমন।

গোপালঘাট—ঐ কালীয়-দমন ঘাটের দক্ষিণ। এই স্থানে যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি বৃদ্ধা বৃদ্ধা গোপিনীসকল শ্রীকৃষ্ণ জলমগ্ন হওয়া শুনিয়া এলোকেশী, ছিন্নবেশা হইয়া 'গোপাল' 'গোপাল' করিয়া রোদন করিয়াছিলেন এবং 'কোথায় গোপাল' বলিয়া ঐ স্থান হইতে যমুনার জল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্যঘাট*—এই ঘাটে যশোদা যৎকালে পহুছিলেন, সূর্য্যদেবকে মানন করিলেন যে, আমার গোপাল জলে মগ্ন হইয়াছে, আমি গোপালকে পাইলে তোমার পূজার নিয়ম করিব। কালীয়-মর্দনান্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইলে পর ঐ ঘাটে আসিয়া সূর্য্যপূজা

* ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করেন এবং সূর্য্যদেব দ্বাদশরাশির দ্বাদশ আদিত্যরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনন্দলালকে ব্রহ্মসনাতনরূপে স্তব করেন।

পক্কন্দনঘাট*—এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়মর্দ্দনান্তর শ্রম-ঘর্ম্ম নিবারণ জন্ত আপন সাঙ্গোপাঙ্গ সমভ্যারে বসিয়া সকলের মনোস্তুষ্টি করেন।

যুগল-ঘাট—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া স্নান করেন এই ঘাটে।

বিহার-ঘাট—এই স্থানে শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠমিলন হইয়া বিহার হয়।

আঁধের ঘাট—এই স্থানে গোচারণ সময়ে রাখালগণ সঙ্গে আঁখি-মুদানি খেলা করিয়াছিলেন।

সিঙ্গার-ঘাট—শ্রীরাধার বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণ আপন হস্তে করেন এই স্থানে বটমূলে। এজন্ত সিঙ্গারঘাট নাম আছে। সিঙ্গারঘাটে নিত্যানন্দ-বংশ গোস্বামীদিগের মহাপ্রভুর সেবা এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি আছে। গোস্বামীমহাশয়েরা ঐ স্থানে সপরিবারে বাস করিয়া আছেন। পূর্ব্বস্থান বটমূলে এক ছোট মন্দির আছে, তাহাতে চিত্রপটে সিঙ্গারের চিত্র আছে।

চীর-ঘাট†—পূর্ব্বে নিকুঞ্জঘাট কহিত। একণে বহুকাল হইল চীরঘাটিয়া ব্রজবাসীরা যাত্রীদিগকে বস্ত্রহরণের কদম্ববৃক্ষ দেখাইবার জন্ত যথার্থ চীরঘাট বহুদূর জন্ত না যাইয়া এই নিকুঞ্জঘাটের কদম্ববৃক্ষে চীর অর্থাৎ বস্ত্রাদি শাখাপত্রে রাখিয়া চীর-

* পক্কন্দন—পৌরাণিক প্রকন্দন। ব্রজ-পরিক্রমা, ২৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
† ব্রজ-পরিক্রমা, ২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ঘাট বলিয়া প্রকাশ করে, তদবধি নিকুঞ্জঘাট গোপন হইয়াছে। এই স্থলে নিকুঞ্জ-বিহার করিয়া বিশ্রাম করিতেন।

ভ্রমরঘাট—এস্থলে ভ্রমরাচারিখেলা অর্থাৎ রাখালদিগের সঙ্গে লাঠিম খেলা হয়।

কেশীঘাট*—এই স্থানে কেশীদানা ঘোটকরূপে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে বধের জন্ত নানা ছলা করাতে কেশীদানা মর্দ্দন হয়। অত্যাবধি ঐ দানাবধের লীলা কার্ত্তিকী-শুক্লাত্রয়োদশীতে এই ঘাটে হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তকালে। কৃত্রিম কাগজের ঘোটক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ হইয়া বধ করিয়া এক চরখিবাজি পোড়াইলে মেলা ভাঙ্গিয়া আপন আপন ঘরে যায়। এস্থলে সতীদেহের কেশ পতিত হয়, কেশ-পীঠ এজন্ত কেশীঘাট কহে। শ্রীকৃষ্ণের লতা-সাধনের স্থান গোপী-পীঠ এই ঘাটের উপর প্রকট হয়। মথুরার চৌবেদিগের বালক-বালিকার অন্নপ্রাশন হইবার পূর্ব্বে ঐ ঘাটে মুণ্ডন এবং অনেক যাত্রীতে কেশীঘাটে কেশমুণ্ডন করে।

রাজঘাট—এই ঘাটে যমুনাতটে শ্রীকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গোষ্ঠ-লীলাতে রাখালরাজা হইয়া যমুনার ঘাটে গোপিনীদিগের নিকট দধিদুগ্ধের দান লইতেন।

কেবার বন। এই স্থান কালীয়দমনান্তর ব্রজভূমের সকল গোপ-গোপী যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জলময় শুনিয়া শোকাকুল হইয়া আসিয়াছিল, ঐ সকলকে লইয়া রাত্রিযোগে অবস্থিত হয়। এ সংবাদ কংসরাজা শুনিয়া দাবাগ্নি দৈত্যকে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ব্রজবালক

কেতকীবন

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গোপ-গোপীশুদ্ধ এক স্থানে আছে। সকলকে বিনাশ করিয়া আইস। দৈত্যরাজ আদেশে আসিয়া আপন প্রভুর বৃদ্ধি করিবার জন্ত বদনবিস্তার করিয়া মায়াগ্নি দ্বারা সকল দগ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত। এইরূপ দাবানলের বিক্রম দেখিয়া সকল গোপ-গোপী, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ভীত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া সকলকে কহিলেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক। অগ্নি-নির্ব্বাণ হইয়া সকল বিপদ খণ্ডন হইবে। এই কথায় সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ ঐ দাবানল ভক্ষণ করিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এক কুণ্ড আপন অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা খনন করিলেন। ঐ কুণ্ডের নাম দাবানলকুণ্ড। ঐ জলে সকল সুশীতল হইল। এক্ষণে এই কুণ্ড-তীরে কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশীতে দাবানলভক্ষণ-লীলার মেলা হয়। ঐ কুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘাটবান্ধা আছে।

অটল-বন—এই বনে গোপ-লীলাতে গোপালদিগের সমভ্যারে শ্রীকৃষ্ণ গেঁদখেলা খেলিতেন। গেঁদ খেলিতে খেলিতে এক দিবস এই গেঁদ কালীয়দহ মধ্যে পতিত হয়। ঐ গেঁদ তুলিবার উপলক্ষে কদম্বৃক্ষ হইতে হ্রদ-মধ্যে ঝাঁপ দিয়া কালীয়দমন হয়। এক্ষণে ঐ বনমধ্যে অটলবিহারী ঠাকুর আছেন। এক দেশোয়ালি-বৈষ্ণবের সেবা। যে স্থলে ঠাকুর আছেন উত্তম মনোরম স্থান।

অটল বন

বিশ্রাম-বাগ—গোষ্ঠলীলাতে গো-চারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

রাধাবাগ—গহ্বরবনের অন্তর্গত। শ্রীরাধা বন-ভ্রমণান্তর আপন সখিগণ সমভ্যারে এই বাগ-মধ্যে বিশ্রাম করিতেন। শ্রীরাধার নিজ বাগ।

গহ্বর-বন—এই বন-মধ্যে গো-চারণ করিতেন। অত্যন্ত নিবিড় বন ছিল। মহারাসে এই বনে অন্তর্ধান হন। এই বনের পশু-পক্ষীগণ অদ্যাবধি রাধা-কৃষ্ণধ্বনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় করিয়া থাকে। কেলিকদম্ববৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম বক্ষঃ-নিম্নে খোদিতের ন্যায় প্রকাশ হয়। অনেক ময়ূর-ময়ূরী সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে সাধুগণের আশ্রম আছে এবং অনেক দেবালয় হইয়াছে। ভোজনের উত্তম স্থান। মনঃস্থির ভাল হয়।

গহ্বর-বন

গো-ঘাট—কেবারবনের নিকট। এই ঘাটে বৃন্দাবনের গো-চারণে গো সকল জলপান করিত। কার্ত্তিকী-শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই স্থানে মেলা হয় অর্থাৎ এই শুক্লাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোষ্ঠলীলার দিবস বৎসগণ লইয়া বলদেব সমভ্যারে শ্রীবৃন্দাবনে গোষ্ঠে গমন করেন।

গো-ঘাট

বংশীবট—এই বট-মূলে (শ্রীকৃষ্ণ) বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজগোপী-দিগের মনোহরণ করিয়া মহারাস করেন। ব্রহ্মরাত্র—ব্রহ্মার একরাত্র রাসক্রীড়া করেন। এই স্থানে এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণ। এই রাসস্থলে স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের গমনাগমন ক্ষমতা ছিল না। এজন্ত মহাদেব আপন রূপ গোপন করিয়া সখিবেশধারণ করিয়া রাসস্থলে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত সখী জানিতে পারিয়া নূতন শুভ্রবর্ণা সখী কাহার যূথের সখী বলিয়া সকল সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার যূথের স্থির না হওয়ার জন্ত, শিবমূর্ত্তি প্রকট করিবার জন্ত যত্ন ধরিলেন। তৎপরে মহাদেব কহিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মানবলীলায় রাসকেলি দর্শনার্থ সখীরূপ-ধারণ। পূর্ব্বে যে স্থলে বংশীবট ছিল, তাহা যমুনাগর্ভ

বংশীবট

হইয়াছে। ঐ বটের শাখা লইয়া ঐ স্থানের সমস্থানে বৃক্ষ হইয়াছিল। তথায় এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে চিত্র দ্বারায় রাসলীলা চিত্র-পট আছে। যুগলপদের চিহ্ন স্থাপিত আছে। এক্ষণে বটবৃক্ষ গত হইয়াছে, নূতন বৃক্ষ ঐ শাখা হইতে স্থাপিত করিয়াছে। বংশীবটের মূল হইতে গোপীনাথের যোগপীঠ অর্থাৎ যে স্থানে গোপীনাথ প্রকট হন, সেই স্থান পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ আছে। পূর্ব্বে এরূপ সাধু সকল ছিলেন যে, ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে গমনাগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লতা-সাধনের স্থল দর্শন করিতেন। এক্ষণে সুড়ঙ্গ,মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। গোপী-নাথের গোসাঞি ঐ সুড়ঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ জন্য চারি পাঁচটি মশাল জ্বালাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, ঘোর অন্ধকারময় ভূমিমধ্যে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত মশালগুলি নির্ব্বাপিত হইল এবং ভয় প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বংশীবটস্থলে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এক থানা আছে। তথায় একজন জমাদার থাকে, দশ বার ঘর লোক বাস করিয়াছে। বংশীবটের রক্ষক একজন ব্রহ্মচারীর চেলা। তাঁহার নিজেদের সেবা আছে।

গোপীশ্বর মহাদেব*—রাসলীলায় গোপীবেশ ধারণ করিয়া আসাতে শ্রীকৃষ্ণ শিবমূর্ত্তি প্রকট করাইয়া বৃন্দাবন মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিলেন যে, "অদ্যাবধি তোমার নাম গোপীশ্বর হইল। যত গোপ-গোপী সকলে তোমার পূজা করিবে। আর যে কেহ বৃন্দাবন-লীলা দর্শনার্থ আসিবে, অগ্রে গোপীশ্বরের পূজা করিয়া দর্শনাদি করিলে, পশ্চাৎ বৃন্দাবনধামের যুগলরূপ দর্শনের অধিকার হইবে।" এক্ষণে বৃন্দাবনধামে যে কেহ আছে এবং আইসে গোপীশ্বরে দুগ্ধ ও

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যমুনার জল বিল্বদল দিয়া অগ্রে পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবালয়ে ভেট করে। এস্থলে পূজারি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণে যোগী।

ধীর-সমীর—এই স্থল যমুনাতটে, বংশীবট নিকটে। এই স্থানে মন্দ মন্দ সমীরণ অর্থাৎ বাতাস সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত, এজন্ত ধীরসমীরণ নাম। মহারাসে ব্রজাঙ্গনার দর্পচূর্ণ-জন্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগের নানাপ্রকার অন্বেষণ, বিলাপ এবং লীলান্তর এই ধীর-সমীরে দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে পর সকলে আপন আপন উড়ানি বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের বসিবার আসন করিয়া দিয়াছিলেন।

ধীর-সমীর

মধু পণ্ডিত ঠাকুর আপন ইষ্টদেব জাহ্নবা ঠাকুরাণীর* প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে অন্তাবধি শ্রীশ্রীগোপীনাথ নিত্যধামে নিত্যলীলা করেন। সেইরূপ বংশী-ধ্বনি এবং

* জাহ্নবা-ঠাকুরাণী—নিত্যানন্দের পত্নী। ইনি সূর্য্যদাসের কন্তা। সূর্য্যদাসের মৃত কন্তা বসুধাকে নিত্যানন্দ অলৌকিক প্রভাব দ্বারা পুনর্জীবিত করিলে, তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ হয় এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ জাহ্নবাদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন।

"বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক-ছলে জাহ্নবারে আত্মসাৎ কৈলা॥"
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

জয়ানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গলে লিখিত আছে,—জাহ্নবীদেবীর পুত্র রামচন্দ্র।

"বসু-গর্ভে প্রকাশ গোঁসাই বীরচন্দ্র।
জাহ্নবীনন্দন রামচন্দ্র মহাশয়॥"

খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীগণ এই রামচন্দ্র বা রামাই প্রভুর সন্তান।

গোপী-সঙ্গে বিহার প্রতিদিবস হয়। কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দেখিতে পায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম আসিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কোথাও নিত্যলীলা দর্শন করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার গুরুর নিকটে যাইয়া কহিলেন, আমি বহু পর্য্যটন করিয়া আসিলাম, কোনক্রমে দর্শন পাইলাম না। তাহাতে গুরুদেব কহিলেন, অবশ্য দর্শন পাইবে। একথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আসিয়া গুরুবাক্য ঐক্য-জন্য দৃঢ়সাধনে মনঃস্থির করিয়া বহুদিন ছিলেন। তাহাতেও দর্শন না পাওয়ায় প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া এই ধীর-সমীরের ঘাটে বসাতে দ্বিরাত্র গত হইলে পর, যে দিবস নিতান্ত প্রাণ-পরিত্যাগ জন্য যমুনার আকড়িতে বসিলেন, সেই দিবস ভগবান্ রূপান্তরে সাক্ষাৎ দিয়া কহিলেন, "আর প্রাণত্যাগ করিও না, দর্শন পাইবে।" তাহাতেও না উঠাতে নিশিযোগে বংশী-ধ্বনি করিয়া আদেশ করিলেন, "আমি কেশীঘাটের উপরে প্রকট হইব।" এই অনুমতি করিয়া গোপীনাথরূপে যোগপীঠে প্রকট হইলেন।

পুলিন—যমুনার তট। পুলিন মধ্যে গোচারণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া যমুনা-পুলিনে বিশ্রাম করিতেন। ঐ স্থানে এক্ষণে অনেক দেবালয় হইয়াছে। রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা এবং সাজিতে বন-লীলা হয়।

জ্ঞানগুদড়ি—পুলিন-মধ্যস্থান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের জ্ঞানশিক্ষা মহারাসে দেন।

নিধুবন*—এই বনে শ্রীরাধাকে রাজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোটাল-

* ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বেশ ধারণ করিয়া কর লইয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণে গুল্মলতা হইয়া এই বনে স্থিতি করেন। সকলই কল্পবৃক্ষ। এই স্থান হইতে বঙ্কবিহারী ঠাকুর প্রকট হন। বনমধ্যে হরিদাসের* গদি আছে। এক্ষণে অনেক কুঞ্জ হইয়াছে।

নিকুঞ্জবন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-বিহারস্থান—নিত্য-রাস-স্থলী বাসকসজ্জার স্থান। পূর্ণমাসীর নিকট বন। এই বনে অনেক তমালবৃক্ষ এবং বহুবিধ বৃক্ষ-লতাতে সুশোভিত আছে। বনমধ্যে এক মন্দির আছে। তাহাতে চিত্রপটে যুগলমূর্ত্তি লিখিত আছে। ঐ স্থানে প্রতিরাত্রে পুষ্প-শয্যা করিয়া রাখিতে হয়। অদ্যাবধি কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু কোনক্রমে বনমধ্যে থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তাহার প্রতি আঘাত হয়। পূর্ব্বকালে শ্যামানন্দ গোস্বামী† ঐ বনে ঝাড়ু দিতেন। দৈবাৎ এক দিবস শ্রীমতী জিউর নূপুর বনমধ্যে পাইয়াছিলেন। এজন্য শ্রীমতী শ্যামানন্দের কপালদেশে নূপুরচিহ্ন দিলেন। তজ্জন্য শ্যামানন্দ-পরিবারের নূপুরাকৃতি তিলক অদ্যাবধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়।

* হরিদাস—বৈষ্ণবগ্রন্থে বহুস্থলে বহু হরিদাসের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের প্রবর্ত্তক হরিদাস—হরিদাস স্বামী নামে বিখ্যাত। ইহার দুই ভ্রাতার বংশধরগণ বৃন্দাবনে বিহারীজির নামে উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ মন্দিরের রক্ষক ও সেবাইত। ভক্তসিন্ধুতে লিখিত আছে,—ইঁহার পিতার নাম আশধীর। ১৪৪১ সম্বতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ইঁহার জন্ম হয়।

† শ্যামানন্দ গোস্বামী—ইনি গোপসন্তান। শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যায় যে প্রেম-ভক্তির অমোঘ বীজ বপন করিয়াছিলেন, শ্যামানন্দের যত্নে সেই বীজ মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহার প্রেম-ভক্তির প্রভাবে রাজা মহারাজগণ পর্য্যন্ত ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতেন।

মন্দিরমধ্যে পুষ্প-শয্যা করিয়া ঐ ঘর দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া চাবি আপনার নিকট রাখিয়া প্রাতে ঘর খুলিয়া দেখিলে ঐ পুষ্প-শয্যা মলিন হইয়া শয়নের চিহ্ন বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। ঐ বনে ললিতাকুণ্ড আছে, অষ্ট সখীর কুঞ্জ আছে। অতি চমৎকার সুরক্ষিত মনোরম স্থান।

লোটনবন—নিকুঞ্জবনের সম্মুখবর্ত্তী, এই বনে গোষ্ঠলীলাতে বেলা দুই প্রহর সময়ে বনের সুশীতল ছায়াতে লুটিতেন অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ গোপালগণ লইয়া গড়াগড়ি দিতেন।

বনখণ্ডেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবনের আদি মহাদেব। কেশপীঠের ভৈরব, পুরাণ সহরে স্থিতি।

চারি বট

বংশীবট শ্রীবৃন্দাবনে। রাসস্থলী অক্ষয়বট রামঘাটের* নিকট। ভাণ্ডীরবট† এই স্থানে শ্রীদাম-গোপালের শ্রীদামের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এ স্থলে এক কূপ আছে। ঐ কূপের জলে সকল দেবতার আবির্ভাব আছে। অতি সুমিষ্ট-জল। ঐ কূপে স্নান-পান করিতে হয়। সকল তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। ভাণ্ডীরবন গোষ্ঠলীলাতে গোপালগণের দৌড়াদৌড়ির খেলার প্রতিজ্ঞা হইত। যে ব্যক্তি খেলাতে হারিবে, বংশীবট হইতে ভাণ্ডীরবট পর্য্যন্ত জয়ী ব্যক্তিকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, এইরূপ খেলা হইত। এই বন শ্রীদামের বিহার

ভাণ্ডীর

* ব্রজ-পরিক্রমা, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
† ব্রজ-পরিক্রমা, ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্থান। এক্ষণে শ্রীঅভিরাম*—কৃষ্ণনগরের পাট। শ্রীশ্রীগোপী-নাথের সেবা, বস্ত্রহরণলীলা মেড় মধ্যে। কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ, মূলে গোপীগণ গোবৎসগণ, নিম্নে যমুনা। এইরূপে গোপীনাথের প্রতিমূর্ত্তি ঐ পাটে আছে। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীনাথজিউর বাটীর দক্ষিণে অভিরামের প্রতিমূর্ত্তি আছে। করোড়ির গোস্বামীদিগের সেবা। এই স্থলে যে মালিনীর মূর্ত্তি আছে বিভূজা। এই ভাণ্ডীরবট অভিরাম গোপালের কিন্তু অভিরামের গদিয়ান গোস্বামীরা মনোযোগী না হওয়াতে শ্রীদামগোপালের সেবা যে ব্যক্তি করিতেছে, সেই ব্যক্তি দখল করিতেছে।

জাবট।—নন্দগ্রামের উত্তর দুই ক্রোশ। এস্থলে আয়ান ঘোষের বাটী। যথায় ঐ বাটী ছিল, তাহার উপরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা আছে। জাবট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোধন লইয়া গোচারণে যাইতেন। শ্রীমতী অট্টালিকার উপর থাকিতেন। উভয় চক্ষু মিলন হইয়া সঙ্কেত হইত। এজন্য ঐ বটের নাম সঙ্কেতবট। ঐ বটের মূলে শ্রীকৃষ্ণ গোঠের বেশে ত্রিভঙ্গভঙ্গীর ঠামে দাঁড়াইতেন। অদ্যাবধি বৃক্ষে হেলনের পিঠের এবং চূড়ার চিহ্ন আছে। শ্রীরাধা যে স্থলে মান করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই বন ঐ বনমধ্যে। অতি নির্জ্জন মনোহর স্থান।

* অভিরাম ঠাকুর—গৌরলীলায় শ্রীদামের অবতার বলিয়া সম্মানিত, খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার পাট বিদ্যমান।

† ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ব্রজভূমে চারিদেব

বলদেব, হরদেব, কেশবদেব, গোবিন্দদেব

বলদেব—গোকুলের পূর্ব্ব তিন ক্রোশ। এই স্থানে বলদেবের বজ্রস্থাপিত মূর্ত্তি আছে। বলদেবকুণ্ড আছে। চতুষ্পার্শ্বে সান-বান্ধা ঘাট। পূজারিদিগের বাস, বাজার আছে। থাকিবার স্থান ধর্ম্ম-শালার ন্যায়। বলদেবজির বাটী আছে। মাখন, মিছরি, ভোগে বড় সন্তোষ। সত্যযুগের রেবতীঠাকুরাণী সম্মুখে আছেন। পূজারি ব্রজবাসীদিগের ধনাকাঙ্ক্ষা অতিশয়।

হরদেব—গোবর্দ্ধনে ছিলেন। তথা হইতে রাজধানীতে লইয়া গিয়াছে। ঐ স্থান বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্ব ১০০ এক শত ক্রোশ। যৎকালে বাদসাহের দৌরাত্ম্যে গোবিন্দ-গোপীনাথ জয়পুর গমন করেন, তৎকালে হরদেব ঠাকুরেরও রাজধানীতে গমন।

কেশবদেব*—মথুরায় আছেন।

* এই কেশবদেবের নামানুসারে মথুরায় কেশবপুর বা কেশোপুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণপুর বা কেশবপুর স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতেও কেশবপুরের খ্যাতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মথুরা-প্রসঙ্গে ৭৮-৮০ পৃষ্ঠায় যে সকল তীর্থ ও দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কএকটি দেব ও তীর্থ উল্লেখযোগ্য বলিয়া সংক্ষিপ্ত-বিবরণ প্রদত্ত হইল—

গোকর্ণেশ—সরস্বতী সঙ্গমের সেতুর নিকটবর্ত্তী কৈলাসপর্ব্বতে গোকর্ণের তীর্থ এবং ঐ সেতুর নিম্নদেশে গার্গী ও শাকী তীর্থ। প্রবাদ, গোকর্ণ অষ্ট নীলকণ্ঠের মধ্যে একজন। ইনি মহাদেবের অবতার এবং তাঁহার গার্গী ও শাকী নাম্নী পত্নীদ্বয় দেবীর অংশাবতার মাত্র।

গোবিন্দদেব—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র তিন মূর্তি নির্মাণ করেন। গোপীনাথ গঠন করিয়া তাঁহার মাতাকে দেখাইলেন যে, পিতামহের স্বরূপ হইয়াছে কি না? তিনি দেখিয়া কহিলেন, "বক্ষঃস্থল হইয়াছে।" পরে মদনমোহন গড়িয়া দেখাইতে "পদ হইয়াছে" কহিলেন। পরে গোবিন্দদেবের মূর্তিনির্মাণ করিয়া দেখাইতে গোবিন্দদেবকে দর্শন

ভূতেশ্বর—দেবদেবী-দর্শন-মানসে দক্ষিণকোটিতে আগমনপূর্ব্বক স্নান, পিতৃতর্পণ ও দেবনমস্কার করিয়া ইক্ষুবাসাদেবী প্রভৃতি দর্শনান্তর ক্ষেত্রপাল দর্শনান্তে ভূতেশ্বর শিব (জানানপুর সন্নিকটস্থ কঙ্কালী বা জৈনটিলার অদূরস্থ কাটরার নিকটে ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির) দর্শন করিতে হয়। এই শিব দর্শন না করিলে মথুরা-পরিক্রম সফল হয় না। সেখানে কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ, বানরহর ও কুক্কুট-ক্রীড়ন নামক কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি আছে, এই সকল দর্শন করিলে অপর কোন পাপ থাকে না। এখানে কৃষ্ণ-পূজিত স্বর্ণবিভূষিত কয়েকটি সমুচ্চ স্তম্ভ আছে। প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এই স্তম্ভের পূজা করিলে সকল পাপ দূর হয়। এখান হইতে মুক্তিপ্রদ নারায়ণ স্থানে যাইতে হয়। বসুদেব দেবকীর গর্ভরক্ষার কারণ এস্থলে একান্তে শয়ন করিয়া থাকিতেন। এই স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাক্রমে বিঘ্নবিনায়ক এবং কৃষ্ণপালিতা কুব্জিকা ও বামনা নাম্নী ব্রাহ্মণী দর্শন করিয়া গর্ত্তেশ্বর শিব, মহাবিদ্যেশ্বরীদেবী ও প্রভামায়ী দর্শন করিবে। উক্ত শিব দর্শন করিলে তীর্থযাত্রা-ফল সিদ্ধ হইবে। এখানে কৃষ্ণ-বলরাম গোপগণের সহিত কংসবধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেজন্য এস্থান সঙ্কেতক নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে সঙ্কেতকেশ্বরী ও স্বচ্ছ-সলিল সঙ্কেতকুণ্ড আছে। তৎপর সর্বপাপহর গোকর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। পরে সরস্বতী নদী দেখিয়া বিঘ্নরাজ গণেশ ও গঙ্গা দর্শনান্তর রুদ্র-মহালয় ও ক্ষেত্রপ দেখিয়া উত্তরকোটি অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়।

গার্গ্যতীর্থ—উত্তরকোটি অভিমুখে যাত্রা করিয়া যমুনার জলে মহাতীর্থে গিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিতে হয়। তৎপরে গার্গ্যতীর্থ, অক্রেশ্বর, মহাতীর্থ ও সোমতীর্থে স্নান করিয়া সোমেশ্বর দেখিতে হয়। (বরাহপু° মথুরামা°)

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানিয়া মস্তকে কাপড় দিয়া লজ্জিতা হইলেন। তখন বজ্র জানিলেন যে, পিতামহের এইরূপ রূপ ছিল। যে তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত করিয়া সেবাদি করিতেন। পরে যুগভ্রষ্ট হইলে পর, দ্বাপরের সকল লীলা সম্বরণ করিলে পর, কলির প্রথম সময়ের ব্যক্তিগণ গতায়ু হইলে শ্রীবৃন্দাবন বনভূমিতে পরিণত হইয়া সমস্ত লীলাস্থানের চিহ্ন অদৃশ্য হয়। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি মূর্ত্তিসকল মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া রহিলেন, কেহ কিছু জানিতে পারিত না। কেবল মথুরানগরে চৌবেদিগের বসতি ছিল। বৃন্দাবনের বন মধ্যে ময়ূর এবং বানরগণ বাস করিত, আর কিছুই ছিল না। যৎকালে শ্রীরূপগোস্বামী* ভজনার্থে বনবাসী হন, এই বৃন্দাবন নিবিড় বন বিবেচনা করিয়া বসিয়া সাধন করেন। ঐ স্থানে রামপুরা হইতে এক ব্রজবাসীর একটি গাভী প্রতি দিবস আসিয়া ঐ বনমধ্যে মৃত্তিকার ভিতর হইতে গোবিন্দদেব উঠিলে তাঁহাকে দুগ্ধ দিত, একথা কেহ জানিত না। ব্রজবাসী আপন গাভী-দোহনকালে দুগ্ধ পায় না। এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইলে ব্রজবাসী বিবেচনা করিল যে, গাভী বনে চরিতে যায়, তথায় কিরূপে দুগ্ধ অপহৃত হয়, তাহার তদন্ত করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া যৎকালে গাভী বনমধ্যে প্রবেশ করিল, ব্রজবাসীও গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনের বনমধ্যে তমালবৃক্ষের তলে ঐ গাভী শয়ন করিল। কিছুকাল পরে গাভী পুনরায় উঠাতে ব্রজবাসী দেখিল, যে গাভী দুগ্ধভারে ভারাবিত স্তন ছিল, সে সকল শুষ্ক হইয়া ক্ষীরস্রাব হইয়েছে।

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিয়া ঐ তমালতলে আসিয়া দেখিল যে, এক সুড়ঙ্গ আছে। উহা দেখিয়া ঐ দিবস গাভী লইয়া বাটী গমন করিল। পরদিবস আসিয়া ঐ সুড়ঙ্গ খনন করাতে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি বাহির হইল। উত্তম দেবমূর্ত্তি দেখিয়া ঐ তমালবৃক্ষের মূলে বসাইয়া সামান্যমত পূজাদি কেহ কখন করিত। এইরূপ কিছুদিন বৃক্ষমূলে থাকিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বপ্নাবেশে কহিলেন, "তুমি তপস্যাজন্য আসিয়াছ। আমাকে ব্রজবাসীরা যোগ-পীঠ হইতে প্রকট করিয়া তমালমূলে স্থাপিত করিয়াছে। তুমি ব্রজবাসীদিগের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া সেবা কর—সিদ্ধি হইবে।" এইরূপ স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইয়া পরদিবস ব্রজবাসীর নিকট গোবিন্দদেবকে যাচ্ঞা করিতে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ৺গোবিন্দদেবের সেবাতে নিযুক্ত হইলে পরে ক্রমে সনাতন গোস্বামী* ভজনার্থে আসিয়া মদনমোহনকে মথুরার চৌবেদিগের বাটী হইতে মানবদেহে আনয়ন করেন। বহু-দিবস পরে মধু পণ্ডিত গোস্বামী গোপীনাথের প্রকট† করেন। পরে ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভু বৃন্দাবন পরিক্রম করিয়া যাইলে পর সাম্প্রদায় ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মোহন্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ভক্তিরত্নাকরের ২য় তরঙ্গে লিখিত আছে,—

"বংশীবট নিকটে পরম রম্যস্থান।
তথা গোপীনাথ মহারাজ বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন দয়া করি।
শ্রীমধু পণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥"

আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর* ভজন-স্থানে সকল গোস্বামীর বৈঠক হইয়া শাস্ত্রালাপ এবং ভক্তি-শাস্ত্র বিচার হইয়া ঐ স্থানে গৃহারম্ভাদি হইল। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে মানসিংহ† রাজাজ্ঞাতে বাঙ্গালাদেশ জয় করণাভিলাষে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া এদেশে তিনবার আগমন করেন। কিন্তু জয়লাভে কৃতকার্য্য হয়েন না। পরে শ্রীগোবিন্দ-দেবকে দর্শন করিয়া মনন করিলেন, যদি বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া আসিতে পারি, তবে মন্দির তৈয়ার করিয়া দিব। এই মনন করিয়া বাঙ্গালা-প্রদেশ জয় করিয়া আসিয়া শ্রী৺গোবিন্দ-দেবজিউর মন্দির উত্তমরূপ নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ ও উচ্চ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রস্তরের মন্দিরে তাহমত খোদিত কর্ম্ম ছিল, নাটমন্দির অতি উত্তম নির্ম্মিত ছিল। এতাদৃশ খোদিত-কর্ম্মযুক্ত নাটমন্দির কোথাও ছিল না। ইহার বর্ণনা কিছু করিতে পারি না। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ন্যায় ঐ মন্দির কোথাও ছিল না। ঐ মন্দিরে বহুকাল গোবিন্দদেব ছিলেন। পরে দিল্লীর বাদসাহ এক দিবস আপন প্রাসাদের উপর হইতে ঐ মন্দিরের উপর যে আলো ছিল, তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল। পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ আলো এত উচ্চ কোথা হইতে দেখা যায়?" তাঁহারা কহিলেন "বৃন্দাবনের দেবমন্দিরের আলো।" তৎক্ষণাৎ মন্দির ভাঙ্গিবার অনুমতি

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† মানসিংহ—গোবিন্দজীর মন্দিরে একখানি খোদিত শিলা-ফলক আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, আকবর শাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে শ্রীকল্প-সমাহেদের তত্ত্বাবধানে আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহারাজাধিরাজ মানসিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

হইল। তথায় যে সমস্ত হিন্দু লোক ছিল তাহারা সংবাদ পাইবা-মাত্র বৃন্দাবনে সংবাদ করিল। ঐ সংবাদে দেবমূর্ত্তি সকল স্থানান্তরিত করিল। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন জয়পুরে রাজা সওয়ায় জয়সিংহ* লইয়া গেলেন। গোবিন্দ গোপীনাথ জয়পুরে রহিলেন। মদনমোহন করোড়িরা† রাজাকে দিলেন। আর আর অনেক দেবমূর্ত্তি তৎকালে জয়পুরে যান। এখানে বাদসাহের হুকুমে মন্দিরের চূড়া সকল, তিন মন্দির ভগ্ন করিলে পর, ম্লেচ্ছদিগের প্রতাপের কিছু

* জয়সিংহ—(সবাই) জয়পুরের বিখ্যাত অধিপতি এবং ভারতের একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি অম্বররাজ মীর্জা জয়সিংহের পৌত্র এবং বিষ্ণু-সিংহের পুত্র। জয়সিংহ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৭৫৫ সংবতে (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ জয়সিংহ মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহ কর্তৃক "সবাই" অর্থাৎ অপর সর্ব্ব রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত হন। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহার দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসীধামে বহু অর্থব্যয়ে বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণোপযোগী জ্যোতিষিক-যন্ত্র সকল স্থাপন করেন। পঞ্জিকা-সংস্কার তাঁহার অন্য একটী কীর্ত্তি।

আরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে বৃন্দাবনের মদনমোহন বিগ্রহ জয়সিংহ কর্তৃক জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দির আছে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সবাই জয়সিংহ পরলোক গমন করেন।

† করোড়ির রাজা—করৌলির রাজা হইবে। জয়পুরাধিপতি সবাই জয়সিংহ তাঁহার শালক করৌলিরাজ গোপালসিংহকে মদনমোহনের বিগ্রহ প্রদান করেন। রাজা গোপালসিংহ নিজ রাজধানীতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহনের জন্য সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ধর্ব্ব হইলে পুনর্ব্বার গোস্বামীরা শ্রীবৃন্দাবনধামে আপন আপন গদিতে পুরাণ মন্দির ত্যাগ করিয়া এক এক ঘর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিন দেবস্বরূপ তিনমূর্ত্তি তিন স্থানে প্রকাশ করেন। গোস্বামীদিগের আসন, গদি, বস্ত্রযুক্ত তিন বিগ্রহের নিকট জয়পুর-করৌড়িতে রহিল। পরে বহুদিন গতে সন ১২(?) সালে বড়ু নিবাসী দেওয়ান নন্দকুমার বসু‡ তিন স্থানে তিন দালান করিয়া দেওয়াতে তাহাতে বিরাজমান আছেন। গোবিন্দদেবের পুরাণমন্দিরের দক্ষিণে যোগপীঠ। ঐ

গোবিন্দদেবের বর্ত্তমান মন্দির

‡ দেওয়ান নন্দকুমার বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত বড়ু গ্রাম নিবাসী রামচরণ বসুর পুত্র। রামচরণ বসু কাসিমবাজারের কান্তবাবুর জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। নন্দকুমারও প্রথমে বওলঘাটে কোম্পানীর আড়ঙের গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে কাসিমবাজারের রেশম কুঠির দেওয়ানী পাইয়াছিলেন। টমাস-ডাউন যখন পাটনার অধ্যক্ষ (Commercial Resident), তিনি নন্দকুমারকে আনাইয়া আপনার দেওয়ান করিয়াছিলেন। এখানে নন্দকুমারের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় রেশমকাটা কুঠির আয় ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার হইয়াছিল। তজ্জন্য ডাউন সাহেবের অনুরোধে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট তাঁহাকে ৫০০০্ টাকা পারিতোষিক করিয়াছিলেন "as a public mark of the approbation of the Government of his conduct"। পরে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার গবর্মেণ্ট কাস্টমহাউসের দেওয়ানী-পদ দিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে বৃন্দাবনে মদনমোহন, গোবিন্দজী ও গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন নিজ জন্মস্থান বড়ু গ্রামে ইহঁদের গ্রামদেবতার জন্য একটি অতি সুন্দর প্রস্তর-মন্দির ও তাঁহার সেবাসেবার জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া যান। বৃন্দাবনে তিনি পরম সুন্দর পঞ্চবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথায় সন ১২৪১ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তাঁহার বংশধরগণ বড়ু ও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

মন্দিরের মধ্যে এক্ষণে গিরিধারী বিস্তমান। তাই চৈতন্য ও জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা তিন মূর্ত্তি। এই সকল দেবসেবা একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ করিতেছে। গোবিন্দদেব শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান দেব। বাঙ্গালীব্রাহ্মণ বৈষ্ণবসেবার টহলে আছে। বাঙ্গালী যাত্রী দ্বারায় যে টাকা ভেট হয়, তাহাতে দেবালয়ের উত্তমরূপে খরচাদি হয়। অগ্রে গোবিন্দদেবের ভেট না হইলে গোপীনাথ কি মদনমোহনের মন্দিরে ভেট হইতে পারে না। সাত দেবালয়ে আপন আপন জায়গায় বেওয়ারিশ ব্যক্তি মরিলে তাহাদের কৌতি মালপত্রাদি পাওয়া যায়। যদি বেওয়ারিশ ব্যক্তির বৃন্দাবনযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, তবে তাহার সকল বিষয় গোবিন্দজির ভাণ্ডারের দাখিল হইবে। কিন্তু দেবালয়ের প্রথানুসারে ঐ ব্যক্তির যেমত বিষয় ভাণ্ডারে দাখিল হয়, তাহার কিয়দংশমহোৎসব ইত্যাদিতে খরচ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া দেয়। এই সকল দেবালয়ের যে সব দেবোত্তর স্থান ও বাটী আছে, তাহাতে বাস করিলে ভেট-নামা হয়। যত টাকা দেবালয়ওয়ালা লয়, তাহা ইচ্ছায় উঠিয়া গেলে ফেরত দেয় না। যদি উঠাইয়া দেয় তবে দেয়। পারস* বন্ধন যে কেহ করে, ১৫০ টাকার কম হয় না। যতদিন থাকিবে খাইতে পায়, লোকান্তর হইলে ঐ টাকা দেব-ভাণ্ডারে দাখিল হইবে। দেবালয়ে একজন কামদার, এক ফৌজদার, এক ছড়িদার, একজন কি দুই জন ভাণ্ডারী, একজন সরকার, এতদ্ভিন্ন পূজারি, রসুয়ে, দ্বারসেবক ইত্যাদি অন্ত অন্ত টহলিয়া আছে। যাত্রীদিগের ভেট এবং বেওয়ারিশ কৌতিমালের ওদারক ফৌজদার ছড়িদারের কর্ম্ম। তহবিল আমদানী

* ৯৮ পৃঃ পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

এবং গহনা পোষাক এল্‌বাস ইত্যাদি ভোগের দ্রব্য ও প্রসাদ দেওয়া সকল ভাণ্ডারীর জিম্মা। হুকুম কামদারের—লিখিত পড়িত সরকারের। এই মত সেবালয়ের বন্দোবস্ত কর্ম্ম সকল আছে।

পুরাণ মন্দিরের দক্ষিণ গোবিন্দজির যোগপীঠ। এই স্থানে এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, ঐ দ্বারে চাবি দেওয়া থাকে। পুরাতন মন্দিরে যে ব্রাহ্মণ সেবাইত আছে, তাহার জিম্মায় চাবি থাকে। যোগপীঠ দর্শনার্থে গমন করিলে প্রতি মনুষ্য এক পয়সার কম নহে, ব্যক্তিবিশেষে বিবেচনা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, নচেৎ দর্শন হয় না। ঐ যোগপীঠ প্রায় চারি হস্ত মৃত্তিকার নীচে। পদচিহ্ন আছে এইমাত্র।

যোগপীঠ

যাত্রীদিগের ভেট, যাহা গোবিন্দদেবজির নিকট হইবে, তদ্রূপ গোপীনাথ, মদনমোহনজিউর ভেট। ব্রজবাসী, কুণ্ডবাসী এবং গুরু স্থানে ঐ ভেটের সমান ভেট। আর যে গোস্বামীদিগের সিদ্ধসেবা চারি স্থানে আছে—গোপালভট্টের সেবা ৺রাধারমণ, শ্রীজীব-গোস্বামীর সেবা ৺রাধা-দামোদর, শ্যামানন্দ গোস্বামীর সেবা ৺শ্যামসুন্দর, লোকনাথ গোস্বামীর* সেবা ৺গোকুলানন্দ। দাসগোস্বামীর† সেবা গিরিধারী এবং যাহাতে বৃন্দা দূতীর চিহ্ন আছে, এই দুই সেবা এক মন্দিরে। সাত সেবালয়ের মধ্যে এই চারি। ইহাতে যাহার যাহা ইচ্ছা হয়

ভেট

* লোকনাথ গোস্বামী—ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

† দাস গোস্বামী—রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'দাস গোস্বামী' নামে সুবিখ্যাত। ইনি কায়স্থ-সন্তান হইলেও ছয় গোস্বামীর অন্যতম।

তাহা দেওয়া। এ সকল দেবালয়ে দর্শনের নিবারণ নাই। গুরুভেট অর্থাৎ গোস্বামী সম্প্রদায়ের যে যে পরিবার তাহার সেই গুরুকুণ্ডে ভেট হয়। সকল পরিবারের গোস্বামী-সম্প্রদায় ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য যাহারা, তাহাদিগের গুরুভেট পূর্ণমাসীর মন্দিরে। গোপেশ্বরের পূজা-ভেট ইচ্ছাধীন। সকল উপাসকের পূর্ণমাসীর পূজাদি তদ্রূপ। পূর্ণমাসীর মন্দির নিকুঞ্জবনের নিকট। তাহার যে বাড়ী তাহাতে এক বৈষ্ণব আছে, ভেট-পূজাধারায় সেবাদি চলিতেছে।

যাত্রীগণ আসিয়া যমুনাপূজাতে ষোড়শোপচারে পূজা এবং অলঙ্কারাদি যাহার যে শক্তিমতে দিবেক, কিম্বা পঞ্চোপচারে পূজা যাহা করিবে, যাহার যে ব্রজবাসী পুরোহিতস্বরূপ হইবেন, তিনি তাহা পাইবেন এবং ঐ ব্রজবাসীর পা-পূজা করিতে হইবে। সর্ব্বত্র দর্শনাদি ব্রজবাসী করাইবেন।

বৃন্দাদেবীর পূজা-ভোগে যাহা যাত্রীগণ দিবে, তাহা কুঞ্জবাসী পাইবে। যে কেহ বাটী ভাড়া করিয়া থাকিবে, তাহার উপর ভেট কি বৃন্দাদেবীর পূজার কিছু এলাকা নাই।

দেবালয়ে দুই টাকার কম যে ব্যক্তি ভেট করে, সে ব্যক্তি শিরোপা বস্ত্র দেবালয়ে পায় না। দুই টাকা ভেট দিলে লালরঙ্গের উপেন্না অর্থাৎ চারি হাত কাচাবস্ত্র, তিন টাকা দিলে হরিদ্রারঙ্গের ঐ বস্ত্র, কিছু বিশেষ চারি টাকার উপর ভেট করিলে মলমলের গোটা দেওয়া পাঁচ হাতি চাদর, অধিক ভেট দিলে কিছু বিশেষ বিবেচনা প্রসাদে এবং শিরোপাতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের দেবালয়ের ভেট না হইলে দর্শনের ব্যাঘাত করে কেবল বাঙ্গালিযাত্রীর প্রতি। নচেৎ অন্যদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি আপত্তি নাই। তাহারা ইচ্ছাধীন যাহা দেয়, তাহাই লইতে হয়।

তাহাদিগের দান অধিক এ পক্ষে নাই। দু'আনা, চারি আনা অধিকন্তু রাজারাজড়া হইলে এক টাকা, সামান্য ব্যক্তিগণ চারি পাঁচ জনায় এক পয়সা, কি কিছু ফল, কি ফুল ইহা ভিন্ন নয়। তবে যদি কাহার প্রেম জন্মে, আপন ইচ্ছাতে অনেক দেয়।

ব্রজবাসীদিগের প্রেম অতিশয়, কৃষ্ণ বলদেব, রাধারাণী—রাজরাণী, আর 'যমুনা মাই কি জয়' ইহাই জানে। 'দেও পয়সা' একথা বাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজিউ—

সনাতন গোস্বামী যৎকালে শ্রীবৃন্দাবনে পঞ্চন্দনঘাটের উপর টীলাতে ভজন করিতেন, মথুরায় চৌবেদিগের ঘর হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আহারাদি করিতেন। ওখানে মথুরাতে মদনমোহন মানবদেহ ধারণ করিয়া ঐ চৌবেদিগের বালকের সমভ্যারে মদনা নামক বালক হইয়া খেলা করা এবং দৌরাত্ম্য করিয়া সকল বালকের রুটী ক্ষীর সর বলপূর্বক লইয়া আহার করা এবং সকলের বাটীতে দৌরাত্ম্য করা, কাহার গাভীর বৎস ছাড়িয়া দিয়া দুগ্ধ বৎসকে পান করান, কাহারও গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করা, এইমত সকলকে বিরক্ত করাতে সকলে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া যৎকালে ঐ সনাতন গোস্বামী ভিক্ষার্থ গিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া কহিল, বাবাজি, এই মদনাকে লইয়া যাও। তৎকালে গোস্বামী দেখিলেন যে, এ বালক সামান্য নহে। স্বয়ং ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়া মথুপুরে আছেন। এই বিবেচনা করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, দ্বিভুজ মুরলীধারী কপটবেশে আছেন। চৌবেদিগের

মদনমোহন

কথাক্রমে লইয়া আসিবার স্বীকার করিয়া বালকের হস্ত ধরিবা-মাত্র অন্তর্ধান হইলেন। সনাতন গোস্বামী অনাহারে সেই স্থানে রহিলেন। পরে গোস্বামীকে দৈববাণী হইল যে, আমার মূর্ত্তি এই মৃত্তিকার ভিতর আছে, তুমি উঠাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাখিয়া সেবাদি কর। ঐ মদনমোহনের যোগপীঠ মথুরাতে। গোস্বামী আনিয়া যমুনার তীরে পদ্মনন্দনঘাটের উপর টীলাতে পত্রের কুটীর করিয়া তন্মধ্যে স্থাপিত করেন। অলবণ শাক আর চুটকি ভিক্ষার আটার রান্না কড়ি করিয়া ভোগ দিতেন। তাহাতে এক দিন কহিয়াছিলেন যে, সনাতন, আমি অলবণ খাইতে পারি না, শাকে কিছু লবণ দিও। তাহাতে গোস্বামী কহিলেন, তুমি রাজপুত্র বলিতে পার। আজ লবণ চাহিলে, কালি ক্ষীর সর চাহিবে, আমি ফকির মানুষ কোথায় পাইব? তোমার ইচ্ছা হয় এই অলবণ শাক আহার কর, নচেৎ আমা হইতে আর কিছু হইবে না। এই কথা কহিতে সনাতনের প্রেমে বদ্ধ হইয়া অলবণ শাক ভোজন স্বীকার করিতে হইল। পরে গোস্বামী কহিলেন, যদি ভাল ভোজনের ইচ্ছা হয়, আপন সেবক করিয়া আন।

লীলাস্থান-প্রকাশ

গোস্বামী সর্ব্বদা ভজনে মগ্ন এবং শ্রীবৃন্দাবনের সকল লীলা-স্থান নিবিড় বন হইয়া চিহ্ন না থাকায় জন্য তাহার উদ্ধার এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণন, গৌর-লীলার গ্রন্থাদি করণ, এইরূপে বৈষ্ণবগণ লইয়া সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র আলাপ করেন। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে পর এক সময় ... ... দেশের এক মহাজনের বাণিজ্যের দ্রব্যাগমেত জাহাজ যমুনা-মধ্যে এমন বিপাকে পড়িল যে, কোনক্রমে রক্ষা পাইবার হেতু ছিল না। মহাজন অতিশয়

বিব্রত হইয়া সকল লোককে কহিতে লাগিল যে, ভাই, আমার এই জাহাজ রক্ষা পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা? ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ কেহ কহিল, ঐ যে টীলার উপরে এক বৃদ্ধ বাবাজি আছেন, বড় ভজনানন্দ এবং বাক্‌সিদ্ধ। যদি তেঁহ তোমাকে কৃপা করেন, তবে তুমি এ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া আপন দ্রব্যাদি জাহাজসমেত রক্ষা করিতে পার। শেঠ অর্থাৎ সওদাগর ঐ কথা শুনিয়া গোস্বামীর নিকট যাইয়া আপন বিপদবৃত্তান্ত সকল কহিল। তাহা শ্রুত হইয়া গোস্বামী কহিলেন, ঐ কুটীর মধ্যে যে বালক আছেন, তাঁহার নিকট কহিলে উপায় করিয়া দিবেন। সওদাগর কুটীর মধ্যে মদনমোহনজিউর মূর্ত্তি দেখিয়া কহিল, ঠাকুর, যদি আমার জাহাজ উদ্ধার হয়, তবে তোমার উত্তমরূপ মন্দির করিয়া দিব। এই কথা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বারম্বার কহাতে ঐ সওদাগরের সকল বিপদ খণ্ডন হইয়া পূর্ব্বমত জাহাজ চলিতে লাগিল। সওদাগর আনন্দচিত্ত হইয়া শ্রী৺জিউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিবার সূত্রপাত করিয়া প্রস্তরাদি আনাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্বদেশে গমন করিল। ঐ সকল বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ হইল। মুলতান-দেশস্থ তাবৎ মনুষ্য ঐ সওদাগরের বাচনিক সকল কথা শুনিয়া সকলে গোস্বামীজির চেলা হইল। প্রথমে ঐ সওদাগর-দত্ত মন্দিরে ছিলেন, পরে বাদসাহের দৌরাত্ম্য-সময়ে যৎকালে মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম হয়, তৎকালে জয়পুর হইয়া করৌলির রাজার নিকট যান। যৎকালে গোস্বামীরা বৃন্দাবনে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন, নূতন দালান করিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গনিবাসী নন্দকুমার বসু-দত্ত মন্দিরে বিরাজমান আছেন। মজকুর মূর্ত্তি

করোড়িতে আছে। তথায় গদির চেলা গোস্বামীদিগের গদি আছে। এখানে কামদার, সরকার, ফৌজদার, ছড়িদার, ভাণ্ডারি-দ্বারা কর্ম্মনির্ব্বাহ হয়।

ঐ পুরাণ মন্দিরের সম্মুখে আর এক মন্দির বঙ্গদেশীয় জনৈক মহাজন শ্রীমতীজিউর থাকিবার জন্ত করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীমতী-জিউর ভোগ এবং দিবাতে বাস ইত্যাদি হইত। রাত্রিযোগে একত্র মিলন হইত।

এক্ষণে ঐ পুরাণ মন্দিরে এক বৈরাগী গৌরাঙ্গপ্রভুর সেবা প্রকাশ করিয়াছে।

যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থে গৌরহরি আসিয়াছিলেন, ঐ টীলামধ্যে বৈঠক করেন। সেই স্থানে সনাতন গোস্বামীর ভজনাগার হয়। এক্ষণে পদচিহ্ন স্থাপিত আছে। তথা হইতে যমুনা ও বেলবন দর্শন হয়। যমুনার তীর পবন্দন ঘাট হইতে শ্রীমন্দির যে টীলা মধ্যে, তাহাতে উঠিতে ৬০ ষাটটি প্রস্তরের সোপান আছে। ঘাট পূর্ব্বে ইষ্টক-প্রস্তরে বাঁধা ছিল। যমুনা প্রবলা হওয়াতে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে। ঐ ঘাটের দক্ষিণে সূর্য্যঘাট—প্রস্তরে বদ্ধ আছে। ঘাটের উপর শিব এবং হনুমানজি আছেন। পুরাণ মন্দিরের উত্তরে সনাতনেশ্বর শিব আছেন, পরে গোস্বামীজির সমাজ আছে। তথায় বৈষ্ণবগণের কুটীর আছে, আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উৎসব হয়। এই উৎসবে বহু সমারোহ হয়। ঐ দিবস যত বাঙ্গালী যাত্রী থাকেন, সকলে নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে ভেট দেন। অতি দুঃখী ব্যক্তি হইলেও দুই আনা ভেট না দিলে দর্শনে যাইতে পায় না। এই উৎসব রাধাকুণ্ডে, গোবর্দ্ধনে, শ্রীবৃন্দাবনে, তিন স্থানে হয়—তিন স্থানে সমাজ আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্ন

শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউ—

মধু পণ্ডিত গোস্বামী জাহ্নবাজির আদেশক্রমে গৌড়দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোপীনাথের দর্শন না পাইয়া পুনর্ব্বার গৌড়দেশে যাইয়া আপন গুরুর নিকট অদর্শনের বৃত্তান্ত কহাতে পুনরাজ্ঞা হইল, তুমি পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন কর। অবশ্য পূর্ব্বমত বংশীধ্বনি এবং গোপীনাথের দর্শন পাইবে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরাগমন করিয়া বহু অন্বেষণ করিলেন, কোন ক্রমে দর্শন কি বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। তাহাতে মধু পণ্ডিত গোস্বামী বিবেচনা করিলেন, গুরুবাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমার পাপদেহ জন্ত দর্শন-শ্রবণ হইল না। অতএব এ দেহ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ইহা মনোমধ্যে বিচার করিয়া ধীরসমীরের ঘাটে প্রাণ পরিত্যাগের উপক্রম করাতে গোপীনাথ দর্শন দেন এবং কহিলেন, আমার যোগ-পীঠ কেশীমর্দ্দন ঘাটের উপরে মৃত্তিকার ভিতর আছে। তথা হইতে আমাকে প্রকট করিয়া সেবাদি করহ। এই বাক্যে ঐ যোগপীঠ মধ্য হইতে প্রকট করিয়া সেবাদি করেন। বহুকালান্তে রাজা মানসিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাদসাহের দৌরাত্ম্যে মন্দির ভঙ্গের অনুমতি প্রবন্ত হইলে জয়পুরের রাজা এই বিগ্রহ লইয়া যান। তৎকালের প্রকট হওয়া মূর্ত্তি কেহ কহেন জয়পুরে আছে, কেহ কহেন বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে* সকল দেবমূর্ত্তি রাখাতে গোপীনাথ কাম্যবনে রহিলেন,

* কাম্যবন—ব্রজ-পরিক্রমায় লিখিত আছে,—

"বৃন্দাবনের পশ্চিম হয় কাম্যবন।
অষ্টাদশ ক্রোশ সেই বিচিত্র কানন।

প্রতিমূর্ত্তি জয়পুরে আছেন। গোস্বামীদিগের গদি জয়পুরে। যৎকালে সকল দেবের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়েরা স্থাপিত করেন এক প্রস্তর-ইষ্টকে দালান নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে স্থাপিত করেন। এক্ষণে বড়ূনিবাসী নন্দকুমার বসুর কৃত মন্দিরে বিরাজিত আছেন।

গোপীনাথজিউ প্রকট হইলে কিছু দিন পরে নিত্যানন্দের ঘরণী জাহ্নবাজি বৃন্দাবনধামে আসিয়া গোপীনাথের বামে রহিলেন, শ্রীমতীজি দক্ষিণে। এইরূপ এ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিতা আছেন।

নিত্যানন্দ-সন্তান যাঁহারা শ্রীধামে আইসেন, পূর্ব্বে মথুরায় পৌছিয়া সংবাদ পাঠাইলে যদি অধিক ব্যয় করিতে পারেন, তবে সাত দেবালয়ে নচেৎ তিন প্রধান দেবালয় হইতে কীর্ত্তনে সকলে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লইয়া আইসে। প্রথমে গোপীনাথের মন্দিরে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া পরে প্রথমে গোবিন্দজির ভেট প্রভু-সন্তানের ভেট মন্দিরে হয়। পরে মদনমোহন গোপীনাথের ভেট করিয়া গোপীনাথের বাটীতে যতদিন থাকিবেন, গোপীনাথের পায়স প্রসাদ পাইবেন। যদি ওখানে না থাকিয়া অন্তস্থানে বাস করেন, যাত্রা-উৎসবে নিমন্ত্রণ হইবে। যখন প্রসাদের ইচ্ছা হইবে, সংবাদ দিয়া লোক পাঠাইলে পাইবেন। যেরূপ বাহিরে দেবালয়ের হুজুরে

সেই বনে কৃষ্ণচন্দ্র বহু লীলা কৈলা।
মুরলীর ধ্বনিতে পাষাণ দ্রবাইলা।
কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন রহিল সে বনে।
অদ্যাপি পর্ব্বতে চিহ্ন দেখ বিদ্যমানে॥" (৩১১ পৃঃ)

প্রভৃতি কেহ প্রসাদ লইয়া আসিবে না। আর আর গোস্বামীদের দেবালয়েও ভেট করিতে হয়।

যদিস্যাৎ গোস্বামীদিগের শ্রীজিউর দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে যে দেবালয়ে ভোগ ইত্যাদির যত খরচ এবং শ্রীজিউদিগের বস্ত্র অর্থাৎ এক স্যুট পোষাক নূতন দিয়া আরতি করিতে হইবে। কিন্তু আর আর প্রভু-সন্তানেরা আইলে যে গদির সন্তান, সেই স্থানে তাঁহার থাকার নিয়ম সকল ঐ মত। তাহার প্রভেদ কিছু নাই।

গুরুভেট

যাত্রীদিগের গুরুপাটে যে ভেট হয়, জাহ্নবা-পরিবার, ঠাকুর রামাইয়ের পরিবার, এই তিন পরিবারের গুরুভেট এবং যে সকল পরিবারের গুরু-কুল শ্রীধামে নাই কি যাহার ঠিকানা হয় না, তাহাদের গুরুভেট জাহ্নবাজির নিকট হয়। কেশীঘাটে জাহ্নবাজীর ঘাট আছে। ঐ ঘাটের উত্তরে লক্ষ্মী রাণীর কুঞ্জ এবং ঘাট আছে।

গোপীনাথের মন্দিরের পূর্বদিকে মধুপণ্ডিত গোস্বামীর সমাজ-স্থান, তথায় অনেক বৈষ্ণবের কুটীর আছে। গোপীনাথের পুরাণ মন্দিরে এক্ষণে কোন সেবা নাই। গো সকলের খাদ্যদ্রব্য থাকে।

জাহ্নবাজির মহোৎসব—

জাহ্নবার মহোৎসব

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট শিলা ছিলেন। তেঁহ শ্রীরূপ গোস্বামীকে সেবার জন্য দেন। তেঁহ শ্রীজীব গোস্বামীকে সেবার্থে দেন। শ্রীজীবগোস্বামী ঐ শিলার সেবা করিতেন। তাহাকে গোস্বামীর বড় বড় ধনী মন্ত্রশিষ্য বিবেচনা করিতেন, আমরা ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া

ভজনার্থে বৈরাগী হইয়াছি, এ উত্তম উত্তম অলঙ্কারাদি কি করিব? যদি যে সেবা করিতেছি মূর্তিমান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরাইতাম। এইরূপ মানস জানিয়া রাত্রে স্বপ্নাবেশে কহিলেন, "আমার মূর্তি ... ... করহ। আমি গোলাকৃতি নহি।" গোস্বামী রাত্রে উঠিয়া স্নানাদি করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, শালগ্রাম হইতে প্রকট হইয়াছেন। ঘাড়ে চিহ্ন আছে, ঐ রাধাদামোদরজি জয়পুরে।

শ্রীজীব গোস্বামীর নিজসেবা এই স্থানে। ছয় গোস্বামী—শ্রীরূপ-সনাতন*, ভট্ট রঘুনাথ†, শ্রীজীব‡, গোপালভট্ট¶ ও দাস রঘুনাথ§।

ছয় গোস্বামী

সর্ব্বদা একত্রে বসিয়া ভক্তিশাস্ত্রের বিচার করিয়া গ্রন্থাদির টীকা এবং অন্যান্য সকল গ্রন্থ রচনা করিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ-গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য, কিন্তু সকল গোস্বামীকে মান্যরূপে আলাপ করিতেন; পণ্ডিত এবং সাধক ছিলেন। বিচারে কেহ পরাজয় করিতে পারিত না। অতিশয় গুরুভক্তি ছিল, সর্ব্বদা গুরুর এবং রাধাদামোদরের সেবাতে কালহরণ করিতেন। যমুনার নিকট রাসমণ্ডপের পশ্চিম নিকুঞ্জবন, সেবাকুঞ্জ এবং পৌর্ণমাসীর (মন্দির) ঈশান (কোণে), এই স্থানে শ্রীমন্দির। দক্ষিণ দিকে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাজ,

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
† ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
‡ ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
¶ ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
§ ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উত্তরদিকে রূপ গোস্বামীর সমাজ, তৎসম্মুখে ভক্তি-শাস্ত্রাদি গ্রন্থসকল, গোস্বামীর বৈঠকস্থান।

রূপ ও জীবগোস্বামীর সমাজ

এইস্থানে বসিয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রালাপ হইত। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইলে, জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত বিচারে জয় হইয়া জয়পত্রী পাইলে সর্ব্বত্র জয় হওয়া হয়। গোস্বামী এ কথায় আদেশ জানিতে পারিয়া পণ্ডিতের স্থানে বিচারে পরাভব হইয়া তাঁহাকে জয়পত্র দিয়া আপনার হারি হওয়া স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ জয়পত্র পাইয়া আহ্লাদযুক্ত হইয়া গমন করিতেছেন, এমত কালে পথিমধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী যমুনাতে স্নানাদি করিয়া আসিতেছেন।

রূপকর্তৃক জীব-গোস্বামী বর্জ্জনের কারণ

ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি জন্য এত আহ্লাদিত হইয়া যাইতেছ। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বারংবার আত্ম-সম্মান করিয়া বিচারের কথা কহিয়া কহিলেন, "রূপ গোস্বামী আমার নিকট বিচারে পরাভব হইয়া জয়পত্র দিয়াছেন।" জীব গুরুর পরাভব শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "তাঁহার শিষ্য আমি, আমার সহিত বিচার করিয়া অগ্রে জয়ী হও, তবে শ্রীবৃন্দাবনের জয়পত্র লইয়া যাইবে।" এই কথাতে পথিমধ্যে দুই জনে বিচার আরম্ভ হইল। বাদানুবাদে পণ্ডিত পরাভব হইলেন। তখন শ্রীরূপ-গোস্বামীর লিখিত জয়পত্র ফেরত লইয়া প্রফুল্ল হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট আইলেন। গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত বিলম্ব কি জন্য হইল?" তাহাতে কহিলেন যে, "যে ব্রাহ্মণ বিচার করিয়া জয়পত্র লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়পত্র ফেরত আনিয়াছি।" এই কথা শ্রবণমাত্র রূপগোস্বামী অগ্নিবৎরূপ প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন যে, "ছি!

ব্রাহ্মণকে পরাভব করিয়া আইলে ? আমি কি বৃন্দাবনে জয়ী হইতে আসিয়াছি ? আমার জয়ী হইবার প্রয়োজন কি ? ভজন করিতে আসিয়াছি। তাহাতে ব্রাহ্মণের অপমান করা। ব্রাহ্মণ এই জয়পত্র দেখাইয়া আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। জীব ! তুমি তাঁহাকে পরাভব করিয়া জয়পত্র লইয়াছ, ভাল কর নাই। তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণের পরাভব করিয়া আপনার মানবৃদ্ধি করা, ইহাতে তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার মুখ দর্শন করিব না।" এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী শুনিবামাত্র আর শ্রীবৃন্দাবনধামে না থাকা বিবেচনা করিলেন, যখন গুরু রুষ্ট হইলেন, তখন আর আমার এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীজীব গোস্বামী স্থানান্তরে গমন করিবেন, এই সংবাদ অপর গোস্বামিগণ ও ভক্তবৃন্দ শুনিয়া কোনক্রমে না যাওয়া হয়, তাহার অনেক চেষ্টা পাইলেন। যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামী সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ গোস্বামীদিগের যত গ্রন্থ তাহার মূল শ্রীজীব গোস্বামী। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া নন্দঘাটে এক কুটীর বান্ধিয়া ঐ কুটীর মধ্যে ভজনে থাকিলেন। দিনান্তে যমুনার জলে যমুনার মৃত্তিকা মিলাইয়া ভক্ষণ করেন, তাহার কারণ যখন গুরুদেব রুষ্ট হইয়া আমার মুখদর্শন করিবেন না কহিয়াছেন, তখন এ পাপদেহ রাখিবার ফল কি আছে ? শ্রীগুরুগোবিন্দচরণ ভাবনা করিতে করিতে যদি এ দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ভজনে রহিলেন। এইরূপে বহুদিন গত হইল, এখানে একদিন গোস্বামীসকল একত্র হইয়া নানা শাস্ত্রালাপ হইতে এমত এক প্রশ্ন হইল যে, কেহ তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী কহিলেন যে, "জীব কোথায় ?

ইহার সিদ্ধান্ত জীব ভিন্ন কেহ করিতে পারিবে না।" তখন সকলে কহিলেন যে, "তুমি জীব গোস্বামীর প্রতি কোপ করিয়া মুখ দর্শন করিতে না চাওয়াতে তেঁহ নন্দঘাটে কুটীর মধ্যে সাধনে আছেন।" শ্রীরূপ গোস্বামী অনুমতি করিলেন, "এক্ষণে জীবকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" একথা শুনিয়া সকলে আহ্লাদিত হইয়া ভক্তজন মধ্যে জনৈক তৎক্ষণাৎ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাইয়া, এই কথা কহিয়া কহিল, "শীঘ্র গুরুদেব-নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে চল।" শ্রীজীব গোস্বামী শুনিলেন যে গুরুদেব রুষ্ট ছিলেন তুষ্ট হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মহানন্দে প্রফুল্ল হইয়া নন্দঘাট হইতে নন্দনন্দনরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, গুরুচরণ দর্শন করিয়া, উভয়ে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া, নেত্রজলে মস্তক ও পদে স্রোত বহিল। পরে পূর্ব্বমত একত্রে থাকিয়া কিছু দিন পরে শক ... ... শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হয়। যে তেঁতুল বৃক্ষের মূলে প্রথমে আসিয়া বৈসেন, তাহার সম্মুখে ভজন-কুটীর। তাহাতে গোস্বামীর কাষ্ঠপাদুকা, করঙ্গ, কৌপীন,(ও) বহির্ব্বাস ছিল, শ্রীজীব গোস্বামী এই সকল বস্তু প্রাপ্ত হন। তেঁতুল বৃক্ষের নীচে ভট্ট গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ প্রতি দিবস পাঠ করিতেন, ছয় গোস্বামী একত্র হইয়া শ্রবণ করিতেন। বজ্রশাসনের সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তেঁতুল গাছের নিম্নে গাছের পশ্চিমদিকে সমাজ-সম্মুখে যে কুটীরে ভজন করিতেন, তাহাতে গ্রন্থ সকল অদ্যাবধি জীবৎমান আছে। বৃহৎ বৃক্ষ কয়েকটি শাখাখণ্ড হইয়াছে। শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে ঐ স্থলে মহোৎসব হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবার যে গদির গোস্বামী আছেন, তাঁহারা উৎসব করেন। আর আর গোস্বামীদিগের গদির সেবালয় হইতে রীতিমত প্রসাদ

মিষ্টান্ন মাল্যাদি দিয়া সমাজ-পূজা এবং এক টাকা করিয়া দেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হইলে শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামি-গণ সমভ্যারে ভক্তবৃন্দ লইয়া ভক্তি-শাস্ত্র এ দেশে এবং গৌড়-রাজ্যে প্রচলিত করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের সেবাদি উত্তমরূপ করিয়া ইচ্ছামতে পৌষী শুক্লাতৃতীয়াতে তিরোভাব হইলেন। ঐ দিবস মহোৎসব হয়।

গোস্বামীর গদি

গোস্বামীর গদি—এই স্থানে জীব গোস্বামীর পরিবার যে শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে আইসে তাহাদের গুরুপাটের ভেট এই গদিতে হয়। অদ্যাবধি শ্রীজীব গোস্বামীর উৎসবে অগ্রে শ্রীরূপ গোস্বামীকে দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া পরে জীব গোস্বামীর সমাজ-পূজা হয়।

শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে আর এক মূর্ত্তি বৃন্দাবনচন্দ্র নামে আছেন। এই মন্দিরে পূজারি, রসুয়ে, দ্বারসেবক, ভাণ্ডারী ইত্যাদি পরিচারকগণ উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব। আর দুই শ্রীমূর্ত্তি মন্দিরে আছে, যাত্রাদিতে ঐ মূর্ত্তি বাহিরে আইসেন।

জন্মযাত্রার অভিষেক দিবাতে হয়, এই মত পূর্ব্বে ছয় গোস্বামীতে করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধারমণজি—

রাধারমণ

গোপালভট্ট গোস্বামীর সেবা—ভট্ট গোপাল এক শালগ্রাম শিলা সেবা করিতেন। আর আর গোস্বামী এবং মোহান্তদিগের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা। তাঁহারা আপন আপন সেবার ধনকে নানা প্রকার সিঙ্গার এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দিয়া, হস্তে বেণু বেত্র শিঙ্গা দিয়া, নীল-পীত-বস্ত্র

পরাইয়া, চরণে নুপুর গুঞ্জ,র দিয়া মনোমত সাজাইয়া, মস্তকে টেড়া চূড়াতে ময়ূরপাখা দিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত-অঙ্গ করিয়া, যুগলপদে সচন্দন তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিয়া, আপন আপন ইষ্ট সমীপে মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতেন। ভট্ট গোপাল এক দিবস মনোমধ্যে ভাবনা করিয়া কহিলেন যে, যদি আমি একটি দ্বিভুজ মুরলীধর-মূর্ত্তি সেবা করিতাম, তবে সকলের মত সাজাইয়া, হাতে বাঁশী, মাথায় চূড়া দিয়া সাজাইতাম। এই কহিয়া ঐ শিলাতে অলকাতিলকা দিয়া সাজাইলেন। ভট্ট গোপালের অচলাভক্তি দেখিয়া ঐ শালগ্রাম-শিলা হইতে রাধারমণজি প্রকট হইলেন,—পৃষ্ঠদেশে শালগ্রামচিহ্ন। ঐ মূর্ত্তির সেবা ভট্টগোপাল বহুদিন করিয়া সুখে ভজনসাধনে কালহরণ করত শ্রাবণের কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে তিরোভাব হইলেন। এই দিবসে মহোৎসব হয়। ভট্টগোপালের চেলা দেশোয়ালি এক ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিবার সকল ঐ মন্দির গোস্বামী আছে। শ্রীজীর সেবা—গোস্বামীদিগের বহু গোষ্ঠী হওয়াতে বিভাগমতে সেবা করিয়া থাকেন। উত্তমরূপে সেবাদি হয়। অন্য কেহ ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না। সকলই গোস্বামীদিগের নিজ হস্তে হয়। স্ত্রীলোক সেবার দ্রব্য স্পর্শ করিতে পায় না।

গোপালভট্টের সমাজ

শ্রীশ্রীরাধারমণজির শ্রীমতী মূর্ত্তি প্রকাশ নাই। বস্ত্রাবৃত এক যন্ত্রমূর্ত্তি গোপনে বাম পার্শ্বে আছে। তৎপরে শোভাবিত বস্ত্রাদি এবং ছত্র থাকে। শ্রীজি অতি সুঠাম থর্ব্বাকৃতি। ইহাদিগের শিষ্য বড় বড় ধনী সকল আছে। মন্দিরের দ্বার চৌকাঠ রূপায় খচিত। রূপা সোণার অনেক আসবাব আছে।

ভট্টগোপালের সমাজ-মন্দির পশ্চিম। সমাজবাড়ী—তাহাতে

বাঙ্গালি বৈষ্ণব পরিচারক আছে। দেশোয়ালির সেবা, কিন্তু উৎসব ইত্যাদিতে বাঙ্গালি বৈষ্ণবাদি ভোজন এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি গান। ঐ দিবস অষ্টপ্রহর হয়। কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি জাগরণ হইয়া পর দিবস প্রাতে নগরকীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হয়।

জন্মাষ্টমীর অভিষেক—রাধারমণের, (ও) রাধা-দামোদরের দুই স্থানে দিবাতে সকল গোস্বামীরা পূর্ব্বাবধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ছয় গোস্বামীতে—অগ্রে জীব গোস্বামীর ও ভট্ট গোপালের সেবার অভিষেক করিলে রাত্রে আর সকল স্থানে গোবিন্দ মদনমোহন ইত্যাদিতে অভিষেকপূজা হোম হইত। সেই মত প্রথা অদ্যাবধি চলিতেছে।

জন্মাষ্টমীর অভিষেক

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জিউ—

শ্যামানন্দ গোস্বামীর সেবা—গোস্বামী উৎকলবাসী। পূর্ব্বে নিকুঞ্জবনের সেবাকুঞ্জে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিতেন। এই মত বহুদিন সেবা করিতে এক দিবস তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমতীজির পদের নূপুর কুঞ্জের সম্মুখে পাইলেন। নূপুর পাইয়া বিবেচনা করিলেন, এ বস্তু সামান্য ব্যক্তির নহে। যাঁহার নূপুর তাঁহার দর্শন না পাইলে অন্য কাহাকেও দিব না। এই বিবেচনা করিতে করিতে যশোদা রূপান্তর হইয়া এক স্ত্রীর রূপ ধারণ করিয়া শ্যামানন্দের নিকট আসিয়া কহিলেন যে, "বাবাজি! আমার বধূ এই বনে বনবিহার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার পদের নূপুর ফেলিয়া গিয়াছেন, অতএব যদি তুমি নূপুর পাইয়া থাক, আমাকে দেও।"

শ্যামসুন্দর

এ কথা শুনিবামাত্র শ্যামানন্দ কহিলেন যে, "আমি নূপুর পাইয়াছি, কিন্তু তোমাকে দিব না। তুমি কেন আসিয়াছ, তুমি কে?" তাহাতে কহিলেন, "আমি ব্রজবাসিনী। আমার বধূ আমাকে কহিলেন যে, আমি নিকুঞ্জবনে গিয়াছিলাম, শীঘ্র শীঘ্র আসিতে পদ হইতে নূপুর বনের কোন স্থানে পড়িল, তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি নাই। অতএব তুমি ঐ বনে যে বৈষ্ণব ভজন করিতেছেন এবং ঐ কুঞ্জের ঝাড়ু দিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট যাইলে পাইবে। এজন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।" শ্যামানন্দ কহিলেন, "যাঁহার পদের নূপুর তেঁহ না আসিলে দিব না।" এ কথা শুনিয়া যশোদারাণী শ্রীমতীজিকে কহিলেন যে, "তোমাকে না দেখিলে নূপুর দিবে না।" এ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, শ্যামানন্দ আমার যথার্থ ভক্ত। যাহা হউক, শ্যামানন্দকে মানবদেহে দর্শন দিতে হইবে, ইহা কহিয়া নিকুঞ্জবনে আসিয়া শ্যামানন্দকে কহিলেন যে, "আমার নূপুর পাইয়াছ, আমাকে দেহ।" তাহাতে কহিল যে, "আমার নিকট নূপুর আছে, তোমার নূপুর কি অন্য কাহার, তাহা কি প্রকারে জানিব? তবে তুমি বৈস, পদ বাড়াইয়া দেহ, আমি ঐ নূপুর পদে দিয়া দেখিব, যদি তোমার পদের মত হয়, তবে তোমাকে দিব।" একথা শুনিয়া শ্রীরাধা শ্যামানন্দ-অগ্রে যুগলপদ অগ্রসর করিলেন। তখন শ্যামানন্দ শ্রীপদ দর্শন করিয়া নূপুর যুগল পদে দিতে দিতে দেখিতেছেন, পদতলে প্রাতঃকালের অরুণ-দীপ্ত দশনখে দশচক্র বিংশতিচিহ্ন সংযুক্ত।

শ্যামানন্দ গোস্বামী

চক্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণং ধনুশিখং গোষ্পদং পৌষ্টিকং।

এই বিংশতি চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম* দেখিতেছেন। তন্মধ্যে রাহুকেতু ত্রাসে শশধর দশ খণ্ড হইয়া নখ-ছলে লুক্কায়িত আছে। ভক্তগণের মনোচকোর সুধাপান-প্রয়াসে পদাকাশে ভ্রমণ করাইতেছে। এবম্ভূত শ্রীপাদপদ্মের শোভান্বিত দেখিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া পদ-নিরীক্ষণে নেত্রজলে পরিপূর্ণ হইল। তখন শ্রীমতীজিউ শ্যামানন্দের প্রেম জানিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিয়া ঐ নূপুর হস্তে লইয়া শ্যামা-নন্দের ললাটে নূপুরের চিহ্ন দিয়া দিলেন। ঐ নূপুরে যে খিল ছিল, তাহার বিন্দু-চিহ্ন রহিল। ঐ অবধি শ্যামানন্দ গোস্বামী হইয়া নূপুর-চিহ্ন তিলকধারণ করিল,—শ্যামসুন্দরের সেবা করিয়া বহু শিষ্যগণ লইয়া প্রেমানন্দে মগ্ন থাকেন। উৎকলদেশে প্রায় শ্যামানন্দ-পরিবার। শ্যামানন্দ প্রভুর ভজন-কুটীর নিকুঞ্জবনে অদ্যাবধি আছে। এই মত বহুদিন সেবাদি করিয়া এবং নিজে ভক্তগণ লইয়া কালযাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমীতে গোস্বামীর তিরোভাব হয়। ঐ দিবস মহোৎসব হয়। সমাজবাটী শ্যামসুন্দর-মন্দিরের ঈশানদিকে রাস্তার পূর্ব্বদিকে। ঐ বাটীতে

* উজ্জ্বলনীলমণি ও তাহার টীকায় শ্রীরাধার একোনবিংশতি পদচিহ্ন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—বামচরণে অঙ্গুষ্ঠমূলে ১ যব, তাহার তলে ২ চক্র, তাহার তলে ৩ ছত্র, তাহার তলে ৪ বলয়, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধি হইতে অর্দ্ধ-চরণ পর্য্যন্ত ৫ ঊর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে ৬ কমল, তাহার তলে ৭ সপতাক ধ্বজ, তাহার তলে ৮ বল্লী ও ৯ পুষ্প, কনিষ্ঠার তলে ১০ অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিতে ১১ অর্দ্ধচন্দ্র, দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে ১২ শঙ্খ, তাহার তলে ১৩ গদা, কনিষ্ঠার তলে ১৪ বেদি, তাহার তলে ১৫ কুণ্ডল, তাহার তলে ১৬ শক্তি, তর্জ্জন্যাদির অঙ্গুলি-তলে ১৭ পর্ব্বত, তাহার তলে ১৮ রথ এবং পার্ষ্ণিতে ১৯ মৎস্য চিহ্ন।

(ভাগবত ১০।৩০।২৪ শ্লোকে বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।)

বহু বৈষ্ণব আছে, দ্বারে বৈষ্ণবদের বিহারীজী এক বিগ্রহ আছেন, বৈষ্ণবের সেবা শ্যামসুন্দরের দেবালয় সাত দেবালয়ের মধ্যে। পূজারি, স্বয়ে, ভাণ্ডারী ইত্যাদি শ্রীমন্দিরের টহলদার সকল উৎকলবাসী।

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ—

লোকনাথ গোস্বামীর সেবা—এই দেবালয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গিরিধারী লোকনাথ গোস্বামীকে সেবার জন্য দেন। ঐ গিরিধারীর সেবা গোকুলানন্দের মন্দিরে আছেন। এই স্থানে থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে, দাস গোস্বামী ঐ গিরিধারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু ঐ গিরিধারী-উপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন দেন। দাস গোস্বামী ঐ গিরিধারী লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে থাকিয়া সেবাদি করেন। ঐ কুণ্ডের তীরে তৎকালে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা গোকুলানন্দ ছিলেন। ঐ দেবালয়ে এক বৈষ্ণব থাকিত। দাস-গোস্বামী বহু দিনান্তে আশ্বিনী শুক্লা-দ্বাদশীতে যৎকালে শ্রীকুণ্ডের তীরে তিরোভাব হন, ঐ গিরিধারী সেবা যে বৈষ্ণব গোকুলানন্দের ছিল, তাহার নিকট দেন। পরে উক্ত দিবসে তিরোভাব হইলে শ্রীকুণ্ডের উত্তর দিকের তীরে দাস গোস্বামীর সমাজ হয়। এক্ষণে ঐ স্থানে অনেক বৈষ্ণব আছেন। আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশীতে মহোৎসব হয়। পরে ঐ গিরিধারী শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোকুলানন্দের মন্দিরে লইয়া আইসেন। লোকনাথ গোস্বামী

গোকুলানন্দ

লোকনাথ গোস্বামীর সেবা

মাধবেন্দ্রপুরীর* শিষ্য, দাস-গোস্বামী যাদবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে, ঐ দিনে মহোৎসব হয় এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাজ ঐ স্থানে আছে। নরোত্তমদাস লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য, কিন্তু নরোত্তম দাস† বহু শিষ্য করিয়াছিলেন, এজন্য "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি

* মাধবেন্দ্রপুরী—বিষ্ণুসংহিতা-প্রণেতা ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি, তৎশিষ্য মাধবেন্দ্র। ব্রজধামে অবস্থানকালে ইনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা প্রীতি, প্রেম ও বাৎসল্যে উজ্জ্বল নামক ফলধারী কল্পবৃক্ষের স্বরূপ বলিয়া গণ্য। ইঁহার শিষ্য যতি ঈশ্বরপুরী। গৌরাঙ্গদেব এই ঈশ্বরপুরীকে অবলম্বন করিয়া (গুরু করিয়া) সমস্ত জগৎ প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

> "কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা।
> যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী এই সীমা॥
> মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তিরসময়।
> যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥" (ভক্তিরত্নাকর)

† নরোত্তম দাস—অনুমান ১৪৫৩।৫৪ শকাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ পূর্ববর্ত্তী গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশীয় জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম গৌরপ্রেমে মজিয়াছিলেন, পরে যখন শুনিলেন যে, সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং যখন শুনিলেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল। সর্ব্বদা গৌরকথাপ্রসঙ্গে ক্রমে খেলা-ধূলা ছাড়িলেন, লেখাপড়ায় পর্য্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতামাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক নরোত্তম গৌর-কথা শুনিতে না পাইলে নিস্তেজ হইয়া

করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার খ্যাত আছে। যাহারা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গুরু-ভেট করে, ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের ভেট এক্ষণে গোকুলানন্দে হয়। নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব কার্ত্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী।

শ্রী শ্রীবাঁকে-বিহারী—

নিধুবন† হইতে প্রকট হন। নিধুবনে শ্রীমতী রাইরাজার স্থান পড়িতেন। একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মা নদীতে স্নান করিতে গিয়া স্নানান্তর তীরে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ইহার পর হইতেই নরোত্তমের নূতন ভাব হইল। কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কিছুই স্থির নাই। ইহা দেখিয়া পিতামাতার মনে হইতে লাগিল, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে। কখন কখন নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি পিতা-মাতাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া আসিলেন। এখানে গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হইলেন। কিছুদিন পরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দীক্ষা পাইলেন। তৎপরে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। শ্রীজীব গৌড়দেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিবার জন্য নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য—এই তিন ব্যক্তির উপর ভার দিয়াছিলেন। শ্রীজীবই নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রদান করেন।

† নিধুবন—শ্রীবৃন্দাবনধামস্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণসহ এই স্থানে বিহার করিতেন। ইহার আদি নাম বৃন্দারণ্য বা বৃন্দাকুঞ্জ। এই বৃন্দারণ্য নাম হইতে বৃন্দাবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিধুবনে কৃত্রিম মুক্তা ও চুনির গাছ আছে। প্রবাদ আছে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট মণি-মুক্তার অলঙ্কার চাহিলে তিনি মায়াযোগে মুক্তার ও চুনির গাছের সৃষ্টি করেন। এই অপার্থিবের ও অমূল্য নিধির জন্য ইহা নিধুবন নামে খ্যাত। এই বন নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চৌরাশি বনের অন্তর্গত।

অদ্যাবধি নিবিড় বন আছে, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ আছে। বনমধ্যে রাধারাণীর রাজ-সিংহাসন আছে। একণে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে হরিদাসের সাধনের স্থান, মধ্যে মধ্যে কুণ্ড আছে। নিম্নমূলে যে বিহারীকুণ্ড, তাহাতে বাঁকেবিহারী প্রকট হন, একণে বিহারী-পুরাতে শ্রীমন্দির। ব্রজবাসী গোস্বামীর সেবা। একণে বাঁকেবিহারীজির গোস্বামী বহু গোষ্ঠী হইয়াছে। বেহারিপুর নামে বসতি হইয়াছে।

বাঁকেবিহারী

বিহারীজির সেবাদি—পূজারি গোস্বামী ভিন্ন অন্য কাহার হইবার ক্ষমতা নাই, দর্শন পাওয়া কঠিন। ঝাঁকি-দর্শন বেলা দুই প্রহর সময়। সিঙ্গার হইয়া এক ঝাঁকি দর্শন, পরে সন্ধ্যার সময়ে আরতি দর্শন, রাত্রি ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত ঝাঁকি-দর্শন হয়।

বিহারীজির ঝুলান প্রথম এক দিবস শ্রাবণী শুক্লাদ্বিতীয়াতে, অন্নকোটী-যাত্রাতে পক্কান্ন ভোগ। বিহারীজির নিকটে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রকাশ নাই। সংপ্রতি নিধুবন হইতে বলদেবমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে। বিহারীজির বাটীর সম্মুখে এক বাটীতে আছেন।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজি*—

আঁধের-ঘাটের নিকট শ্রীমন্দির হরিবংশ গোস্বামীর† প্রকাশিত।

* রাধাবল্লভজী—রাধাবল্লভজীর মন্দির জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হরিবংশ গোস্বামী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দর দাস নামক জনৈক কায়স্থের ব্যয়ে ১৬৪১ সংবতে মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

† হরিবংশ গোস্বামী—(হরিবংশ হিতজী) রাধাবল্লভী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক একজন প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত। ১৫৫৯ সংবতে আগ্রায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

গোস্বামী রাধামন্ত্রসিদ্ধ অতি জাপক, গুরুভক্তি অতিশয় ছিল।

রাধাবল্লভ

সনাতন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। হরিবংশ গোস্বামী এক দিবস একাদশীতে শ্রীমতীজির তাম্বুলপ্রসাদ পাইয়া ছয় গোস্বামীর নিকট গিয়াছিলেন। গোস্বামী সকলে কহিলেন, "হরিবংশ! একাদশীতে তাম্বুল-সেবা?" কহিলেন, "শ্রীমতীজির প্রসাদ।" ইহাতে গোস্বামীদিগের কোপ হইয়া সনাতন গোস্বামীকে কহিলেন, "হরিবংশের এই উত্তর।" গোস্বামী শুনিবামাত্র হরিবংশ গোস্বামীকে ত্যাগ করিলেন। আর কহিলেন যে "তোমার অপমৃত্যু হইবে।" হরিবংশ এই কথা শ্রুত-মাত্র যমুনা পার হইয়া মাঠ গ্রামের নিকটে যমুনাতীরে ভজনে রহিলেন। কতক দিনান্তে দস্যুগণ ঐ গোস্বামীর মস্তক-ছেদন করে। মস্তক-ছেদন মাত্র ঐ মস্তক গোস্বামীর গুরুর হস্তে পড়িয়া শ্রীমতীজির পাদপদ্মে পড়িল, তখন সকলে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিলেন এবং হরিবংশ গোস্বামীর সমাজ রাসমণ্ডলে করিলেন। গুরুত্যাগ জন্য রাধাবল্লভী-থাক আলাহিদা হইল। অদ্যাবধি রাধাবল্লভের গোস্বামীগণ পণ্ডিত ও ধনবান্ অতিশয়।

ইনি কর্ণানন্দ ও রাধারস-সুধানিধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় এবং হিন্দী ভাষায় চৌরাশিপদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হরিবংশের দুই পুত্র—ব্রজচাঁদ ও কৃষ্ণচাঁদ। ব্রজচাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি রাধাবল্লভজীর অধিকারী।

বৃন্দাবন হইতে জয়পুর-যাত্রা

সন ১২৬১ সাল ৭ আষাঢ়

শ্রীবৃন্দাবনধামের অগ্রবিহারী ঠাকুরের কুঞ্জ, যাহা জয়পুরের রাজরাণী স্থাপিত করিয়া(ছেন), শ্রী৺গোপীনাথ জিউর গোস্বামীর জামাতা শ্রীযুত রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাইয়াছেন। ঐ কুঞ্জ হইতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং তাঁহার শ্বশুর শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র বসুজ সপরিবারে পুত্রপুত্রবধূ সমেত এবং শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি আর আর বহু জন সমভ্যারে একত্রে সন ১২৬১ সালের ৭ আষাঢ় দিবা তৃতীয়-প্রহর গতে জয়পুর-পুষ্কর-তীর্থ গমনের যাত্রা করিয়া, ঐ দিবস রাত্র চারি দণ্ডের সময়ে মথুরানগরে রাজা পাটনীমলের বাটীতে থাকা হয়।

মথুরার রাজা পাটনী-মলের বাটী

বৃহৎ বাটী সরাইয়ের মত। তাহার উপরের ঘরে থাকা হইল। রাত্রে পুরি কচুরি আনাইয়া আহার করিয়া ছাতের চাতালে সকলে শয়ন হইল। স্ত্রীলোক সকলে ঘরের ভিতরে রহিলেন।

৮ আষাঢ়

মথুরাতে আহারাদি করিয়া দিবা আড়াই প্রহরের পর গমন করিয়া মথুরা হইতে চারি ক্রোশ শশাগ্রাম। ঐ গ্রামে প্রবেশ

শশাগ্রাম

করিতে প্রথমে নিমকী আবগারী অর্থাৎ মাদক-দ্রব্যের এবং মিষ্ট দ্রব্যের পরমিটের তল্লাসী আছে। লাইন-ডেরি নামক কণ্টক দ্বারায় পথরুদ্ধ রাখিয়া

স্থানে স্থানে যে সকল গমনাগমনের পথ আছে, ঐ পথে তল্লাসীর চাপরাশি থাকে। ঐ স্থানে তল্লাসী দিয়া রাত্রি চারি দণ্ডের সময় গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া চারি পাঁচ দোকান আছে। তাহার নিকট একটি বড় কুয়া এবং অশ্বত্থবটের ছায়া পরে দোকানের সম্মুখে গ্রামের মধ্যস্থলে ময়দান জায়গা আছে, ঐ ময়দানে রাত্রে থাকা হইল।

৯ আষাঢ়

ঐ শশা হইতে প্রাতে গমন করিয়া ছয় ক্রোশ শোঁক, ভরতপুরের রাজার অধিকার। বাজার আছে এবং বসত সকল জাতির ও থানা আছে। ঐ স্থানে এক পুষ্করিণী, তাহার নিকট নিম্ববৃক্ষের ছায়া। এক সমাজবাটী, তাহার নিকট এক ব্রাহ্মণের নূতন বাটী, তাহাতে বেলা দুই প্রহরে আহারাদি করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ এক গ্রামের নিকটে এক মাঠের ধারে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ আছে, এক পাতকুয়া আছে, ঐ স্থানে এক বৈষ্ণবের আখড়া আছে, তাহার নিকট মাঠে রাত্রে পাল খাটাইয়া তাহার মধ্যে রাত্রবাস। ঐ রাত্রে বড় বৃষ্টি হয়।

শোঁক

১০ আষাঢ়

প্রাতে গমন করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ কুম্ভীরা সহর। চৌদিকে সহরপানা, ভিতরে ভরতপুরের রাজার কেল্লা আছে। ঐ

* কুম্ভীরা সহর—কুম্ভের নামে অধুনা খ্যাত। ভরতপুর সহর হইতে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে, দীগ্ যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রা এই স্থান অবরোধ করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে জয়পুর-

কেল্লার মধ্যে রাজার এক বাটী আছে এবং সহরপানার দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল সকল (৩) থানা আছে। সহর মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণের বাস। নানামত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কেল্লা মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল আছে এবং চতুষ্পার্শ্বে যে সকল প্রাচীর এবং বুরুজের ঘর আছে, তাহার ভিতর হইতে গুলি চালাইবার ফুকর আছে। কেল্লার বাহিরে যে মুরচা পশ্চিম-দিকে ছিল, তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া এক কামান নীচে পড়িয়াছে। ঐ কামান মাপ করিয়া দেখিলাম, বাইশ হাত লম্বা, তিন হাত বেড়। এই মত কামান বাহির মুরচাতে ছিল। পশ্চিমদ্বারে যে থানা আছে, তাহাতে তাবৎ দ্রব্যের তল্লাসী করাইয়া রওয়ানা করাইতে বেলা দুই প্রহর গত হইল। পরে তথা হইতে আসিয়া এক ক্রোশ পরে এক বাবাজির বাগান আছে, ঐ বাগে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি। এ স্থান হইতে ভরতপুর সাত ক্রোশ।

কুম্ভীরা

১১ আষাঢ়

কুম্ভীরা হইতে রওয়ানা হইয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক ময়-দানের মধ্যে দুই অশ্বত্থ গাছ আছে, তাহার নীচে এক কুয়া আছে। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া চারি ক্রোশ আসিয়া হেলেনাগ্রাম। তথায় রাণীর তঁলাব অর্থাৎ পুষ্করিণী। ঐ পুষ্করিণীর জল স্থল অতি

রাজ এই নগর স্থাপন করেন। বদনসিংহ এখানে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সুন্দর ভবন কখন ব্যবহৃত না হওয়ায় এখন বাদুড়-চাম-চিকার বিহার-স্থান হইয়াছে। এখানকার দুর্গস্বরূপ ভরতপুররাজের রাজভবন দেখিবার জিনিস।

উত্তম। চতুর্দ্দিকের ঘাট সানবান্ধা। মধ্যে মধ্যে এক এক বুরুজ আছে, তাহার উপর ঘর আছে, উত্তরদিকে ঘাটের মধ্যে ঘর, পূর্ব্বদিকে বাজার, দক্ষিণদিকে ধর্ম্মশালা, পশ্চিমদিকে মহাবীরের স্থান এবং শিব-স্থাপন, এক বৈষ্ণবের আখড়া, উত্তম স্থান, চতুষ্পার্শ্বে অশ্বত্থ, বট বৃক্ষের শোভাতে শোভিত আছে। গ্রাম মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বসতি আছে। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে যে ধর্ম্মশালা আছে, ঐ ধর্ম্মশালার সম্মুখে ময়দান আছে। ঐ স্থানে বৃক্ষমূলে অবস্থিতি। ঐ বাজারে মগধের লাড়ু ও আর আর মিষ্টান্ন ভাল ভাল পাওয়া যায়। তথায় কিছু কিছু লইয়া ঐ রাত্র বাস।

হেলেনা

১২ আষাঢ়

হেলেনা হইতে প্রাতে রওয়ানা হইয়া আট ক্রোশ আসিয়া মৌয়া, ক্ষুদ্র সহর, জয়পুরের রাজার অধিকার। সহর মধ্যে নানামত দোকান আছে, সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, সহর মধ্যে বাজার থানা আছে। সহরপানার পশ্চিমদিকের দ্বার পার হইয়া কিছু দূর আসিয়া এক ধর্ম্মশালা আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে বৃক্ষের ছায়া, সাদা জায়গা আছে; ঐ বৃক্ষমূলে পাল খাটাইয়া তাহার মধ্যে রসুই হইতে হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তৎপর করিয়া সকল আহারাদি করা হইল। আহারান্তে বেলা আড়াই প্রহরের পর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হয়। কেহ ধর্ম্মশালাতে, কতক গাড়িতে, কেহ কেহ বৃক্ষমূলে, ছত্র-আড়ে এইরূপে ঐ দিবস অতিবাহিত হইল। রাত্রিযোগে এমত ঝড়বৃষ্টি হইতে

মৌ

আরম্ভ হইল, গো-মনুষ্য স্থানাভাবে মহাক্লিষ্ট, সহরমধ্যে বাটীঘর থাকিবার জন্য কিছু পাওয়া গেল না। ঐ ধর্ম্মশালা মধ্যে সম-ভ্যারী সকলে, কেবল জল-বাতাসের ক্লেশ সকলে বসিয়া থাকিয়া নিবারণ করা হইল। পর দিন ১৩ আষাঢ় প্রাতঃকালাবধি এমত বাদ্‌লা করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল যে, কোথাও এক পা যাইবার ক্ষমতা রহিল না। এমত বৃষ্টি হইল যে, রাস্তার উপরে জলস্রোতে এমত রূপ হইল, যেমত নদী স্রোতবতী হইলে হয় তদ্রূপ। কেহ কোথাও যাইয়া আহারাদির চেষ্টা করিতে পারে না, বহু কষ্টে মুখোপাধ্যায় ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী সহরে যাইয়া অনেক যত্নে এক হালয়াওর দ্বারায় পুরি তরকারি করাইয়া আহারাদি হয়, অকুলান মতে ছাতুতে দিন-নির্ব্বাহ হইল। ঐ স্থানে ঐ দিবস থাকা হইল। ঐ ধর্ম্মশালাতে এক বৈরাগী থাকে।

১৪ আষাঢ়

প্রাতে কিঞ্চিৎ বৃষ্টির নিবারণ হওয়ায় বেলা চারি দণ্ড গতে রওয়ানা হইয়া নৌ হইতে চারি ক্রোশ বিশড়া নামে এক গ্রাম। তাহাতে আহারাদি করিয়া ঐ গ্রামের মধ্যে জমিদারদিগের বাটীর সম্মুখে ফরদা জায়গা আছে, রাত্রিবাস হইল। গ্রামের নাম মানপুর। মানপুর হইতে রওয়ানা হইয়া তথা হইতে ছয় ক্রোশ সেকেন্দরা গ্রাম। ভাল বসতি অনেক আছে, বাজারের নিকট সরাই আছে। ঐ স্থানে থানা এবং রাজার পরমিট, সকল দ্রব্যের মাসুল আছে। ঐ বাজারের বাহিরে এক ময়দান তাহার নিকট নিম্ববৃক্ষের

বিশড়া

সেকেন্দ্রা

বাগিচা আছে, ঐ বাগানের মধ্যে আহারাদি করিয়া রাত্রে ময়দানে বালির উপরে থাকা হয়। ঐ স্থানে মুর্গি বিক্রয় হয়।

১৬ আষাঢ়

সেকেন্দরায় তল্লাসী দিয়া তথা হইতে আট ক্রোশ আসিয়া দেশা নামে এক গ্রাম। ঐ স্থানে বেলা দুই প্রহরের সময় পঁহুছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে বাস।

দেশা

১৭ আষাঢ়

দেশা হইতে গমন করিয়া আট ক্রোশ পরে মোহনপুরা নামে এক গ্রাম। তাহাতে বাজার আছে; ঐ গ্রামে আহারাদি করিয়া গ্রামের ভিতর যাইয়া রাত্রে থাকা হয়। যে স্থানে আহার করা হয়, মাঠের ধারে বাউড়ি আছে, অশ্বথ বটের ছায়া আছে, অতি সুরম্য স্থান মাঠের ধার, এজন্ত তথায় রক্ষকগণ থাকিতে দিলেক না। উচ্চ স্থানে গ্রাম, ঐ গ্রামের নিকট ময়দানে থাকা হইল।

মোহনপুরা

১৮ আষাঢ়

মোহনপুরা হইতে দশ ক্রোশ জয়পুরের ঘাটদরজা। ইতিমধ্যে পথে নানা স্থানে পর্ব্বত জঙ্গল আছে। পথ অতিশয় মন্দ, পথের লাঞ্ছনার কথা কিছু বলা যায় না। ঐ অধিকারে তিন ক্রোশ অন্তরে এক এক গ্রাম। ঐ গ্রামে গ্রামে থানা। ঐ সকল গ্রাম হইতে গাড়ি চলিলে তাহার ধূলাটী দিতে হয়, তল্লাসী দিতে হয় এবং ফি গাড়ি চারি পয়সা স্থানে স্থানে মাসুল।

জয়পুরের ঘাটদরজা

পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে, মধ্যে মধ্যে পথ। এক পাহাড়ের ধারে এক বটবৃক্ষ এবং ধর্ম্মশালা আছে। ঐ স্থানে আসিয়া সকলে তৃপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে চারি ক্রোশ ঘাট-দরজা, পাহাড়ের মুখে ঘাট। ঐ স্থানে বাজার এবং দেবালয়, ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে আছে এবং জয়দেব মুনির শ্রী৺রাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বড় বড় ধনাঢ্যব্যক্তির বাগ-বাগিচা আছে। ঐ ঘাট-দরজাতে বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে পঁহুছা হয়। ঐ স্থান হইতে জয়পুর সহর তিন ক্রোশ। প্রথমতঃ সর্ব্বশুদ্ধ সহর মধ্যে না যাইয়া সকলে ঘাট-দরজাতে থাকিয়া আহারাদির তদ্বিরে রহিলেন। আমি ও মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠনাথ সরকার এই তিন জনে সহরে একটী বাটী স্থির করিতে যাওয়া হয়। তথায় পঁহুছিয়া শ্রীযুত বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারায় শ্রীশ্রীগোবিন্দজির বাটীর নিকট এক বাটী স্থির করিয়া ঐ স্থানে গোবিন্দজির মিষ্টান্ন প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যাগতে তথা হইতে পুনরায় ঘাট-দরজাতে আসিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হয়।

জয়পুরের বিবরণ

১৯ আষাঢ়

প্রাতে ঘাট-দরজাতে পাহাড়ের উপর জঙ্গলে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, ঝরণাতে স্নান তর্পণ ইত্যাদি সমাধা করিয়া জয়পুরের সহরে গমন। তিন ক্রোশ যাইয়া সহরে প্রবেশ। সহরের চৌপাড়বন্দী রাস্তা অর্থাৎ পাশার চাল যেমত, সেই মত সহরের রচনা। যে দিকে দাঁড়াইয়া দেখিবে, চৌদিকে সমান পথ ও

জয়পুরের রাস্তা ও গৃহাদির পরিচয়

রাস্তা পরিসর। দুই ধারে উত্তম উত্তম শ্বেত-পাথরের বাড়ী, তাহাতে নানা প্রকার খোদিত দেবমূর্ত্তি এবং মনুষ্যাকৃতি ও পশু-পক্ষ্যাদি আছে। ঐ বাটীতে শেঠ ইত্যাদি ধনিগণের বাসস্থান। ঐ বাটীর নীচের তলে দোকান। দোকানের নিয়ম এই আছে, যে দ্রব্যের দোকান যে পটীতে আছে, তাহাতে অন্য দ্রব্যের দোকান নাই। চুড়ি-পটী তাহাতে প্রায় ২৫০ শত চুড়িওয়ালী, ছিপিওয়ালার দুই ধারে

জয়পুরের দোকান

৪০০ শত দোকান। খুগি, লম্বা কম্বল, লুই, আসন ইত্যাদি উল-বস্ত্রের তিন শত দোকান, ছুতা হয় রকমের, যথায় তৈয়ার হইতেছে প্রায় ৫০০ শত দোকান, যথায় বিক্রয় হইতেছে ৩০০ শত দোকান। যে স্থানে বস্ত্রাদির দোকান আছে, দুই পার্শ্বে অন্য দোকান নাই। যথায় হালুয়া-ইয়ের দোকান, সেই চকে অন্য কিছু নাই। এইমত মেওয়াজাত ইত্যাদি সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ পটী। বৈকালে যে স্থলে চক বৈসে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। লোকযাত্রা অতিশয়।

তাহাতে নগরের শোভা অতিশয়। পশমিনা, হীরা, পান্না, মোতির কুঠিওয়ালার গদি দোতালার উপর। সহর পাঁচ ক্রোশ, সহর-পানাতে বেষ্টিত, পাথরের প্রাচীর। এই সকল শোভা সহরের স্থানে স্থানে দেখিয়া প্রথম দ্বার হইতে দ্বিতীয় দ্বার প্রবেশ করিতে হয়। এক এক দ্বারে দশ পদাতিক, এক এক জমাদার, এই মতে দ্বাররক্ষা করিতেছে। কেহ কিছু নূতন দ্রব্য লইয়া আগম কি নিগম হইলে তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ রাখে। পঞ্চতুরা মতে মাসুল দাখিল করিলে খালাস পায়, নচেৎ রাজভাণ্ডারে দাখিল হয়। এইমত চারি দ্বার প্রবিষ্ট হইলে রাজবাটীর নিকট পঁহুছা হয়। প্রথম দ্বারে যাইয়া শ্রী৺গোবিন্দজির গোস্বামীকে সংবাদ করিতে গোবিন্দজির ছড়িবরদার এক পাঁচরঙ্গা ছড়ি হাতে করিয়া আসিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কোন দ্বারে গাড়ি রুদ্ধ করিল না, গোবিন্দজি দর্শনে যাইতেছে এই কথা জানাইল। ক্রমে ক্রমে রাজবাটীর নিকটে শ্রী৺গোবিন্দজির বাটীর নিকটে এক বাটীতে বাসা হইল। এক স্থানে সকলের সমাবেশ হইল না। বাগানের বৈঠকে এবং ধর্ম্মশালায় কেহ কেহ রহিল। পরে বেলা এক প্রহর গতে প্রথমতঃ বৃলাপায়ে দর্শন হইল। শ্রীশ্রী৺জিউ মহারাজা সওয়াই জয়সিংহের বাটীর মধ্যে, রাজবাটীর প্রথম দ্বারে। চতুর্থ দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে শ্রী৺গোবিন্দজির শ্রীমন্দির দর্শন হয়; কিন্তু দ্বারে দ্বারে দ্বারপালগণ আছে, গোস্বামীর অনুমতি বিনা কেহ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। দর্শন সাতবার, যে আরতি হয় তাহার এক আরতি ভোগের সময়, অন্ত কেহ দেখিতে পায় না। মঙ্গল-আরতি ও শয়ন-আরতি রাজ-অন্তঃপুর-

জয়পুরের দ্বার

জয়পুরে গোবিন্দজী

স্থিত স্ত্রীগণ দর্শন করেন। প্রাতে ধূপ শিঙ্গার-ভোগের পূর্ব্বে যে আরতি হয় এবং বৈকালিক ধূপ সন্ধ্যার আরতি সকলে দর্শন করিতে পায়। প্রাতে যে ধূপ আরতি হয় তাহাতে কাহাকেও নিবারণ নাই—কাঙ্গালি পর্য্যন্ত সকলে দর্শন পায়। শ্রী৺জির শ্রীমন্দির রাজবাটীর মধ্যস্থলে, পশ্চিম অংশে পূর্ব্বদ্বারী দালানাকৃতি দরদালান আছে। শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজি রত্ন-সিংহাসনে বিরাজিত আছেন, রাজপরিচ্ছদ—তাহার বর্ণনা কি করিব।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজি দর্শন করিয়া বিবেচনা হয় যে, দুই চক্ষে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ চক্ষে চক্ষে পলক আছে। ভগবানের যেরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণে সকল বর্ণিত আছে, তাহার স্বরূপ রূপ, তাহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। শ্রীপাদ-পদ্মাবধি মুখারবিন্দের বর্ণন তাহাতে আছে। কৈশোরাবস্থার ভাবাকৃতি যত্ন যথার্থ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একে বঙ্কিত ত্রিভঙ্গভঙ্গী সুঠাম তাহাতে মণিমুক্তা-প্রবলাদি আভরণ, কত শত হীরা জহরৎ পান্না পোকরাজ লাল নীলকান্ত প্রভৃতি খচিত আভরণে শোভিত হইয়া, নানামত রাজ-পরিচ্ছদের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বামভাগে শ্রীমতীজিকে, দক্ষিণাংশে রাজকন্যা পানের বাটা লইয়া বিরাজিতা আছেন। এই রাজকন্যা সওয়ায় জয়সিংহের কন্যা। ইঁহার জয়পুর-রাজকন্যারূপা বৃত্তান্ত এইরূপ শুনা হইয়াছে যে, লক্ষ্মী-অংশে গোবিন্দজীর শক্তি রাজার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন আছেন। শ্রীকৃষ্ণ সহিত সন্দর্শন হয় না। তাহাতে এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, দিল্লীর আকবর সাহার শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দ, গোপী-নাথ (৩) মদনমোহনের মন্দির ভাঙ্গিবার আদেশ হয়। ঐ সংবাদ

মহারাজ সওয়ায় জয়সিংহ শ্রুতমাত্র শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামীদিগের সেবা যত দেবমূর্ত্তি ছিলেন, সকল মূর্ত্তি জয়পুরের রাজধানীতে লইয়া যান! সকল দেবের আলাহিদা বাহিরে মন্দির স্থাপিত হইল, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজির মন্দির অন্দর-মধ্যে হইল। শ্রীজির দর্শনার্থে রাজকন্যা সর্ব্বদা আইসেন। ষোড়শবর্ষ গত হইল, রাজা রাজকন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিলে কন্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন না। গোবিন্দজি রাত্রিযোগে অন্তঃপুরে রাজকন্যার নিকট থাকেন, কখন নূপুর, কখন অন্য আভরণ, রাজকন্যার শয্যায় পড়িয়া থাকিত, অন্বেষণে পাওয়া যাইত। এই সকল কথা ক্রমে প্রকাশ হওয়াতে রাজা ও রাণী একদিন আপন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি বিবাহ করিতে চাহ না, কিন্তু তুমি সর্ব্বদা গোবিন্দজি দর্শনে মগ্ন থাক; লোকে তোমার কুৎসা করে, অতএব তুমি গোবিন্দজির মন্দিরে গমন নিবৃত্তি কর।" এই কথা রাজকন্যা শুনিয়া কহিলেন, "আমি আজ একবার মন্দিরের ভিতর যাইয়া দর্শন করিয়া আসি।" এই কথা কহিয়া শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজিকে স্তব করিয়া কহিলেন, "আমাকে এই কলঙ্ক-সাগর হইতে উদ্ধার কর।"—বলিয়া আপন দেহ শ্রীঅঙ্গে লিপ্ত করিলেন। পরে রাজা ও রাণী প্রভৃতি পুরবাসিগণ রাজকন্যাকে দেখিতে না পাইয়া চমৎকৃত হইয়া শ্রীজিকে স্তব-স্তুতি করিতে করিতে রাজাকে আদেশ হইল, "তোমার কন্যা পরিবাদ মাত্র ছিল, আমার শক্তি, আমাতে কালপূর্ণ হওয়াতে লিপ্ত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে তোমার কন্যার স্বরূপমূর্ত্তি তাম্বুলদান হস্তে লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে থাকেন, এরূপ স্থাপনা কর।" ঐ আদেশমত রাজকন্যার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর দক্ষিণপার্শ্বে আছেন। এই

তিন মূর্ত্তি অদ্যাবধি শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন। দর্শন অতি চমৎকার। কেহ কহে, শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে নটবরবেশে রাজা প্রাতে রাজকন্যার পালঙ্ক উপরে রাজকন্যার সহিত শয়নে দেখিয়া আপন অঙ্গের বস্ত্রে উভয় অঙ্গ আবরণ করিলেন। পরে রাজকন্যা চৈতন্যলাভ করিয়া রাজার বস্ত্র দেখিয়া লজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে কহিলেন, "এ কথা প্রকাশ হইল, আর মানবদেহ রাখা কর্ত্তব্য হয় না।" ইহা কহিয়া, ঐ দিবস শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজির পাদপদ্মে লিপ্ত হইলেন, আপন সদৃশ শ্রীজির দক্ষিণে রহিবার আদেশ হইল।

জয়পুরের দেবসেবা

জয়পুরে শ্রীবৃন্দাবনধামের গোস্বামীদিগের যত সেবা ছিল, সকল দেব তথায় আছেন, কেবল শ্রীশ্রীমদনমোহনজি কড়োরির রাজা জয়পুরের রাজার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন এবং তথায় আছেন। আর আর সকল দেবতার সেবা জয়পুরের মহারাজ করিতেছেন। সেবার জন্য গ্রাম ইত্যাদি গোস্বামীদিগের বৃত্তি দিয়া জয়পুরে রাখিয়াছেন। সকল সিদ্ধসেবার তৎকালের আসল মূর্ত্তি জয়পুরে, প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য জন্য শ্রীবৃন্দাবনের অতিশয় শোভা।

জয়পুরের রাজা শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে দান। গোবিন্দজির দেওয়ান হইয়া রাজা সওয়ায় জয়সিংহ রাজ্যের কর্ম্মকার্য্য করিতেন, এইরূপ এ পর্য্যন্ত চলিতেছে। এক্ষণে রাজা রামসিংহ দেওয়ান নামে কাগজাত দস্তখত হয়, কিন্তু রামসিংহ গদিতে বৈসেন না, সর্ব্বদা এক উটের উপর সওয়ার হইয়া একেলা স্থানে স্থানে মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ে ইচ্ছাধীন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, আহারাদির

স্থিরতা নাই, আপন হস্তে রুটী কি বাটী কিম্বা লেটী করিয়া পোড়াইয়া আহার হয়; অন্তঃপুরে থাকা হয় না, কাহার সঙ্গে আহার করিতে বিশ্বাস হয় না, প্রাণদণ্ডের শঙ্কা সর্ব্বদা আছে। রাজ্যের মালিক রাওল। ঐ দেশে দেওয়ানকে রাওল কহে।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদ

রাজবাটী উত্তম নির্ম্মিত। শ্বেতপাথরের বাটী, ইট চূণে গাঁথনি; এক বাউড়ি ভাল আছে। তাহার বৈঠকের ঘর সকল ভাল ভাল আছে। জল-স্থলে সুশোভিত জয়পুর সহর। পাহাড়ের উপর। এই সহরে তেহারা পাহাড়ের কেল্লা। এক এক ঘাট আছে, পাহাড় প্রবেশের পথ অন্তনিক্ হইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশের পথ নাই। এই সকল ঘাটে অর্থাৎ প্রবেশের পথের উপর পাহাড়ে কেল্লা আছে, ঐ কেল্লাতে রক্ষকগণ থাকে।

জয়পুরের কেল্লা

সহরের উত্তরদিকে যে পাহাড়, তাহাতে পূর্ব্বে সেনাদিগের রাজ্য ছিল। তাহার উপর মজবুত কেল্লা আছে, সেনা সকল দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, বলবান্, যুদ্ধে অতুল শক্তিমান, মহাবলপরাক্রম। ঐ কেল্লার মধ্যে রাজকোষাগারে বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল, সেনাদিগের রাজ্যমধ্যে পর্ব্বত উপরে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। যৎকালে সওয়ায় জয়সিংহ উপস্থিত হইলেন, ঐ রাজ্য রাজা সওয়ায় জয়সিংহ আপন বাহুবলে অধিকার করিয়া, কেল্লার যে সকল রাজকোষাগার তাহা অধিকার করিয়া, ঐ রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হই-লেন। কিন্তু ঐ সকল সেনা রাজার দ্বারপাল হইয়া রহিল। রাজা রাজকোষাগারে কোথায় কি ধন আছে, তাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারেন না; যে সমস্ত রক্ষকগণ আছে, তাহারা সকল জ্ঞাত ছিল।

রাজাকে কহিত এবং এ পর্য্যন্ত কহে, যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন রসদ যোগাইব। এক্ষণে এ ধন পাইবে না। হীরা পান্না মোতি বহুমূল্যের আছে। এই রাজধানীতে পূর্ব্বে রাজভবন ছিল, পরে রাজা জয়সিংহ জয়পুর স্থাপিত করেন। ঐ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম ছয় ক্রোশ যাইয়া পাহাড়ের উপরে শিলাদেবী* আছেন, ঐ দেবী পূর্ব্বে মথুরাতে কংসরাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে ছিলেন। ঐ শিলাতে দেবকীর সন্তানদিগকে আছাড়িয়া বিনষ্ট করিত। যৎকালে যোগমায়াকে ঐ শিলার উপর আছড়াইতে গিয়াছিল, শিলাস্পর্শমাত্র দেবী অষ্টভুজা হইয়া শূন্যপথে গমন করিলেন। ঐ যে শিলা তথায় ছিল, যৎকালে প্রতাপাদিত্য যশোরনগর হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, ঐ প্রস্তরে এক দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশে লইয়া যান। যশোরনগরে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকিতেন। দেবীর কৃপায় কেহ রাজ্যের

শিলাদেবী

* জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে দেবী আছেন। এই শিলাদেবী সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"শিলাদেবী নামে ছিল তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাঁহারে অকৃপা করি।
বুঝিয়া অহিত গুপ্ত পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপ-আদিত্য সাজে।"